ডিরেক্টর কর্তৃক লাইব্রেরী ও প্রাইজের জন্য অনুমোদিত

খুকুমণির ছড়া

যোগীন্দ্রনাথ সরকার

সঙ্কলিত

সিটি বুক সোসাইটি

৬৪নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

[মূল্য ২৷৷০ আনা

১৩শ সংস্করণ]

এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি বঙ্গসাহিত্যে বোধ করি একটা নূতন উদ্যম, ইহার একটা ভূমিকা আবশ্যক।

এই গ্রন্থের প্রকাশক মহাশয় যখন আমাকে এই ভূমিকা লিখিবার জন্য আহ্বান করেন, তখন আহ্লাদের ও কৃতজ্ঞতার সহিত আমি এই ভার গ্রহণ করি। আহ্লাদের কারণ, যে আমি এইরূপ ছড়া-সংগ্রহের অভাব অনুভব করিতেছিলাম; কৃতজ্ঞতার কারণ, প্রকাশক মহাশয় সেই অভাব এত সত্বর পূর্ণ করিতেছেন। ইংরেজীতে বালক-জনের চিত্তাকর্ষক বিবিধ সাহিত্যগ্রন্থ রাশি রাশি বর্ত্তমান আছে। বাঙ্গালাতে এইরূপ গ্রন্থের সম্পূর্ণ অভাব ছিল। বর্ত্তমান গ্রন্থের প্রকাশক শ্রীযুত যোগীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় কয়েক বৎসর হইতে সেই অভাব দূর করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন; তিনিই বাঙ্গালীর মধ্যে এই ক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রথম পথপ্রদর্শক। এজন্য তিনি বঙ্গের বালক-বালিকাগণের ও তাহাদের পিতামাতাদিগের সর্ব্বথা কৃতজ্ঞতাভাজন, সন্দেহ নাই।

তাঁহার প্রকাশিত শিশু-পাঠ্য পুস্তকগুলি সুরঞ্জিত ছবি ও কৌতুকময় উপাখ্যানাদি সমাবেশে শিশুজনের চিত্তহরণে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান কার্য্যে তিনি একটু অভিনব সাহসের পরিচয় দিয়াছেন ; সেই কারণে তিনি বিশেষতঃ প্রশংসার্হ।

কথাটা একটু খুলিয়া না বলিলে ছড়াসংগ্রহের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। কিছুদিন হইতে অনন্যসাধারণ প্রতিভায় অলঙ্কৃত পরম শ্রদ্ধাস্পদ্ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ঠিক এই জাতীয় কবিতাসংগ্রহের অভাব অত্যন্ত তীব্রভাবে অনুভব করিয়া আসিতেছিলেন। কয়েক বৎসর হইল, তিনি প্রকাশ্য সভায় 'মেয়েলি-ছড়া' নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন ; ঐ প্রবন্ধে যে ভাবুকতা, সরসতা ও চিন্তাশীলতার সহিত এই বিষয় আলোচিত হইয়াছে, তাহা অন্যের পক্ষে অনুকরণের অতীত। ঐ প্রবন্ধটিকেই বর্ত্তমান পুস্তকের ভূমিকাস্বরূপ গ্রহণ করিলে, আমার নীরস ওকালতি হইতে পাঠকগণ নিস্তার পাইতেন।

রবীন্দ্রবাবু প্রবন্ধপাঠেই নিরস্ত ছিলেন না ; তিনি স্বয়ং সংগ্রহ-কার্য্যেও নিযুক্ত ছিলেন এবং তাঁহারই প্ররোচনার বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ত্রৈমাসিক পত্রিকায় কিছুদিন এই সংগ্রহ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু কি কারণে জানি না, কাজটা অধিক দূর অগ্রসর না হইয়াই থামিয়া যায়।

সম্ভবতঃ পরিষৎ-পত্রিকার পাঠকসম্প্রদায় অথবা পরিষদের পরিচালকগণ ছেলে-ভুলান ছড়ার সংগ্রহ তাঁহাদের মত প্রবীণ পণ্ডিতমণ্ডলীর অযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন।

তাঁহাদের প্রবীণজনোচিত গাম্ভীর্য্যে আর আঘাত লাগে নাই, ভাল কথা ; কিন্তু বঙ্গীয় সাহিত্যে আমার বিবেচনায় একটা প্রকাণ্ড অভাব বর্ত্তমান রহিয়াছিল। বর্ত্তমান সংগ্রহের প্রকাশক এ পর্য্যন্ত প্রবীণ-

সম্প্রদায়ের মনস্তুষ্টির জন্য কোন পরিশ্রম করেন নাই ; বালক-সম্প্রদায়ের জন্যই তাঁহার পরিশ্রম এ পর্য্যন্ত সীমাবদ্ধ রহিয়াছে ; ইহা আমি একটা সৌভাগ্যের বিষয় বিবেচনা করি ; এবং সম্ভবতঃ তাঁহার প্রবীণ বন্ধুগণের নীরব বিদ্রূপময় কটাক্ষপাত সহ্য করিয়াও তিনি যে এই 'ছেলেমি' কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহার সাহসের প্রশংসা করি। তাঁহার বর্ত্তমান উদ্যম বালকবালিকাগণের পরিতোষের জন্য সীমাবদ্ধ হইলেও, ইহার ফল দূরতর ও প্রশস্ততর ক্ষেত্রে বিস্তৃত হইবে বলিয়া আমি বস্তুতই বিশ্বাস করি ; এবং তজ্জন্য এই ভূমিকার বাগাড়ম্বরে আমি কুণ্ঠিত হইতেছি না।

যাহাতে কোন আধ্যাত্মিক-তত্ত্বের সমাবেশ নাই, এমন কোন কথা আমাদের পণ্ডিতসম্প্রদায়ের অনুরাগ আকর্ষণে সমর্থ হয় নাই ; কিন্তু শিশুজনপ্রিয় সাহিত্যের ভিতর হইতে সেরূপ কোন আধ্যাত্মিকতত্ত্ব নিষ্কাশনে আমি একান্ত অক্ষম। তবে প্রসঙ্গক্রমে এ কথা বলিয়া রাখিতে পারি যে, এই সাহিত্যে কোন আধ্যাত্মিক তত্ত্ব নিহত না থাকিলেও, হয় ত দুই একটা ঐতিহাসিক তত্ত্ব, দুই একটা সামাজিক তত্ত্ব সঙ্গোপনে লুক্কাইত থাকিতে না পারে, এমন নহে। ভূতত্ত্ববিদেরা একখানা দাঁত বা একখানা হাড় অবলম্বন করিয়া পৃথিবীর অতীত ইতিহাসের এক একটা নূতন পরিচ্ছেদ উদ্ঘাটিত করিয়া ফেলেন। সেইরূপ ভবিষ্যতের কোন গ্রিম্ বা মক্ষমূলার এই বাঙ্গালীর ছেলের ছেলেমি ভাণ্ডারের মধ্য হইতে দুই একটা নাম বা শব্দ বা বাক্য অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের অতীত ইতিহাসের কোন বিস্তৃত অধ্যায় আবিষ্কারে সমর্থ হইবেন কি না, জানি না। 'দামোদর ছুতোর,' শ্যামঠাকুর,' 'শিবু সদাগর,' 'কংশ রাজা,' ও 'হড়ম বিবি' কোন্ অতীত কালের বিস্মৃতপ্রায় ইতিবৃত্তের অপরিচিত স্মৃতিচিহ্ন মাত্রে

পর্য্যবসিত হইয়াছে, তাহা আমরা এখন কল্পনায় আনিতে পারি না। কল্পনায় আনিতে পারি না, কিন্তু এই সকল লুপ্তপ্রায় স্মৃতিচিহ্নগুলিকে ধ্বংসের হাত হইতে ও বিকৃতির হাত হইতে রক্ষা করিবার ভার সম্পূর্ণ ভাবে আমাদের উপরই রহিয়াছে। এ বিষয়ে অবহেলা করিলে আমরা ভবিষ্যতের নিকট মার্জ্জনার অধিকারী হইব না, ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

প্রকৃত প্রস্তাবে ইতিহাসের প্রতি আমাদের কোন অনুরাগ নাই। এবং আমার বিশ্বাস, এই বিরাগের মূল আমাদের বৈজ্ঞানিকতার অভাব! ইতিহাস মনুষ্য-জীবনের সত্য ঘটনা লইয়া কারবার করে; বিজ্ঞান সমগ্র জগতের সত্য ঘটনা লইয়া কারবার করে; সুতরাং ইতিহাস বিজ্ঞানেরই একটি শাখা। ইতিহাসে বিরাগের নাম বিজ্ঞানের প্রতি বিরাগ; এবং বিজ্ঞানের প্রতি বিরাগের নামান্তর সত্যের প্রতি বিরাগ। আমরা সত্য ঘটনার আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্য গ্রহণের জন্য যতটা লোলুপ ও সত্যের আধ্যাত্মিক ফলভোগের জন্য যতটা আগ্রহবান্, সত্যের প্রতি আমাদের ততটা আসক্তি নাই। সত্যকে আমরা খুঁজিয়া বাহির করিতে চাহি না; আমাদের বিশ্বাস, আমাদের বিনা প্রযত্নে, বিনা উদ্যমে, প্রকৃতিদেবী সত্যসমষ্টি দ্বারা আপনার যে দেব-দেহ নির্ম্মিত করিয়াছেন, সেই দেহের জ্যোতিঃ আমাদের চোখের সম্মুখে আবিষ্কৃত করিয়া দেখাইবেন এবং সেই পরা জ্যোতিঃর আনন্দ উপভোগে আমাদিগকে সমর্থ করিবেন।

কোন ঐতিহাসিক সত্যের আবিষ্কার এই অবজ্ঞাত ছড়া-সাহিত্য হইতে সম্ভবপর না হইলেও, অন্যবিধ সত্যের পরিচয় এই সাহিত্যের মধ্যে পাওয়া যায়। মনস্তত্ত্ববিৎ ও সমাজতাত্ত্বিক এই সাহিত্য হইতে বিবিধ সত্যের আবিষ্কার করিতে পারেন। মনুষ্যজীবনের একটা বৃহৎ

অংশের দুর্জ্ঞেয় রহস্য এই অনাদৃত সাহিত্যের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। মানুষের শৈশব-জীবনের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিতে হইলে আমাদিগকে অনেক সময় এই সাহিত্যের আশ্রয় লইতে হইবে।

প্রকৃতির বজ্রশাসনে নিয়মিত হইয়া আমাদের মত বয়স্ক মানুষ স্বয়ং সংযত হয় ও প্রকৃতিকে সংযত-মূর্ত্তিতে নিরীক্ষণ করিয়া থাকে। প্রকৃতির বিশাল রাজ্যে সর্ব্বত্র আমরা নিয়মের ও শৃঙ্খলার অস্তিত্ব দেখিতে পাই। সেই নিয়মের বন্ধনে আমরা আপন জীবনকে আবদ্ধ দেখি ও সেই নিয়মের শাসনে আমরা চলিয়া থাকি। যে সকল ঘটনা নিয়ত আমাদের ইন্দ্রিয়ের সমক্ষে প্রতিভাত হয়, তাহাদের প্রত্যেকেরই এক একটা নির্দ্দিষ্ট স্থান দেখা যায় ও তাহাদের পরস্পরের মধ্যে এক একটা নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধের বন্ধন দেখা যায়। এই নির্দ্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত ও পরস্পর নির্দ্দিষ্ট বন্ধনে আবদ্ধ প্রাকৃতিক ঘটনার সমবায় ও পরম্পরা লইয়া প্রকৃতির এই শরীর ; এই শরীরের কিয়দংশ ব্যাপিয়া আমাদের কারবার ; আমাদের কারবার যে পরিমাণে সেই প্রাকৃতিক নিয়মের অনুসরণ করে, জীবনযাত্রায় আমাদের সাফল্যও সেই পরিমাণে ঘটে। কিন্তু এমন অদ্ভুত ও অসাধারণ ঘটনাও সচরাচর আমাদের প্রত্যক্ষ হয়, প্রকৃতি-শরীরে যাহার ঠিক স্থান আমরা সহসা নির্দ্দেশ করিতে পারি না, বা অন্যান্য পরিচিত প্রাকৃতিক ঘটনার সহিত যাহার সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে পারি না। এক সম্প্রদায়ের লোকে এইরূপ ঘনাকে 'অতিপ্রাকৃত' বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু এইরূপ আপাততঃ অতিপ্রাকৃতিক অসাধারণ ঘটনার সংখ্যা যতই অধিক হয়, প্রকৃতির শৃঙ্খলা ততই নষ্ট হয় ; এবং এই শৃঙ্খলা হইতে প্রকৃতির যে সৌন্দর্য্যের উৎপত্তি, সেই সৌন্দর্য্যও ততই বিকৃত হয়। বস্তুতঃ সুনিয়ত মনুষ্যবুদ্ধির নিকট শৃঙ্খলাতেই সৌন্দর্য্য, বিশৃঙ্খলাই কুৎসিত ; যাহা প্রাকৃত, তাহা সুন্দর ; যাহা অতি-

প্রাকৃত, তাহা প্রকৃতির মহাকাব্যে কেবল ছন্দোভঙ্গ ও যতিভঙ্গ করিয়া রসাস্বাদনে ব্যাঘাত জন্মায়।

বয়স্ক ও পূর্ণতাপ্রাপ্ত মনুষ্যের পক্ষে এই এক কথা ; কিন্তু শিশুর অক্ষে সমস্তই ইহার বিপরীত। প্রকৃতির কারখানা হইতে নির্ম্মিত হইয়া মানব-শিশু সদ্যঃ সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, কিন্তু এখনও প্রকৃতির শাসন, নিয়মের শাসন তাহাকে বন্ধনে আবদ্ধ করিতে পারে নাই ; যে নিয়মের প্রভাবে সেই কারখানা পরিচালিত হইতেছে, সেই নিয়মের অস্তিত্বে তাহার একেবারে ভ্রূক্ষেপ মাত্র নাই। তাহার স্বাধীন মুক্ত জীবনের নিকট প্রকৃতির মূর্ত্তিও সম্পূর্ণভাবে বিশৃঙ্খল ও সংযম-রহিত। তাহার নিকট জগতের খানিকটা প্রাকৃত, খানিকটা অতিপ্রাকৃত নহে, সমস্তটাই অতিপ্রাকৃত ; অথবা বয়স্ক লোকে যাহাকে অতিপ্রাকৃত বলিতে চায় ও যাহার অস্তিত্বে শঙ্কিত বা চিন্তিত বা হতবুদ্ধি হয়, যাহাকে প্রাকৃতের মধ্যে টানিয়া আনিবার জন্য আপনার বুদ্ধিশক্তিকে বিনিয়োগ করে, তাহাই তাহার নিকট একমাত্র প্রাকৃত। শিশুবুদ্ধি এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে কিছুই অস্বাভাবিক দেখে না। অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বন্ধনের ও নিয়মের ও শৃঙ্খলার এই সম্পূর্ণ অভাবে তাহার কিছুমাত্র শঙ্কাবোধ বা দ্বিধাবোধ হয় না। এই শৃঙ্খলাহীন, নিয়মহীন, বিপর্য্যস্ত জগতের মধ্যে সে পরিপূর্ণ উল্লাস ও আনন্দ উপভোগে সমর্থ হয়। প্রকৃতির কাব্যে একটু ছন্দঃপাত দেখিলেই আমাদের মত বয়স্কের কাণে ও প্রবীণের কাণে কেমন কেমন ঠেকে ; কিন্তু শিশুর নিকট সেই কাব্যখানা আদ্যোপান্ত ছন্দোহীন। উহাতে কোনরূপ মিলের বিচার নাই, কোনরূপ বিরামের নিয়ম নাই। সঙ্গীতটার আগাগোড়াই বেসুরো ও বেতালা। অথচ এই ছন্দের ও মিলের অভাব, এই সুরের ও তালের সম্পূর্ণ অসদ্ভাবই তাহার সম্পূর্ণ তৃপ্তি ও পরিতোষ উৎপাদনে সমর্থ। ছন্দের অস্তিত্ব

ও তালের অস্তিত্বই হয় ত তাহার অসংযত মুক্ত স্বাধীনতাকে ব্যাঘাত দিয়া তাহার আনন্দের তীব্রতম হানি জন্মায়।

আমার প্রবীণ বান্ধবগণের মধ্যে যাঁহারা তত্ত্বকথার জন্য লালায়িত, তাঁহারা ছেলে ভুলান-ছড়ার মধ্যে এইরূপ একটা প্রকাণ্ড তত্ত্বানুসন্ধানের অবসর পাইবেন ; একটা প্রকাণ্ড প্রহেলিকার মীমাংসা দ্বারা তাঁহাদের বিজ্ঞতার পরিমাপে তাঁহারা অবকাশ পাইবেন ; কোন্ পথে মীমাংসা পাওয়া যাইতে পারে, তদ্বিষয়ের আলোচনায় আমি এ স্থলে প্রবৃত্ত হইব না। আমার সে ক্ষমতাও নাই এবং বর্ত্তমান ক্ষুদ্র পুস্তকের দুর্ব্বল মেরুদণ্ড তদ্বিধ তত্ত্বালোচনার ভারবহনেও সর্ব্বথা অক্ষম। তবে প্রসঙ্গক্রমে এই মাত্র বলিয়া রাখিতে পারি, এই শিশুজনসুলভ প্রকৃতি যে বয়োবৃদ্ধিসহকারে একেবারেই লোপ পায়, এমন মনে করা ভ্রম। বয়োবৃদ্ধের মধ্যেও এই শৈশবোচিত প্রকৃতির অস্তিত্ব নিতান্ত বিরল নহে। বিভিন্ন জাতির উপাসনাপদ্ধতির ইতিহাস আলোচনা করিলে এই শৈশবোচিত প্রবৃত্তির ভূমি পরিমাণ পরিচয় পদে পদে পাওয়া যাইবে ; আমরা যে সকল জাতিকে অসভ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করি, তাহাদের সমগ্র প্রাকৃতিক বিজ্ঞানটাই এইরূপ অনিয়ত, বন্ধনশূন্য অতিপ্রাকৃতে নির্ভর ও বিশ্বাস মাত্র, ইহাতে দুঃখিত হইবার কোন কারণ নাই। কেন না, আমাদের মধ্যে ও পৃথিবীর সভ্যতম জাতির মধ্যেও বোধ করি, পোনের আনার অধিক লোক এই অতিপ্রাকৃতের মরীচিকার প্রতি সুপেয় বারিভ্রমে ধাবিত রহিয়াছে। প্রকৃতির রাজ্যে নিয়মের বিপর্য্যয় দেখিয়া যাঁহাদের বুদ্ধি মর্ম্মাহত ও অপমানিত হয় না, অতিপ্রাকৃতের অস্তিত্ব ব্যতিরেকে যাঁহাদের জগত-প্রণালীর প্রতি ভক্তির সঞ্চার ও প্রেমের সঞ্চার হয় না—প্রত্যুত এই অতিপ্রাকৃতের অস্তিত্ব এই ছন্দের ও সুরের অভাবই যাঁহাদের উল্লাসের ও আনন্দের উৎপাদক, তাঁহাদের সংখ্যা ও প্রভাব পৃথিবী মধ্যে এখনও সামান্য

নহে। ইহাকে সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিব, তাহার বিচারে আমি সর্ব্বথা অসমর্থ।

আর একটা কথা আছে। বয়স্ক মানবের চরিত্র বিভিন্ন দেশে বিভিন্নরূপ। প্রাকৃতিক শিক্ষা ও সামাজিক শিক্ষা দেশভেদে ও কাল-ভেদে মানবচরিত্রের স্বাভাবিক কাঠামটাকে নোয়াইয়া বাঁকাইয়া তাহার উপর পালিশ দিয়া রঙ্ ফলাইয়া বিভিন্ন মূর্ত্তি প্রদান করে; কিন্তু শিশু-চরিত্র বোধ করি সর্ব্বদেশেই ও সর্ব্বকালেই একরূপ। বয়স্ক বাঙ্গালীর মেরুদণ্ড 'শ্বেতাঙ্গের বোঝা' বহিতে একেবারেই অসমর্থ; কিন্তু মানব-শিশু যখন সুতিকাগার হইতে প্রথম বাহির হইয়া সংসারের সহিত পরিচয় আরম্ভ করে, তখন শাদা চামড়া ও কাল চামড়া উভয়েরই অভ্যন্তরে ঠিক একজাতীয় বুদ্ধিবৃত্তি প্রবৃত্তি বর্ত্তমান থাকে। যাহাদের অবকাশ আছে, তাঁহারা বাঙ্গালীর ছেলের 'ছড়া' ও ইংরেজের ছেলের 'নার্শারি গান' মিলাইয়া দেখিবেন, উভয়ের মধ্যে কি অদ্ভূত রকমের সৌসাদৃশ্য বর্ত্তমান। এই সৌসাদৃশ্য সর্ব্বত্র বুঝাইবার জন্য উভয় শিশুর পূর্ব্বপিতামহের কাস্পীয়-সাগর-তটে বাস কল্পনা না করিলেও চলিতে পারে; কেন না, এই সৌসাদৃশ্য আর্য্যভূমির সম্পূর্ণ বাহিরে ষোল আনা অনার্য্য শিশুর শৈশবলীলা অনুসন্ধান করিলেও দেখা যাইবে। কেবল শিশু-প্রকৃতি কেন, বয়স্ক মনুষ্যের প্রকৃতিতেও যে অংশটুকু মানবজাতি সাধারণ, তাহারও পরিচয় এই বিভিন্ন দেশের ছড়া-সাহিত্যে সুস্পষ্ট পাওয়া যাইবে। স্নেহবিবশা জননী যখন গৃহ-কোণের অন্ধকার মধ্যে, লোক নয়নের অন্তরালে অস্ফূটবাক্ অস্ফুটবুদ্ধি অপত্যের মুখের পানে চাহিয়া আপনার আত্মার নিগূঢ়তম প্রদেশ উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়, তখন তাহার বাক্যভঙ্গি কার্য্যভঙ্গি কোন সামাজিক কৃত্রিম প্রথার বা প্রনালীর কোন ধার ধারিতে চাহে না। তখন স্বাভাবিক মানব চরিত্র কৃত্রিমতার পর্দ্দার

অন্তরাল সরাইয়া ফেলিয়া আপনার নগ্ন মূর্ত্তি আবিষ্কার করে; সেই মূর্ত্তি বোধ করি 'চীন হইতে পেরু' পর্য্যন্ত সকল দেশের মধ্যেই এক।

বাঙ্গালী শিশুর ও বাঙ্গালী জননীর স্বাভাবিক চরিত্রে অসাধারণত্ব কিছু না থাকুক, কিন্তু সেই জননীর ও তাঁহার অন্যান্য প্রতিবেশী প্রতিবেশিনীর সামাজিক চরিত্রে বঙ্গদেশে ও বঙ্গসমাজে বাসনিবন্ধন যে অনন্যসাধারণত্ব, যে বিশিষ্ট্য আছে, এই ছড়া-সাহিত্যে তাহারও পরিচয় না পাওয়া যাইবে এমন নহে। বস্তুতঃ এই সকল ক্ষুদ্র মাহাত্ম্য-হীন অর্থহীন অসংলগ্ন কবিতার ভগ্নাংশগুলির মধ্যে এক এক স্থানে গৃহস্থ বাঙ্গালীর গৃহের সুস্পষ্ট ছবি দেখতে পাওয়া যায়, তাহা অন্য কোথাও পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। বাঙ্গালীর ইতিহাস নাই বটে, অথবা লক্ষ্মণসেনের সময় হইতে বাঙ্গালীর যে রাজনৈতিক ইতিবৃত্ত প্রচলিত আছে, তাহাতে গৌরবের সামগ্রী কিছুই নাই বটে, তথাপি সেই লক্ষ্মণসেনের পর হইতে বাঙ্গলা সাহিত্যের যে ধারাবাহিক স্রোত বহিয়া আসিয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের যে অংশের কাহিনী প্রতিধ্বনিত করিয়া আসিতেছে, তাহা মাধুর্য্যে ও কারুণ্যে ও কোমল শান্তরসের আতিশয্যে পৃথিবীতে হয় ত অতুল্য। বাঙ্গালী জীবনের সে অংশে কোন উৎকট দীপ্তি, কোন তীব্র জ্বালা, কোন গৌরবময় মহিমা নাই বটে, কিন্তু মনুষ্যত্বের পূর্ণতার জন্য অন্যান্য বিশে-ষণেরও প্রয়োজন! মমতা ও করুণা, ভক্তি ও প্রীতি, বাৎসল্যে ও পবিত্রতা যদি মনুষ্যত্বের পূর্ণতা সম্পাদনের জন্য আবশ্যক হয়, তবে বাঙ্গালীর জীবন জগৎ সংসারে নিতান্ত অবহেলার সামগ্রী বলিয়া বিবেচনা না করা যাইতে পারে। পরলোকগত সার মনিয়ার্ উই-লিয়াম্স্ কিছুদিন হইল হিন্দুজাতির 'হোম' নাই বলিয়া করুণা প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিশাল হিন্দুজাতির কথা বলিতে পারি না, কিন্তু

আমরা যে 'হোমে'র মধ্যে আশৈশব লালিত হইয়া আসিয়াছি, পিতা মাতা, ভাই ভগিনী, বৃদ্ধা দিদিমা ও অতিবৃদ্ধ দাদা মহাশয় যে 'হোমে'র মধ্যে বাস করিয়া পরস্পর স্নেহ ও প্রীতির বিনিময় করিয়া আসিতেছেন, 'মাসী পিসী বনগাঁ-বাসী' এমন কি, যাহাদের 'বনের মধ্যে ঘর' তাহাদেরও যে 'হোমে'র মধ্যে স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে, মুষ্টিভিক্ষাজীবি অজ্ঞাতকুলশীল অতিথিও মুহূর্ত্তের জন্য যে 'হোমে' আপনার বিহিত স্থান অধিকার কবিতে সঙ্কোচ বোধ করে না এবং গৃহমার্জ্জার, গৃহগোধিকা ও বাস্তু সাপ পর্য্যন্ত যে 'হোমে'র মধ্যে নিতান্ত অন্তরঙ্গভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই বিশাল 'হোমে'র সহিত অনুদার অপ্রশস্ত সঙ্কীর্ণ স্বার্থের প্রাচীর বেষ্টিত বিলাতী 'হোমে'র তুলনা করিয়া বিশুদ্ধ মনুষ্যত্বের অবমাননা আমার পক্ষে অসাধ্য। প্রার্থনা যে, বঙ্গভূমিতে এইরূপ 'হোমে'র প্রতিষ্ঠা বিলম্বিত হউক।

বাঙ্গালী জাতির সমগ্র সাহিত্যটাতেই বাঙ্গালীর সেই গৃহের বিবিধ চিত্র নানা রঙে চিত্রিত হইয়াছে এবং স্বভাবের তুলিকা যেন সেই রঙ্ ফলাইবার জন্য কোন কৃত্রিম উপকরণের সাহায্য লয় নাই ; স্বভাবের ভাণ্ডার হইতেই সেই রঙ্গুলি সংগৃহীত হইয়াছে। আমি আধুনিক যুগের কৃত্রিম শিক্ষার প্রভাবে নির্ম্মিত কৃত্রিম সাহিত্যের কথা বলিতেছি না ; বাঙ্গালীর অকৃত্রিম প্রাচীন নিজস্ব সাহিত্যের কথা বলিতেছি ; এবং এই অকৃত্রিমতার হিসাবে বাঙ্গালীর গ্রাম্য-সাহিত্য, বিশেষতঃ বাঙ্গালীর শিশু-সাহিত্য বা ছড়া সাহিত্য, যাহা লোকমুখে প্রচারিত হইয়া যুগ ব্যাপিয়া আপন অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে, কখন লিপিশিল্পের যোগ্য বিষয় বলিয়া বিবেচিত হয় নাই, সেই সাহিত্য সর্ব্বতোভাবে অতুলনীয়। যাঁহারা উদাহরণ সংগ্রহ করিতে চান, তাঁহারা এই ক্ষুদ্র পুস্তকের মধ্যে একবার প্রবেশ করিলেই উদাহরণের বহুলতা দেখিয়া বিস্মিত হইবেন। আমি আর সে পরিশ্রমটুকু গ্রহণ করিলাম না

প্রসঙ্গতঃ একটা কথা বলিব। এই পুস্তকের সংগৃহীত ছড়ার সংখ্যা আড়াই শতেরও কম। * পাঠককে অনুরোধ করি, তন্মধ্যে কয়টির মধ্যে 'বৌ' নামক অবগুণ্ঠনান্তরালস্থিত ক্ষুদ্র পদার্থের প্রসঙ্গ আছে, এক-বার গণিয়া দেখিবেন ; এবং ভবিষ্যতে বাঙ্গালী গৃহস্থ মহাশয় যখন দন্তহীন অবস্থায় মাতৃক্রোড়ে দোদুল্যমান থাকিয়া 'আধ আধ' বাণী ও 'খল খল' হাস্যের ছটায় জননীর আঁধার মানসাকাশে থাকিয়া থাকিয়া তড়িল্লতার বিকাশ করেন, তখন মাতৃদেবী ভবিষ্যৎকালে তাঁহার গৃহের জ্যোতিঃ-স্বরূপা কিন্তু তদানীং মাতৃকুক্ষীতে অলব্ধপ্রবেশা অপ্রাপ্ত-জীবিত বধূটির 'সোনা হেন রংটি' ও 'ঠেঁটে আলতা গোলার ঢেউ' কল্পনা করিয়াও সেই মনঃকল্পিতরূপা বধূর হস্তে তাঁহার 'কাল সোনা'কে 'তিন্‌টে ঠোনা' খাওয়াইয়া কিরূপ আনন্দ লাভ করেন, তাহার অনুভবে একবার চেষ্টা করিবেন। আমার বাল্য বিবাহ-বিরোধী বন্ধুগণকে 'খুকুমণির ছড়া'র এই অংশগুলি সযত্নে পরিহার করিতে অনুরোধ করি কিন্তু আমার যে সকল প্রবীণ বন্ধু সাহিত্য মধ্যে তত্ত্বসংগ্রহের জন্য লালায়িত তাঁহারা মানব-চরিত্রের বা মানবী-চরিত্রের এই অদ্ভুত বিকাশে একটা উৎকট তত্ত্ব নির্ণয়ের অবকাশ পাইবেন, ভরসা করি।

যাহা হউক, এই শেষোক্ত শ্রেণীর বন্ধু সম্প্রদায়, 'খুকুমণির ছড়া'র মধ্যে কোনরূপ তত্ত্ব-সংগ্রহে বা আনন্দ-সংগ্রহে সমর্থ হউন বা না হউন, আশা করি যাহাদের জীবন অদ্যাপি জগতের কঠিন নিয়মের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া স্ফূর্ত্তিহীন হইতে পায় নাই, যাহাদের নিকট বিশ্ব-সংসারে সকলই নূতন, প্রকলই কৌতুকময়, সকলই সত্য, সকলই স্বাভাবিক, সকলই উন্মুক্ত বিশৃঙ্খলতার কলরবে ও উল্লাসে পরিপূর্ণ, তাহাদিগের

* পরবর্ত্তী সংস্করণে আরও দেড় শতেরও অধিক ছড়া সংগৃহীত ও প্রকাশিত হইয়াছে।—গ্রন্থকার

আনন্দের মাত্রা সম্বর্দ্ধনে এই গ্রন্থ কৃতকার্য্য হইয়া প্রকাশের শ্রম সফল করিবে।

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার তুলনায় ভূমিকায় দীর্ঘ আয়তন ও অসঙ্গত আড়ম্বর হয় ত পাঠক পাঠিকার অরুচি উদ্রেক করিবে। কিন্তু বিষয়ের গুরুত্ব সম্বন্ধে আমার যেরূপ সংস্কার আছে, তৎকর্ত্তৃক প্ররোচিত হইয়া আমি তাঁহাদের মার্জ্জনা প্রার্থনা করিতেছি। যে পাঠক-সম্প্রদায়ের কোমল করে এই সুরঞ্জিত উপহার প্রকাশক মহাশয় কর্ত্তৃক অর্পিত হইবে, আমি ঠিক তাহাদিগের জন্য এই ভূমিকা লিখি নাই। আশা করি, বর্ত্তমান ক্ষুদ্র গ্রন্থের প্রচারের সহিত বাঙ্গালীর অনাদৃত অবজ্ঞাত গ্রাম্য-সাহিত্যের আলোচনা বঙ্গের সুধীসমাজ কর্ত্তৃক যথোচিত ভাবে আরব্ধ হইবে।

কলিকতা।
৮ই আষাঢ়, ১৩০৬ — শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

—সূ-চী—

[১ম পংক্তি অনুসারে]

খুকুমণির ছড়া

হাজার চুমা

১

কোথায় আমার চাঁদমণি,
মুচ্‌কি হাসি মুখ্‌খানি!

ঝাঁপিয়ে কোলে
আয় দেখি মা,
গাল ভ'রে দি
হাজার চুমা !

*

একানোড়ে

২

এক যে আছে একানোড়ে,
সে থাকে তালগাছে চড়ে'।
দাঁত দুটো তার মূলোর মত,
পিঠখানা তার কুলোর মত,
কান দুটো তার নোটা নোটা,
চোখ দুটো আগুনের ভাঁটা !
কোমরে বিচুলীর দড়ি,
বেড়ায় লোকের বাড়ী বাড়ী।
যে ছেলেটা কাঁদে,
তারে ঝুলীর ভিতর বাঁধে,
গাছের উপর চড়ে,
আর তুলে আছাড় মারে !

একানোড়ে

উপবাসী

৩

খোকন গেছে সেই পাড়া,
ভাত হ'তেছে কড়্‌কড়া,
ব্যান্নন হ'ল বাসি ;
খোকন আজকে উপবাসী।

*

এক যে রাজা

৪

এক যে রাজা, সে খায় খাজা,
তার যে রাণী সে খায় ফেণী,
তার যে বেটা, সে খায় পাঁঠা,
তার যে বৌ, সে খায় মৌ,
তার যে ঝি, সে খায় ঘি,
তার যে চাকর, সে খায় পাঁপর,
আর দেয় ঘুম।
তালগাছ পড়ে— ডুম্‌ !

নাইতে হয়

খোকন খোকন গন্ধ কয়,
খোকন ছুঁলে নাইতে হয়!

সোনার চাঁদ

৬

গগনে পেতেছি ফাঁদ,
আমি ধ'রে দেব পূর্ণ চাঁদ।
চাঁদ দেব, চাঁদের মালা দেব,
চাঁদের গাছে গোপাল চড়িয়ে দেব।
কাঁদে কেন চাঁদের তরে?
সোনার চাঁদ আমাদের ঘরে!

*

লক্ষ টাকার ছেলে

৭

গোপাল আমার ধীর,
খেতে দেব ক্ষীর;
গোপাল আমাদের ঠাণ্ডা,
খেতে দেব মণ্ডা,
কোমরে দেব হেলে;
ঘরে ঘরে খেল্‌বে গোপাল
লক্ষ টাকার ছেলে!

*

খোকন

৮

খোকন খোকন ডাক পাড়ি,
খোকন আমাদের কার বাড়ী ?
আয় রে খোকন ঘরে আয়,
দুধ মাখা ভাত কাকে খায়।

*

দারুণ হুমো

৯

যাদু, ঘুমো রে ঘুমো,
শান্তিপুরে বাঘ এসেছে
দারুণ হুমো !

শ্বশুরবাড়ী যাওয়া

১০

খোকন যাবে শ্বশুরবাড়ী,
খেয়ে যাবে কি ?
ঘরে আছে গমের ময়দা,
শিকেয় আছে ঘি।
একটু খানি দাঁড়াও খোকন,
জিলিপী ভেজে দি।

খোকন যাবে শ্বশুরবাড়ী
খেয়ে যাবে কি ?
ঘরে আছে তপ্ত মুড়ি
মেনা গাইয়ের ঘি !

*

মাণিক

১১

আঁধার ঘরের মাণিক।
ন'ড়্বোও না—চ'ড়বোও না—
দেখ্বো খানিক খানিক !

*

রংটি কালো

তোল্ তোল্ পাল্‌কী তোল্
খোকনমণির বৌটি ভালো,
সব ভালো তার রংটি কালো !
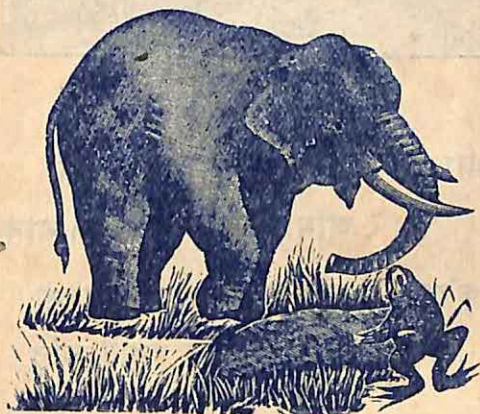
হাতী ও ব্যাঙ্

১৩

ব্যাঙ্।—কুলোকানী, মূলোদাঁতী,
ডিঙ্গিয়ে গেলি মোরে ?
হাতী।—থাক্ থাক্ থাক্ থ্যাব্‌ড়ানাকী,
ধর্ম্মে রেখেছে তোরে !

(ছুঁচোর কাছে গিয়া)

ব্যাঙ্।—গন্ধ ভুর্‌ভুর্ কর্পূরদাস,
আমার নাকি থ্যাব্‌ড়া নাক ?

ছুঁচো।—ঘরে যাও রূপে বিদ্যাধরী,
ছার কথা কি ধরাট করি।

*

বলরাম

১৪

এক হাত লম্বা বলরাম,
দুই হাত লম্বা শিং ;
নাচে রে বলরাম,
তা ধিন্ তা ধিন্ !

ওরে বাবা

১৫

ওখানে কে রে?
আমি খোকা।
মাথায় কি রে?
আমের ঝাঁকা।
খাস্ নে কেন রে?
দাঁতে পোকা।
বিলুস্ নে কেন রে?
ওরে বাবা!

*

ধন-ধন-ধন-ধোনা

১৬

ধন-ধন-ধন-ধোনা,
চোত বোশেখের বেনা!
ধন বর্ষাকালের ছাতা,
জাড়কালের কাঁথা,
ধন চুল বাঁধ্‌বার দড়ি,
হুড়্‌কো দেবার নড়ি;

পেতে শুতে বিছানা নেই,
ধন ধুলোয় গড়াগড়ি!
ধন পরাণের পেটে;
কোন্ পরাণে বল্‌বো রে ধন,
যাও কাদাতে হেঁটে!
ধন-ধোনা-ধন-ধন,
এমন ধন যার ঘরে নাই,
তার বৃথাই জীবন!

*

উলু উলু উলু

১৭

উলু উলু উলু
লক্ষ্মীমণির বিয়ে;
ধনমণিকে ডেকে আন,
হলুদ বাট্‌সিয়ে।
আমার খোকনমণির বিয়ে,
গায়ে হলুদ দিয়ে;
মুঠো মুঠো খৈ,
ঝিনুক্ ঝিনুক্ দৈ!

কে রে

১৮

কে রে—কে রে—কে রে ?
তপ্ত দুধে চিনির পানা,
মণ্ডা ফেলে দে রে।
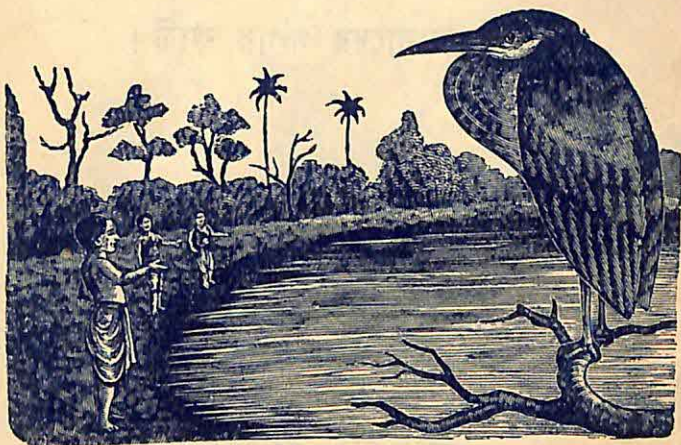
বক মামা

১৯

বক মামা, বক মামা,
ফুল দিয়ে যা,
নার্কেল গাছে কড়ি আছে,
গুণে নিয়ে যা !

গলার কাঁটি

২০

পটল আমাদের কৈ রে?
জলে ভাসে খৈ রে!
জল্‌টা হ'ল গোবর-মাটি,
পটল আমাদের গলার কাঁটি!

*

চাঁদের কণা

২১

সোনামণি সোনা!
আদা দিয়ে মুগের ডাল,
ঘন দুধের ছানা!
চাঁদবদনী চাঁদের কণা,
সবাই বলে দে না—দে না;
দিলে যে আমার ঘর চলে না,
সেই কথাটি কেউ বোঝে না!

হট্টিমা টিম্ টিম্

২২
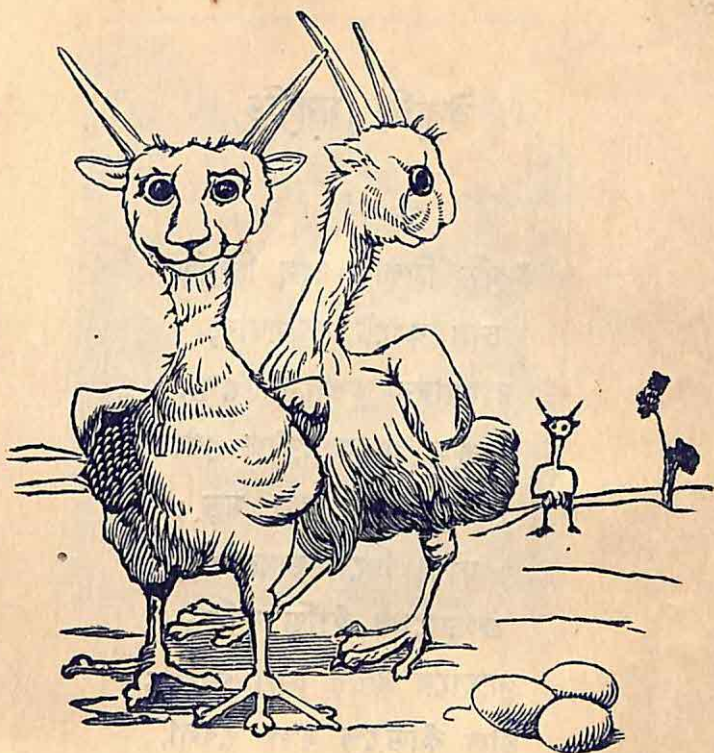
হট্টিমা টিম্ টিম্,
তারা মাঠে পাড়ে ডিম্!
তাদের খাড়া দুটো শিং,
তারা হট্টিমা টিম্ টিম্।

ইক্‌ড়ি মিক্‌ড়ি

২৩

ইকৃড়ি মিকৃড়ি চাম চিকৃড়ি,
চাম কাটে মজুমদার,
দামোদর ছুতারের পো,
হিঙুল গাছে বেঁধে থো।
হিঙুল করে কড়্ মড়্;
দাদা দিলে জগন্নাথ;
জগন্নাথের হাঁড়ি কুড়ি;
দুয়োরে ব'সে চাল কাঁড়ি;
চাল কাঁড়্তে হ'ল বেলা,
ভাত খাওসে দুপুর বেলা।
ভাতে প'ড়্লো মাছি,
কোদাল দিয়ে চাঁছি!
কোদাল হ'ল ভোঁতা,
খা ছুতরের মাথা!

*

হাঁটি হাঁটি

২৪

হাঁটি হাঁটি পা পা,
যাদু হাঁটে রাঙা পা!
হাঁটি হাঁটি পা পা,
খোকা হাঁটে দেখে যা!

*

হট্টমালার দেশ

২৫

খোকনমণির বিয়ে দেবো
হট্টমালার দেশে ;
তারা গাই-বলদে চষে ;
তারা হিরেয় দাঁত ঘসে ;
রুই মাছ, কাত্‌লা মাছ
ভারে ভারে আসে ;
তাই দেখে খোকার মা
পেছন ফিরে বসে !

❋

সাপুর-সুপুর

২৬

যাক্‌ ধান থাকুক্‌ নাড়া,
ধান তুল্‌বো বত্রিশ আড়া ;
বত্রিশ আড়ার ঘী কলসী,
সরু চালের ভাত ;
খোকা খাবে সাপুর-সুপুর,
বৌ কুড়াবে পাত।

ফিং ফিং-এটি

২৭

ফিং ফিং-এটি বাবুইহাটি,
কোন্ খানে তোর বাসা ?
আমার যাদুর বিয়ে হবে,
বৌটি হবে খাসা।

❋

রত্ন-সিংহাসন

২৮

পটল আমার ধন,
যেও না রে বন;
তোমার লেগে গড়িয়ে দেবো
রত্ন-সিংহাসন !

কে

২৯

বাপ নয় ত কে?
তপ্ত দুধে মর্ত্তমান,
চিনি ছড়িয়ে দে।
বাপ নয় ত খুড়ো,
কি খেতে সাধ হয়েছে?
রুই মাছের মুড়ো।
বাপ নয় ত শ্বশুর,
তপ্ত জলে পা ধু'য়ে
ভোজন ক'র্‌তে বসুক্‌।

*

চোরের মা

৩০

অন্ধকারে ঘুরঘুট্টি,
চোরের মায়ের ভিরকুট্টি?
জোচ্ছনায় ফটিক্‌ ফোটে,
চোরের মায়ের বুক ফাটে!

তাঁতীর সাজা

৩১

তির বাড়ী ব্যাঙের বাসা—
কোলা ব্যাঙের ছাঁ,
খায় দায়, গান গায়—
তাই রে—না রে না।

সুবুদ্ধি তাঁতীর ছেলের কুবুদ্ধি ঘনাল,
আঁকুড়া বাড়ী নিয়ে তাঁতি ব্যাঙের ছাঁ মারিল।

একটা ছিল কোলা-ব্যাঙ বড়ই সেয়ানা,
লিখন পাঠায়ে দিল পরগণা পরগণা !
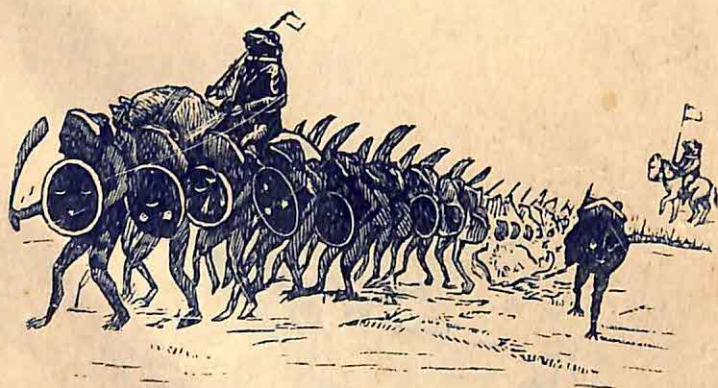
আজিডাঙ্গা কাজিডাঙ্গা মধ্যে ধনেখালি,
সেখান থেকে এল ব্যাঙ— চোদ্দ হাজার ঢালী।
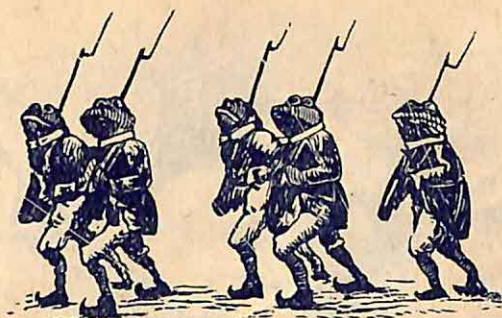
হুগলীর সহরে ভাই, ব্যাঙের অভাব নাই,
সেখান থেকে এল ব্যাঙ— সনাতন সিপাই।

সূতা নাতা নিয়ে তাঁতি যায় মণিরহাটে,
একটা ছিল কোলা-ব্যাঙ আগুলিল পথে।

সূতা নাতা নিয়ে তাঁতি উঠ্‌লো গিয়ে ডালে,
একটা ছিল কোলা-ব্যাঙ থাপ্পড় দিল গালে।

সূতা নাতা নিয়ে তাঁতি নাব্‌লো গিয়ে ভুঁয়ে,
একটা ছিল কোলা-ব্যাঙ মার্‌লো লাথি মুয়ে!

ব্যাঙের লাথি খেয়ে তাঁতি যায় গড়াগড়ি,
চোদ্দ হাজার ব্যাঙ উঠিল পিঠের উপর চড়ি।
পায়ের চাপে বোকা তাঁতি করে হাই-ফাঁই,
না মার, না মার মোর তাঁতিরে গোঁসাই।

খাঁদা

৩২

খাঁদা বোচ্‌কা বাঁধা,
গরু চরাতে যায়,
কোপ্‌নি বাঁধা দিয়ে খাঁদা,
মণ্ডা কিনে খায়।

প্যাঁক্-প্যাঁক্-প্যাঁক্

৩৩

ও পারেতে তিলগাছটি
তিল ঝুর্‌-ঝুর্‌ করে ;
তা'রি তলায় মা আমার
লক্ষ্মী-প্রদীপ জ্বালে।
মা আমার জটাধারী
ঘর নিকচ্ছেন ;
বাবা আমার বুড়ো শিব
নৌকা সাজাচ্ছেন ;
ভাই আমার রাজ্যেশ্বর,
ঘড়া ডুবাচ্ছেন ;

ঐ আস্‌ছে প্যাখ্‌না বিবি—
প্যাঁক্‌ প্যাঁক্‌ প্যাঁক্‌,
ও দাদা, দ্যাখ্‌ দ্যাখ্‌ দ্যাখ্‌!

*

পুকুরের পাড়ে

৩৪

পুকুরের চারি পাড়ে লাগাইছি ধন্যা,
বাছি বাছি তুলে পুষ্প রাজকুমারী কন্যা।
পুকুরের চারি পাড়ে লাগাইছি বট,
বিয়া ক'রে রেখে আসে মাথার মুকট!
পুকুরের চারি পাড়ে লাগাইছি খাজুর,
খাজুর খেয়ে চোছা ফেলে পাপিঠ বাদুড়!

খোকার কথা

৩৫

খোকার চুল ঝাঁকড়া,
ধ'র্‌তে গেল কাঁকড়া,
ফেলেছে খোকা জাল;
রদ্দুরেতে সোনার বরণ
হ'য়ে উঠেছে লাল।
ঘরে এল যাদুধন,
দুধ জুড়ুল অনেক ক্ষণ।

*

নিদন্তের হাসি

৩৬

কাদা চণ্ডলার পথ,
বাদ্‌লা ভাঙ্গা রথ,
মোটা কাপড়ের বাসি,
নিদন্তের হাসি,
আমি বড়ই ভালবাসি!

আয় পুষু

৩৭

আয় ত পুষু ধেয়ে ;
খোকা আমার দুধ খায়নি,
মিউ মিউ কর খেয়ে !
খোকা দুধ খাবে ঘট্-ঘট্,
পুষু আসে খট্-খট্ ;
খোকার দুধ খাওয়া হ'ল সাঙ্গ,
বিড়ালের দেখ রঙ্গ ।

*

কাণ-ফোঁড়ানি

৩৮

চাল্‌তা-তলায় হাঁটু পানি,
ঝিঁঝির মায়ের কাণ-ফোঁড়ানি।
ঝিঁঝি তুই বাড়ী আয়,
তোরে রেখে, তোর মা
কড়াই ভাজা খায়।
খাবি ত আয়,
প'চে যায় লো, ঝিঁঝি,
গ'লে যায়!

*

ধিন ধিন ধিনা

৩৯

ধিন ধিন ধিনা,
ছাগলে খায় চিনা,
মেড়ায় খায় ধান;
খোকার বউএর
চুল ধ'রে টান!

নটর-পটর

৪০
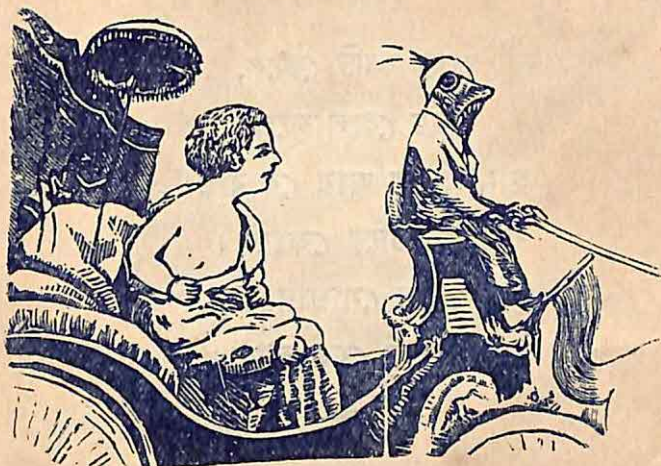
খোকা যাবে রথে চ'ড়ে
ব্যাঙ হবে সারথি।
মাটির পুতুল নটর-পটর,—
পিঁপ্‌ড়ে ধরে ছাতি,
ছাতির উপর কোম্পানি,
কোন্‌ কাঙ্গালের ধন তুমি?

*

নাচে হেলে দুলে

৪১

কার ধনটি ছেলে,
নাচে হেলে দুলে!
হামা দিয়ে আয় রে বাছা,
ক'র্‌ব তোরে কোলে।
দুদু খেয়ে সোনার যাদু,
আবার যেও চ'লে।

*

কনক রাজা

৪২

গোপাল আমার বাপের ঠাকুর,
কনক রাজার জাতি;
তোরে খেল্‌তে দেবো আদর ক'রে
নয় লক্ষ হাতী।
হাতী দেবো, হাওদা দেবো,
ঝালর দেবো তায়;
আয় রে আমার সোনার যাদু,
মায়ের বুকে আয়।

কট্‌কটে

৪৩

কট্‌কটেটা বলে, আমি
এই গাছে আছি ;
যে ছেলেটা কাঁদে, তার
জুল্‌পী ধরে নাচি !

চৌধ্‌রী

৪৪

চৌধ্‌রী বাড়ীর মৌধ্‌রী পিঠা,
গওয়াল বাড়ীর দৈ ;
সকল চৌধ্‌রী খেইতে বৈছে,
বুড়া চৌধ্‌রী কৈ ?
বুড়া চৌধ্‌রী গাই দুয়ায়,
গাইয়ে দিল লাথ্‌ ;
সকল চৌধ্‌রী মইরা গেল
শনিবারের রাইত্‌ !

*

বুড়ীর ছানা

৪৫

বুড়ী, তোর কয়টি ছানা ?
তিনটি ছানা।
কোন্‌টি কাণা ?
ছোট্টি কাণা।
সেইটি দে না,
তা হবে না !

তোতা পাখী

৪৬

আতা গাছে তোতা পাখী,
ডালিম গাছে মৌ,
কথা কও না কেন বৌ ?
কথা কব কি ছলে,
কথা কইতে গা জ্বলে !

জামাই

৪৭

মা গো মা, তোমার জামাই এসেছে,
কচুপাতাটি মাথায় দিয়ে নাইতে নেমেছে!
তেল মাখ্‌তে তেল দিইছি, ফেলে দিয়েছে,
আক কাট্‌তে ছুরি দিইছি, নাক্‌টি কেটেছে।
পা ধুইতে জল দিইছি, খেয়ে ফেলেছে,
ব'স্‌বে ব'লে পিঁড়ি দিইছি, শুয়ে পড়েছে!

*

টাকার ছালা

৪৮

খুকুনবালা, টাকার ছালা
মট্‌কী ভরা ঘি;
খুকুর ভাতে ভোজ হ'ল না,
ছি! ছি! ছি!

*

আঁধার বুড়ী

৪৯

যাস্‌নে খোকা আঁধার ঘরে,
আঁধার বুড়ী ধর্‌বে তোরে!

বুকজুড়ান ধন

৫০

বুকজুড়ান ধন, আমার পদ্মলোচন !
কেঁদ না রে সোনার যাদু, থামো কিছুক্ষণ।
দুধ হয়েছে বলক্ তোলা, মিছরি আছে হাটে,
খাবে আমার সোনার যাদু, যত পেটে আঁটে !

*

রাজার জামাই

৫১

চাঁচি মুছি খায় যে,
রাজার জামাই হয় সে।

তারার কথা

৫২

এক তারা বন্ধন, দুই তারা বন্ধন,
তারারা কয় ভাই? তারারা সাত ভাই;
বেঁধে ফেলি বড় ভাই।
চন্দ্র গেলেন সূর্য্যের বাড়ী,
ব'সতে দিলেন চৌকি-পিঁড়ি।
ব'সব না আর পিঁড়িতে;
মানুষ মরে ভাতে,
গরু মরে ঘাসে,
তাই, এসেছি তোমার বাসে।
আমার কথাটি যেন থাকে,
কাল্‌কের রৌদ্রে যেন বসুমতী ফাটে!

*

অভদ্রা বর্ষাকাল

৫৩

অভদ্রা বর্ষাকাল,
হরিণ চাট্‌ছেন বাঘের ছাল;

শোন্‌রে হরিণ, তোরে কই,
সময় বিশেষে সকল সই!

*

ঠ্যাং খোঁড়া

৫৪
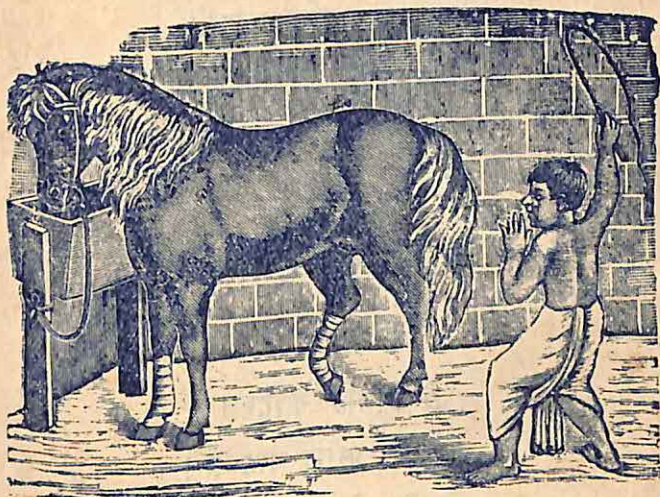
ঘোড়া ঘোড়া ঘোড়া,
দুই ঠ্যাং তোর খোঁড়া;
মার্‌ব চাবুক যেই,
নাচ্‌বি ধেই ধেই!

বৃষ্টি

৫৫

আয় বৃষ্টি ক’সে,
আমরা থাকি ব’সে!
যা বৃষ্টি ধ’রে যা,
লেবুর পাতা করঞ্চা।

*

চাঁদের খেলা

৫৬

ঐ চাঁদটি কাদের?
কপাল ভাল যাদের!
ঐ চাঁদ্‌টি কি করে?
বৌ নিয়ে খেলা করে!

*

মনুরাণীর বে

৫৭

আমার মনুরাণীর বে!
খাওয়ান দাওয়ান যেমন তেমন,
বাজ্‌না শোন সে।

দুখ-পাসরা

৫৮

দুখ-পাসরা নয়ন-তারা,
খোকা আমার কই ?
খোকামণিরে কোলে নিয়ে
ঠাণ্ডা হ'য়ে রই !

খোকন

৫৯

খোকন এল বেড়িয়ে
পায়ের নূপুর হারিয়ে।
গেছে গেছে হারিয়ে,
আবার দেবো গড়িয়ে,
দুধ আন গো জুড়িয়ে।

খোকনের শোওয়া

৬০

খোকন শোবে ঘরে
ঘর ঝক্ ঝক্ করে!
সোনার সিঁথি গড়িয়ে দেবো,
মুক্তা থরে থরে!

*

ভাঁড়ের ননী

৬১

খোকনমণি ভাঁড়ের ননী
নাম রেখেছে মায়
সদাই খোকন বিরস বদন
মণ্ডা খেতে চায়।

*

মোহন চূড়া

৬২

খোকা যাবে গাই চরাতে,
গাইএর নাম হাসি;
আমি সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দেবো
মোহনচূড়া বাঁশী!
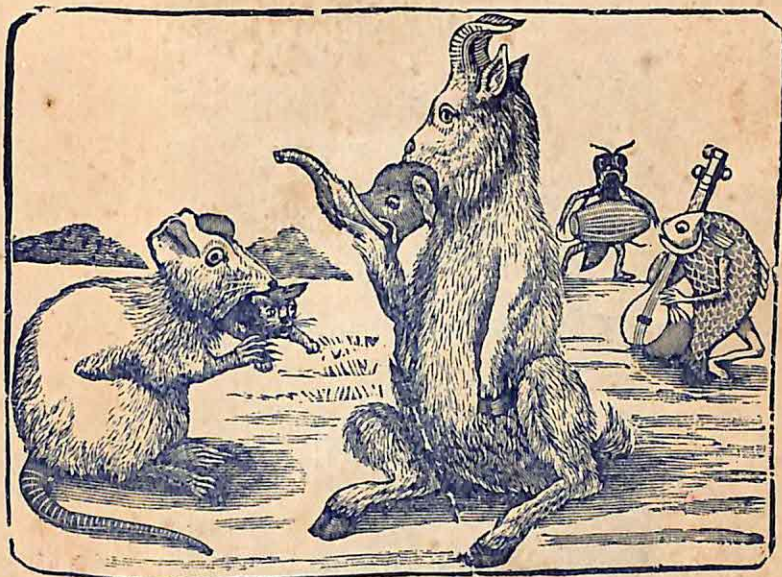
অবাক কাণ্ড

৬৩

ওরে ও নটে শাক,
তোর দেশে কি এই বিচার—
ইঁদুর বেড়ালে ধ'রে খায়!
শুন গো মা ভগবতী,
ছাগলে গিলেছে হাতী,
পুঁটিমাছ তানপুরা বাজায়!

*

কেঁদ না

৬৪

কেঁদ না আর যাদুমণি,
আন্‌বো তোমার বৌ;
সোনা হেন রংটি তাহার,
ঠোঁটে আল্‌তাগোলার ঢেউ!

*

গাছের কথা

৬৫

এক যে গাছ ছিল,
লতায় লতিয়ে গেল।
তায় এক কুঁড়ি ছিল,
ফুল ফুল ফুল ফুটে গেল!

*

ধূলা মাখা

৬৬

তুলসী তুলসী রামতুলসীর পাতা;
দেখে যাও গো খোকার মা,
খোকার ধূলো মাখ্‌বার ঘটা!

সাঁঝের বাতি

৬৭

সাঁঝের বাতি নড়ে চড়ে,
খোকনকে যে খোঁড়ে, তার
মুখ্‌টি পোড়ে!
আর যে খোঁড়ে মনে মনে,
পুড়ে মরুক্‌ সে আঁধার কোণে!

খোকনমণির বিয়ে

৬৮

আদুরের কলা ছড়া বাদুড়ে খায়,
তালতলা দে খোকনমণি বিয়ে ক'র্‌তে যায়।
খোকনমণি, বিয়ে ক'রে যৌতুক্‌ পেলে কি ?
থাল পেলুম গাড়ু পেলুম, বড়মানুষের ঝি !
বড়মানুষের ঝিকে নিয়ে উঠে দিলুম রড়,
তালতলাতে প'ড়ে গিয়ে হাঁটুর গেল ছড় !

*

ধিন্‌তা ধিনা

৬৯

ধিন্‌তা ধিনা পাকা নোনা,
ডাল-ভাতে-ভাত চড়িয়ে দে না।
বাবুর বাড়ী কাগ্‌জী লেবু,
খেতে চেয়েছেন রামজী বাবু;
রামজী বাবুর পরণে ট্যানা,
বে ক'রেছে বিড়াল-ছানা !
একটি ধানে দুইটি তুষ,
আয় রে মেনি পুষ্‌ পুষ্‌ !

পৌর্ণমাসীর চান

৭০

চিকণ বাঁশের ঢুল্‌নী মোর, কেরাক্ বেতের বান,
সে ঢুলনে ঢুলে আমার পৌর্ণমাসীর চান!
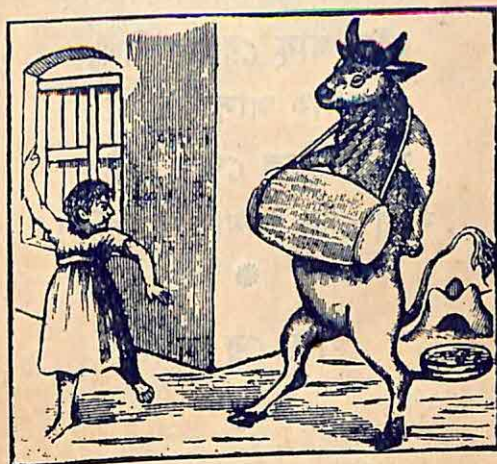
সোনার নাচ

৭১

সোনা নাচে কোনা,
বলদ বাজায় ঢোল;
সোনার বউ রেঁধে রেখেছে
ইলিস মাছের ঝোল!

কাল সোনা

৭২

ওরে আমার কাল সোনা,
বউ মেরেছে তিন্‌টে ঠোনা!
তা ব'লে কি দুধ খাবে না?
বেঁচে থাক্ রে চূড়াবাঁশী,
কত শত আস্‌বে দাসী;
সবাই মিলে খেলে ননী,
বাঁধা গেল আমার নীলমণি!

❋

হায় রে মনা

৭৩

হায় রে মনা হায়!
আর কি যাবি রে মনা,
শ্যাম ঠাকুরের নায়?
শ্যাম ঠাকুরের নায়ে যেয়ে
কত কষ্ট পেলি;
গড়াতে গড়াতে মনা
জলে প'ড়ে গেলি!

ঘুম

৭৪

ঘুমপাড়ানে মাসী পিসী,
ঘুম দিলে ভাল বাসি ;
এমন ঘুম দিবে, যেন
কেটে যায় নিশি !

*

কে রে

৭৫

এই ধনটা কে রে ?
এই স্বর্গ থেকে মর্ত্ত্যে এসে
ছিষ্টি রেখেছে রে !

ভাত চড়ান

৭৬

গেরস্ত ভাই, দেবে আগুন?
গ'ড়্‌বো কাঁচি, কাট্‌বো ঘাস,
খাবে গাভী, দেবে দুধ,
খাবে হরিণ, ক'র্‌বে যুধ,
ভাঙ্‌বে শিং, খুঁড়্‌বো মাটি,
গ'ড়্‌বো ভাঁড়, আন্‌বো জল,
ধোবো হাত—
তবে আমি চড়াবো ভাত!

*

খোকা বাবু

৭৭

আমার খোকাবাবু যায়,
লাল মোজা পায়,
বড় বড় রায়ের বেটি
উঁকি দিয়ে চায়!
খোকা ধীরে চ'লে যায়।

*
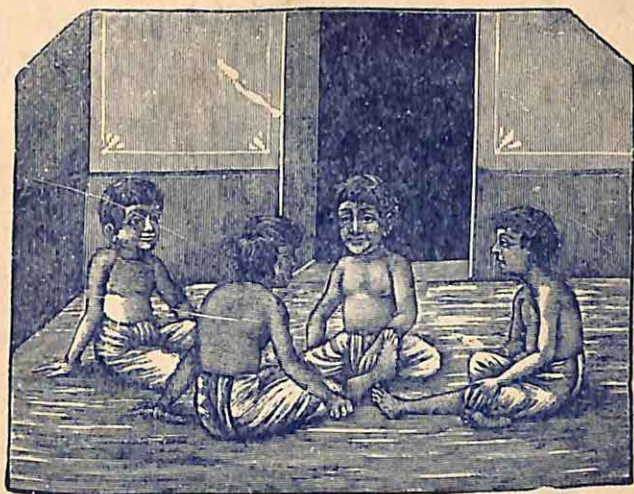
আর কেঁদ না

৭৮

আটুল্ বাঁটুল্ শ্যাম্‌লা সাঁটুল্,
শ্যাম্‌লা গেল হাটে ;
শ্যাম্‌লাদের মেয়ে দুটি
পথে ব'সে কাঁদে।
আর কেঁদ না, আর কেঁদ না,
ছোলা ভাজা দেবো ;
আর যদি কাঁদো, তবে
তুলে-আছাড় দেবো !

সোনার যাদু

৭৯

ধূলায়-ধূসর নন্দকিশোর,
ধূলা লেগেছে গায় ;
ধূলা ঝেড়ে কোলে করি,
সোনার যাদু আয় !

*

বর্গী এল দেশে

৮০

খোকা ঘুমুল পাড়া জুড়ুল,
বর্গী এল দেশে ;
বুলবুলীতে ধান খেয়েছে,
খাজনা দেবো কিসে ?
ধান ফুরুল, পান ফুরুল,
খাজনার উপায় কি ?
আর ক'টা দিন সবুর কর
রসুন বুনেছি।

*

আয় রে ছেলের পাল

আয় রে আয় ছেলের পাল, মাছ ধ'র্‌তে যাই,
মাছের কাঁটা পায় ফুটেছে, দোলায় চেপে যাই ;
দোলার আছে ছ'পণ কড়ি, গুণ্‌তে গুণ্‌তে যাই।
বড় শাঁখাটি, ছোট শাঁখাটি ঝামুর ঝুমুর করে,
তিন কড়ার খয়ের কিনে দুগ্‌গা হেন জ্বলে !

আজ দুগ্‌গার অধিবেস, কাল দুগ্‌গার বে,
তিন মিন্‌ষে নেড়া ফকির কোমর বেঁধেছে।
কোমরে কদম্বের ফুল ফুটে উঠেছে।
একটি নিলেন গুরুঠাকুর, একটি নিলেন টে,
টিয়ের বাপের বে, লাল গাম্‌ছা দে!
লাল গাম্‌ছা খসর মসর, ধোপার বাড়ী দে।
ও ধুপুনি, ও ধুপুনি কাপড় কেচে দে,
তোর বিয়েতে নাচ্‌তে যাব ঢুলকী কিনে দে!

*

ঘুমের গান

৮২

ঘুম যা রে দুধের ছাওয়াল, ঘুম যা রে তুই,
কলাগাছের বস্থা বাদুর, ধাবাই দিম মুই!

*

খোকার বিয়ে

৮৩

দোল্ দোল্ দোল্ দোল্
কিসের এত গোল?
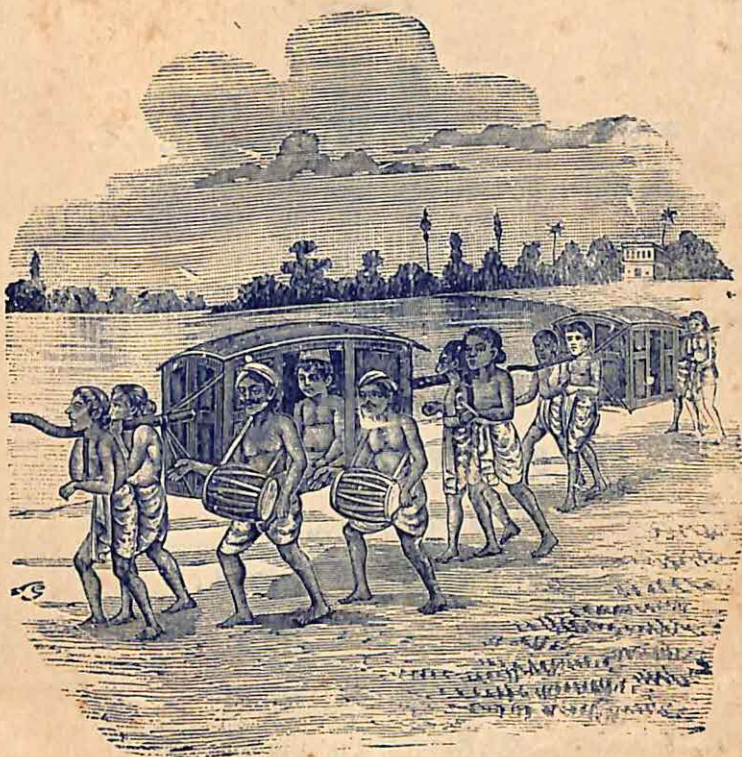
খোকা আস্‌ছে বিয়ে ক'রে
সঙ্গে ছ'শ ঢোল।
থাম্‌লো ঢোলের রব,
খোকামণি ঘুমিয়ে প'ল, শান্ত হ'ল সব!

কাজল

৮৪

কাজল বলে, উজল আমি গৌর মুখে থেকে,
হতমান হবে আমার গেলে কালো মুখে!

*

ষোল কৈ

৮৫

ষোল কৈ ষলুয়ে,
দুটা গেল তার পালিয়ে।
তবুও ত থাকে চৌদ্দ?
দুটা নিয়েছে বেড়াল বৈদ্য।
তবুও ত থাকে বার?
হারিয়ে গেল দুটা আরো।
তবুও ত থাকে দশ?
দুটা দিয়ে কিনেছি রস।
তবুও ত থাকে আট?
দুটা দিয়ে কিনেছি কাঠ।
তবুও ত থাকে ছয়?
ঘরে আছে মেনি বিড়াল,
তার জন্যে দুটা রয়।

তবুও ত থাকে চার ?
জলে গেল দুটা তার।
তবুও ত থাকে দুই ?
ঘরে আছে রোগা ছেলে,
তার জন্যে একটা থুই।
তবুও ত থাকে এক ?
চক্ষু খেয়ে পাতের দিকে চেয়ে দেখ !
আমি যাই মানুষের ঝি,
তাই একে একে হিসাব দি !
তুই যদি হ'স্ ভাল মান্‌ষের পো,
তবে, কাঁটাখান্ খেয়ে, মাছখান্
আমার জন্যে থো !

দাদা ভাই

৮৬

দাদা ভাই চালভাজা খাই,
নয়না মাছের মুড়ো।
হাজার টাকার বৌ এনেছি,
খাঁদা নাকের চূড়ো!
খাঁদা হ'ক্, বোঁচা হ'ক্,
সব সইতে পারি,
ঝাপ্‌টা কাটা মুখ্‌নাড়াটা—
ঐ জ্বালাতে মরি!

*

টাক্ ডুবা-ডুব্‌-ডুবা

৮৭

নাকুর বদলে নরুণ পেলুম,
টাক্ ডুবা-ডুব্‌-ডুবা।
নরুণের বদলে হাঁড়ুয়া পেলুম,
টাক্ ডুবা-ডুব্‌-ডুবা।
হাঁড়ুয়ার বদলে ঢাক পেলুম,
টাক্ ডুবা-ডুব্‌-ডুবা।

ঢাকের বদলে টোপর পেলুম,
টাক্ ডুবা-ডুব্-ডুবা।
টোপরের বদলে বৌ পেলুম,
টাক্ ডুবা-ডুব্-ডুবা!

*

পরাণের কাটি

৮৮

যাদুধন পরাণের কাটি,
তার গায়ে লাগে না মাটি।

যাদুর নূতন জামা গায়,
তুর্কি জুতো পায়,
যাদু বৌ আন্‌তে যায়!

*

দুধের ফেণী

৮৯

খুকুনমণি দুধের ফেণী,
কৌ-গাছের মৌ;
সব ছেলেদের বল্‌ব খুকুন
হাঁড়িখাকীর বৌ!

*

ঘুম আয়

৯০

আয় ঘুম আয়,
তাদের শেয়ালে শশা খায়!
তারা লুণ কোথা পায়?
আলুণ আলুণ খেয়ে
বনেতে পালায়।

খুকু যাবে শ্বশুর-বাড়ী

৯১

খুকু যাবে শ্বশুর বাড়ী,
সঙ্গে যাবে কে ?
বাড়ীতে আছে হুলো বেড়াল,
কোমর বেঁধেছে।
আম কাঁঠালের বাগান দেবো,
ছায়ায় ছায়ায় যেতে;

শান-বাঁধান ঘাট দেবো,
পথে জল খেতে।
ঝাড়-লণ্ঠন জ্বেলে দেবো,
আলোয় আলোয় যেতে ;
উড়্কি ধানের মুড়্কি দেবো,
শাশুড়ি ভুলাতে !
শাশুড়ি ননদ ব'ল্বে দেখে,
"বৌ হয়েছে কালো !"
শ্বশুর ভাসুর ব'ল্বে দেখে,
"ঘর করেছে আলো !"

*

ময়না

৯২

পুষ্ পুষ্ ময়না,
ভাত খাবি ত আয় না !
কাল দিইছি গয়না,
আজো বিয়ে হয় না—
পুষ্ পুষ্ ময়না !

*

নেড়া

৯৩

নেড়া তেলকামূড়া তেলে ভাজা বড়া;
সকল বড়া খেয়ে গেল, নেড়ার গলায় দড়া!
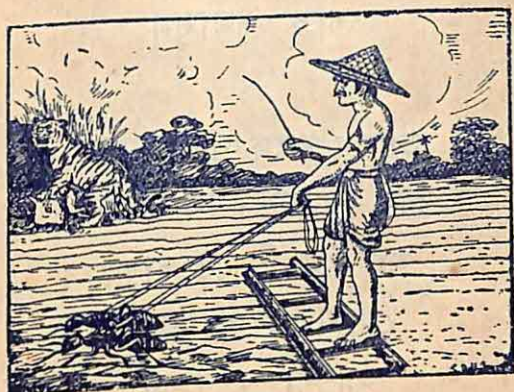
গড়্গড়ের মা

গড়্গড়ের মা লো, গড়্গড়ের মা,
তোর গড়্গড়েটা কৈ?
হালের গরু বাঘে খেয়েছে,
পিঁপ্ড়ে টানে মৈ!

টঁ্যাপ্‌-টঁ্যাপ্‌-টঁ্যাপ্‌

৯৫

টঁ্যাপ্‌ ট্যাপ্‌ ট্যাপ্‌ টঁ্যাপের ভিতর ঝিঙ্গে ;
বৃষ্টি বাদল হ'লে টঁ্যাপ্‌ বসে বাজায় শিঙ্গে।

❋

তাক্‌ ধুমাধুম্‌

৯৬

ডালিম গাছে পরভূ নাচে
তাক্‌ ধুমাধুম্‌ বাদ্দি বাজে।
আই গো চিন্‌তে পার ?
গোটা দুই অন্ন বাড়।
অন্নপূর্ণা দুধের সর,
কাল যাব গো পরের ঘর !
পরের বেটা মার্‌লে চড়,
কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে খুড়োর ঘর।
হেই খুড়ো তোর পায়ে ধরি,
রেখে আয় গো মায়ের বাড়ী।
মা দিলে সরু শাঁখা, বাপ দিলে শাড়ী ;
ভাই দিলে হুড়্‌কো ঠেঙ্গা, চল শ্বশুরবাড়ী !
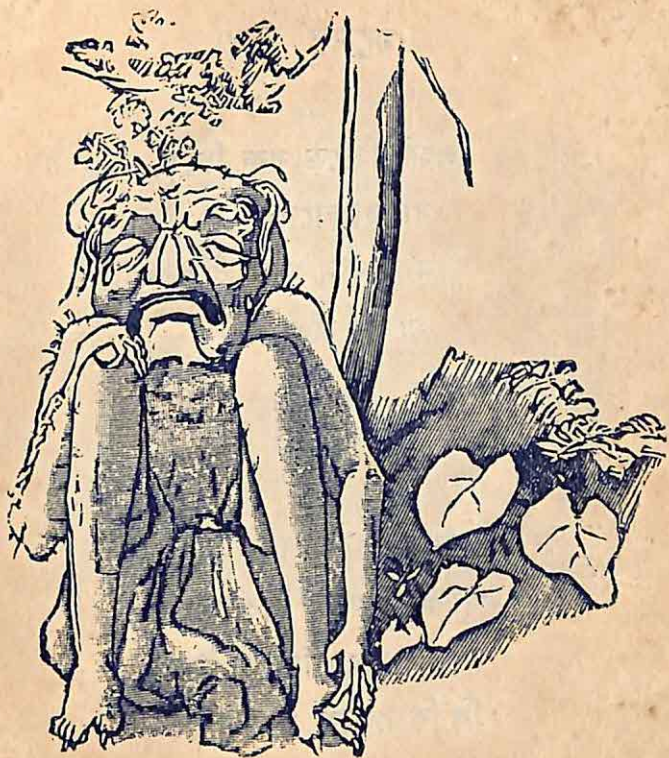
কাঁদুনে

৯৭

কাঁদুনে রে কাঁদুনে, কুলতলাতে বাসা :
পরের ছেলে কাঁদ্‌বে বলে, মনে ক'রেছ আশা !
হাত ভাঙ্গবো, পা ভাঙ্গবো, কর্‌বো নদীর পার ;
সারা রাত কেঁদ না যাদু ঘুমাও একটিবার !

মনের কথা

৯৮

লক্ষ্মী পিঁড়ে সরু চিড়ে,
বাগবাজারের দৈ;
শান্ বাঁধান ঘাট পাই ত
মনের কথা কই!

*

কাক ঝিঁঝি

৯৯

কাক ঝিঁঝি বকুল-বিচি,
কাকের গলায় শিকলগাছি;
শিকল ধ'রে দিলাম টান,
ঝিঁঝি ভেঙ্গে খান খান।

*

ফেটে মরা

১০০

ধন ধন ধনিয়ে,
কাপড় দেবো বুনিয়ে;
তাতে দেবো হীরের থোপ,—
ফেটে ম'র্‌বে পাড়ার লোক!
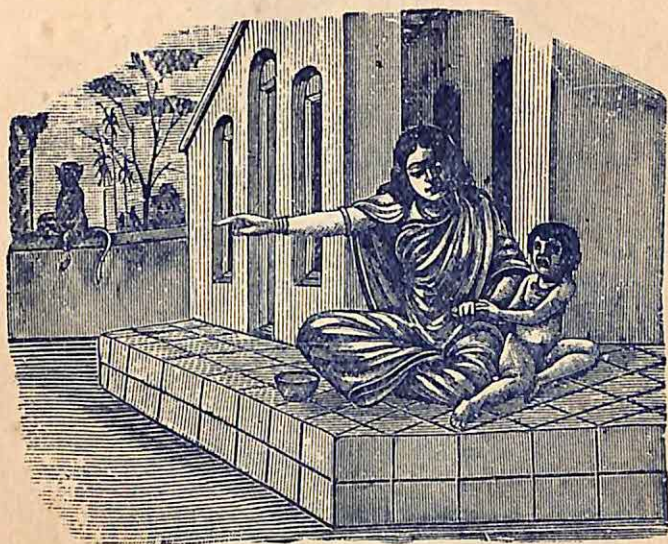
আয়রে হনু

১০১

আয় রে হনু লাফি লাফি,
খোকা কাঁদ্‌ছে ফুঁপি ফুঁপি!
দুধ দেখ্‌লে পালিয়ে যায়,
কলা খাবি ত ধর্‌বি আয়!

ব্যাং ও চ্যাং

১০২

ব্যাং বলে, চ্যাং ভাই,
গর্ত্তে ছিলুম ভালো ;
চুণিলাল বেরিয়ে আমার
গা ক'রলে কালো।
ড্যাল পড়ে ঝুরঝুরিয়ে,
মাটি পড়ে খ'সে ;
সাত শ' ব্যাঙে কীর্ত্তন করে,
দেখে চুণিলাল বসে !

*

নেচে যাওয়া

১০৩

সোনার নূপুর পায়,
খুকু নেচে নেচে যায় ;
হাতে নিয়ে সব্‌ড়ি কলা
চুষে চুষে খায় ;
খুকু ফিরে ফিরে চায়,
আর নাচে ধায় ধায় !
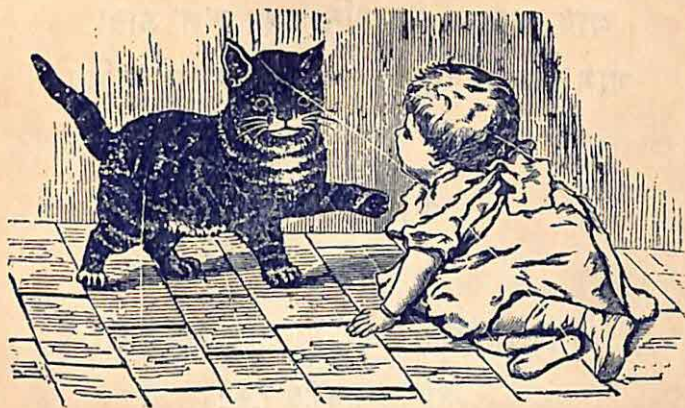
আয় মেনি

১০৪

আয় মেনি পুষ্‌ পুষ্‌,
দুধ খাবি আয় !
মাছ মেখে ভাত দেবো,
হাত দেবো গায় !

*

ধিনৃতা নাচন

১০৫

ধিনৃতা নাচন, মধুর বচন, তোমরা বল কি ?
মনের আনন্দে আমি খোকন নাচাচ্ছি !
নাচিতে নাচিতে খোকার গা হ'ল আগুন ;
খোকার শাশুড়ী তত্ত্ব দিল, গোটা দুই বেগুন।

আর নেচ না যাদুমনি, চরণ হ'ল ভারী,
ঘাম দিল চাঁদমুখে, খোকার কাছে হারি!

*

কাঠবেড়ালি

১০৬

কাঠবেড়ালী, কাঠবেড়ালী,
কাপড় কেচে দে;
তোর বিয়েতে নাচ্‌তে যাবো,
ঝুম্‌কো কিনে দে!
ঝুম্‌কোর ভিতর পাকা পান,
বিবি হচ্ছে মোছলমান!

*

খোকার কান্না

১০৭

কে বলেছে, মন্দ, কে দিয়েছে গাল,
কিসের তরে কাঁদে আমার ননীর গোপাল!
খোকন কেন কাঁদে? খোকার মা রাঁধে;
ও খোকার মা, ঘরে এস গো,—
তোমার তরে কেঁদে খোকা সারা হ'ল গো!

বেজায় মদ্দ

১০৮

মদ্দ বড় বাছের বাছ,
হেলান দিয়েছে
আমরুল গাছ !
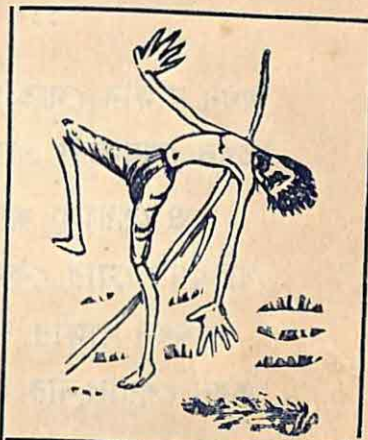
দূর্ব্বার কোঁৎকা হাতে,
চলেছে রাজপথে ;
পথে দেখেছে পাকাটি,
লেগেছে দাঁতকপাটি !

*

পড়্‌তে যাওয়া

১০৯

রাত পোহাল, মণি জাগিল, কোকিল করে রা,
দুধু খেয়ে যাদুমণি পড়নেতে যা !

বাঙ্গী ও শেয়াল্‌নী

১১০

যখন বাঙ্গীর ক্ষেত চষে,
তখন শেয়ালনী এসে বসে ;
ও শেয়ালা আয় রে—
গা খানি মোর কেমন কেমন করে !
যখন বাঙ্গীর পাতা,
তখন শেয়াল্‌নীর হ'ল মাথাব্যথা ;
ও শেয়ালা আয় রে—
গা খানি মোর কেমন কেমন করে !
যখন বাঙ্গীর কুষি,
তখন শেয়ালনী মনে বড়ই খুসি ;
ও শেয়ালা আয় রে—
গা খানি মোর কেমন কেমন করে !
যখন বাঙ্গীর জালি,
তখন শেয়াল্‌নী বেড়ায় আলি আলি ;
ও শেয়ালা আয় রে—
গা খানি মোর কেমন কেমন করে !

যখন বাঙ্গীর ফুল,
তখন শেয়াল্‌নী ঝেড়ে বাঁধে চুল;
ও শেয়ালা আয় রে—
গা খানি মোর কেমন কেমন করে!
যখন বাঙ্গীর বাতি,
তখন শেয়াল্‌নী ঘোরে দিন-রাতি;
ও শেয়ালা আয় রে—
গা খানি মোর কেমন কেমন করে।
যখন বাঙ্গী ফাটে,
তখন শেয়াল্‌নী বসে চাটে;
ও শেয়ালা আয় রে—
গা খানি মোর কেমন কেমন করে!

জোঁকের মন্ত্র

১১১

মামাশ্বশুর ভাগিনাবউ,
মোরে না ছুঁইও কালা বউ ;
কালা বউ দেখ্‌ছ নি ?
তপ্ত অম্বল খাইছ নি !

*

খোকা কই

১১২

খোকা এল কৈ ?
ভোজ রেখেছি খই।
গরম দুধ, সব্‌ড়ি কলা,
খাবে খোকা বিকেল বেলা !

*

ঠেঙ্গার গুঁতি

১১৩

অবু থবু গিরি সুত,
মায়ে বলে, পড় পুত।
পড়্‌লে শুন্‌লে দুধি ভাতি,
না পড়্‌লে ঠেঙ্গার গুঁতি !

দোল্ দোল্ দুলুনি

১১৪

দোল্ দোল্ দুলুনি,
রাঙা মাথায় চিরুণী।
বর আস্‌বে যখনি,
নিয়ে যাবে তখনি।
কেঁদে কেন মর?
আপনি বুঝিয়া দেখ,
কার ঘর কর?

খোকনের দান

১১৫

খোকনমণি বড় হ'য়ে
ব'সবে সিংহাসনে ;
কত অন্ধ আতুর বেঁচে যাবে
খোকনমণির দানে।
খোকন, মায়ের কথা ভুলে না,
পাপ কর্ম্ম ক'রো না !

*

তাক্ থুড়া

তাক্ থুড়া থুড়্ থড়া,
ভাঙ্লো খাটের খুরা,
নাম্লো হাতের থোপ্,
খোকার নাচন দেখ্তে এল
সওদাবাদের লোক।
সওদাবাদের ময়দা রে ভাই,
বহরমপুরের ঘি,
খাসা ক'রে কচুরি ভেজে
খোকার মুখে দি !

সাধের মেয়ে

১১৭

এই মেয়েটা হ'ত বেটা
দিতাম সোনার কোমরপাটা,
থাকৃতো লোকে চেয়ে ;
আমার বড় সাধের মেয়ে !

*

লেখাপড়া

১১৮

লেখাপড়া যেমন তেমন, জামাজোড়া কেমন ?
শিমুলে ফুটেছে ফুল লাল পারা যেমন !

নূতন তরকারি

১১৯

ও জামাই, খেয়ে যা রে
সাধের নূতন তরকারী,
শিল ভাতে, নোড়া ভাজা,
কোদাল চড়্চড়ি !

*

কেলে সোনা

১২০

কাল নয় আমার কেলে সোনা,
জলেতে ঝাঁপ দিও না,
হারালে আর পাব না !

*

কান্না

১২১

কেঁদ না রে সোনার যাদু,
কাঁদ্‌লে হবে কি ?
যে বকেছে তোমায়, তার
গরম ভাতে ঘি !
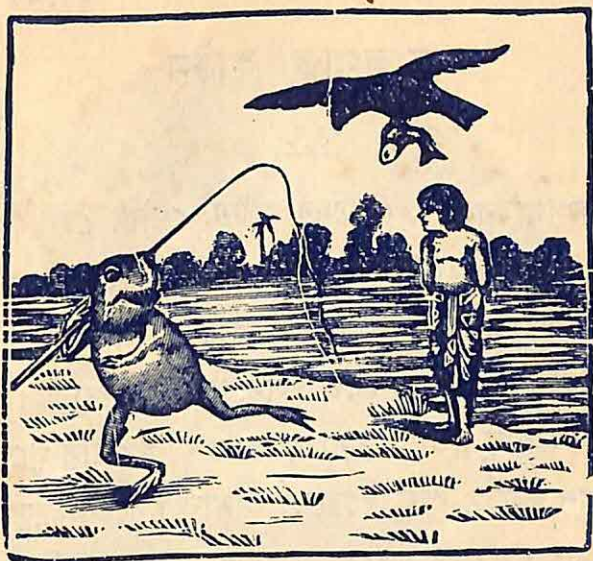
খোকার মাছধরা

১২২

খোকা গেছে মাছ ধ'র্‌তে
ক্ষীর নদীর কূলে,
ছিপ্‌ নিয়ে গেল কোলা বেঙ,
মাছ নিয়ে গেল চিলে।
খোকা ব'লে পাখীটি,
কোন্‌ বিলে চরে?
খোকা ব'লে ডাক দিলে,
উড়ে এসে পড়ে!

তালগাছ কাটন

১২৩

তালগাছ কাটন, বোসের বাটন, গৌরী হেন ঝি,
তোর কপালে বুড়ো বর, আমি ক'র্‌ব কি ?
টঙ্কা ভেঙ্গে শঙ্কা দিলুম, কানে মদন কড়ি,
বিয়ের বেলা দেখ্‌তে এলুম, বুড়ো চাঁপদাড়ি।
চোখ থাক্ তোর মা বাপ, চোখ থাক্ তোর খুড়ো,
এমন বরকে বিয়ে দিয়েছে, তামাক খেকো বুড়ো !
বুড়োর নল গেল ভেসে, বুড়ো তামাক খাবে কিসে ?
নেড়ে চেড়ে দেখি, বুড়ো ম'রে রয়েছে,
ফেন গাল্‌বার সময় বুড়ো নেচে উঠেছে !

*

নীলমণি

১২৪

এস রে আমার নীলমণি,
কোলে ক'রে তোমায় খাওয়াই ননী।
চুরি কর কেন ননীচোরা,
এত খেয়েও পেট হয় নি ভরা !

বাদুড়্

১২৫
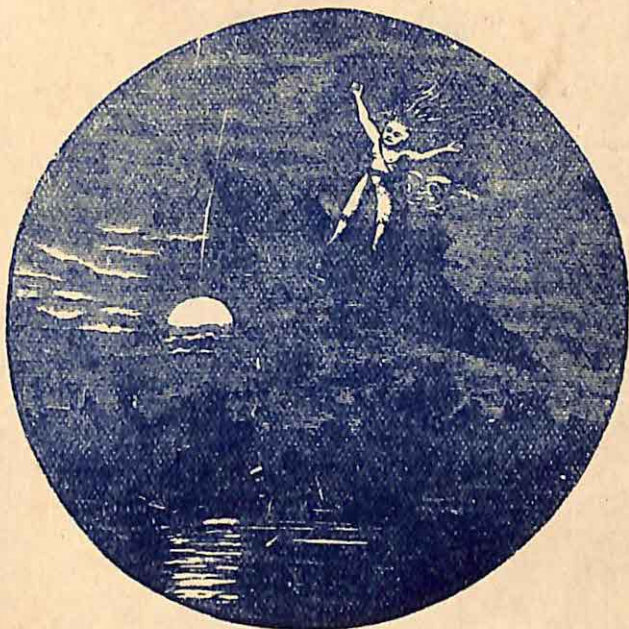
আদুড়্ বাদুড়্ চাল্‌তা বাদুড়্,
কলা বাদুড়ের বে;
বাদুড় ঝুম্‌কো নাড়া দে!
চাম্‌চিকেতে বাজনা বাজায়,
থ্যাংরা কাটি দে।

সওদাগরের ঝি

১২৬

আমি সওদাগরের ঝি,
আমি কি অমনি রেঁধেছি!
বাড়ীর বেগুণ, কাঁচকলা আর
পটল ভেজেছি।
চালে আছে চাল্‌কুমড়ো,
শিকেয় আছে ঘি,
আমি কি অমনি রেঁধেছি!

*

লেখা

১২৭

হাতে কালি মুখে কালি,
বাছা আমার লিখে এলি!

*

বিদায়

১২৮

বাপ দিলেন শাঁখা শাড়ী, মা দিলেন ঝারি,
ঝপ্‌ ক'রে মা বিদেয় কর, রথ এসেছে ভারী।
এ রথে যাব না, মা গো, ফিত্তি রথে যাব,
সিকি পয়সার পান কিনে ননদ-ভাজে খাব!

ভুঁড়োশিয়ালী

১২৯

বাঁশবনের কাছে,
ভুঁড়োশিয়ালী নাচে!
তার গোঁফযোড়াটি পাকা,
মাথায় কনকচাঁপা!

*

ধন ধন পায়রা

১৩০

ধন ধন পায়রা,
এ ধন পায় কারা!
সাগরে কামনা ক'রে
ধন পেয়েছি আমরা!
সাগরে ঢালিয়া গা
হয়েছি রে নীলমণির মা!

খাঁদা নাক

১৩১

কে বলে রে খাঁদা? খাঁদায় মন বাঁধা!
আমার খাঁদা নয় ত কি?
খাঁদা নাকে নোলক গড়িয়ে দি!

*

অদল্ বদল্

১৩২

বড় দিদিলো, ছোট দিদিলো,
পটল ভাজা খাবি?
অদল্ বদল্ বংশী বদল্
শ্বশুরবাড়ী যাবি?

*

আয় বৃষ্টি

১৩৩

আয় বৃষ্টি হেনে, ছাগল দেবো মেনে,
ছাগ্‌লার মা বুড়ী, কাঠ্ কুড়ুতে গেলি,
ছ'খান কাপড় পেলি', ছ' বৌকে দিলি।
আপনি মরিস্ জাড়ে, কলাগাছের আড়ে,
কলা পড়ে ঢুপ্-ঢাপ্, বুড়ী খায় গুপ্-গাপ।

আয় রে বুড়ি কামার বাড়ী,
তোকে দেবো হাতা বেড়ী।
আয় রে বুড়ী কুমোর বাড়ী,
তোকে দেবো হাঁড়ী কুড়ী।
আয় বুড়ী ঢাকা, তোকে দেবো টাকা।
আয় রে বুড়ী কল্‌কেতা,
তোকে দেবো ছেঁড়া কাঁথা।
আয় রে বুড়ী বৰ্দ্ধমান,
তোকে দেবো জলপান।
বৰ্দ্ধমানের রাঙা মাটি,
বুড়ীকে ধ'রে কচ্‌ ক'রে কাটি!

ঘুম্‌তা ঘুমায়

১৩৪

ঘুম্‌তা ঘুমায় ঘুমতা ঘুমায়, গাছের বাকলা,
ষষ্ঠীতলায় ঘুম যায়, মস্ত হাতী ঘোড়া,
ছাই গাদায় ঘুম যায়, খেঁকী কুকুর,
খাট-পালনে ঘুম যায়, ষষ্ঠী ঠাকুর,
আমার কোলে ঘুম যায়, আমার সোনার ঠাকুর !

*

ননীর বর

১৩৫

বাঁশপাতাটি নড়ে চড়ে,
ননীর বর গয়না গড়ে।
ননীকে দেখ্‌তে মজা,
ও গাঁ্যাদাফুল বাজনা বাজা !

*

হাত ঘুরান

১৩৬

হাত ঘুরুলে নাড়ু দেবো,
নইলে নাড়ু কোথায় পাবো !
সোনার নাড়ু গড়িয়ে দেবো !

এতল বেতল্

১৩৭

এতল্ বেতল্, তামা তেতল,
ধর্‌তো বেতল্ ধরো না,
ক'ধাপ্ খাবে
বলো না ?
ইস্ বিশ্
ধানের শিষ্;
ক'ধাপ্ খাবি
ব'লে দিস্ !

হড়ম্ বিবি

১৩৮

হড়ম্ বিবির খড়ম্ পায়,
লাল বিবির জুতা পায়।
চল বিবি ঢাকা যাই,
ঢাকা যেয়ে ফল খাই,
সে ফলের বোঁটা নাই।
ঢাকা'য়েরা ঢাক বাজায়,
খালে আর বিলে,
সুন্দরীরে বিয়ে দিলাম,
ডাকাতের মেলে।
আগে যদি জানিতাম,
ডুলি ধ'রে কাঁদিতাম!

*

কুড়িয়ে পাওয়া

১৩৯

দুল্‌তে দুল্‌তে এল বাণ,
আমি কুড়িয়ে পেলাম সোনার চাঁদ!
এই চাঁদটি কাদের?
কপাল ভাল যাদের!

দোল্ দেওয়া

১৪০

দোল্ দোল্—যাদু দোলে,
দোল্ দোল্—খোকা দোলে,
দোল্ দোল্—ধন দোলে,
যাদুমণি, এস কোলে!

বুড়ো

১৪১

বুড়ো খাটের খুড়ো,
খাট নড়্ নড়্ করে—
বুড়োর মাথার শালিক নাচে,
আর কি বুড়োর বয়স আছে!

*

ধান ভানি

১৪২

ধান ভানি ধান ভানি,
মচ্ছির গুঁড়ো দিয়ে,
ঐ আস্‌ছে খোকার শ্বশুর,
দুখান কুলো নিয়ে!
একখান কুলো মাঠে,
একখান কুলো ঘাটে,
বাঁশ মড়্ মড়্ করে;
সোনার টোপর ভেঙ্গে গেলে,
কে গড়িতে পারে
খোকার ভাই বলরাম,
সেই গড়িতে পারে।

ঘোল ঢালা

১১৩

শাক শাক আঠার শাক,
তার পর এল ঢেঁকী-শাক !
ঢেঁকী-শাক লাগে না মন্দ,
তার পর এল ভাঁড়ালী ছন্দ !
ভাঁড়ালী ছন্দের মাথায় গাড়ু,
তার পর এল ক্ষীরের লাড়ু ।
ক্ষীরের লাড়ু লাগ্‌লো তিতা,
তার পর এল আসৃকে পিঠা ।
আসৃকে পিঠার বুকে খুদ,
তার পর এল পোড়া দুধ ।
পোড়া দুধ লাগে না ভালো,
নেড়ার মাথায় ঘোল ঢালো ।
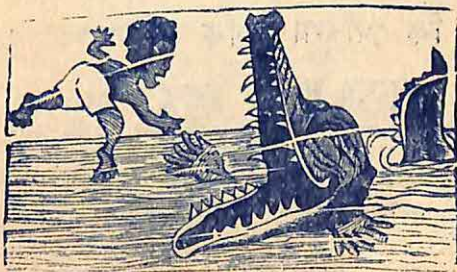
অলকমণি

১৪৪

অলকমণি রাজার রাণী, কি বলিব আর,
অলকমণির কপাল পুড়ে হ'ল ছারখার !
ছুটো ছুটো দাসী দিলুম পায়ে তেল দিতে,
ছুটো ছুটো চাকর দিলুম, কাঁধে ক'রে নিতে,
আম কাঁঠালের বাগান দিলুম, ছায়ায় ছায়ায় যেতে,
উড়্কি ধানের মুড়্কি দিলুম, পথে জল খেতে,
রাজা গেল, রাজ্য গেল, গেল সমুদয় ;—
বাতি দিলে রাজপুরীতে নাই ক কেহ হায় !

*

কান্দাকাটি নাই

১৪৫

কৈ গেছিলা ? শিশির পাড়া।
কি দেখিলা ? কি শুনিলা ?
মানুষের মাথা, গরুর মাথা,
ধোপাবাড়ীর ছাই ;
আজ অবধি বাছার আমার,
কান্দাকাটি নাই !

বাপ ধন

১৪৬

বাপ্ ধন-ধন-ধনা!
পুঁথি হাতে প'ড়্‌বে মাণিক,
দুল্‌বে কাণে সোনা—
আমার বাপ্ ধন-ধন-ধনা!

*

লাল ঝরে

১৪৭

খুরোর উপর খাটখানি,
তার উপরে যাদুমণি!
যাদুমণি খেলা করে,
গাল বেয়ে লাল ঝরে!

*

কাদের কেমন

১৪৮

পরের ছেলে— ছেলেটা, খায় যেন এতটা,
নাচে যেন বাঁদরটা!
আমার ছেলে— ছেলেটি, খায় যেন এতটি,
নাচে যেন ঠাকুরটি!

*

কাণকাটার মা

১৪৯

কাণকাটার মা বুড়ী,
বেড়ায় গুড়ি গুড়ি;
এক হাতে নুনের ভাঁড়,
আর এক হাতে ছুরি।

যে ছেলেটা কাঁদে, তার
নাকটি কেটে, কাণটি কেটে,
দেয় গড়াগড়ি !

*

সেয়ানা খুকু

১৫০

খুকু বড় সেয়ানা,
খেলে নিয়ে খেলানা ;
হাসে কাঁদে এক সাথ,
প'ড়ে যায় চিৎপাত !

*

চ্যাঁক্ চোঁ

১৫১

চ্যাঁক্ চোঁ—ছ্যাঁক ছোঁ—
দুধে ভরিল হাঁড়ী ;
সব দুধ পাঠিয়ে দেবো,
খোকার শ্বশুরবাড়ী !

*

খুন করা

১৫২

খোকন খোকন ডাক ছাড়ি,
সোনার খোকন কার বাড়ী ?
আন্ গো তোরা লাল ছড়ি,
খোকন মেরে খুন করি !

শেয়ালের গল্প

১৫৩

এক যে শেয়াল,
তার বাপ দিচ্ছে দেয়াল!
তার বাপের নাম রতা,
ফুরুল আমার রাত দুপুরের কথা।

টাপুর টুপুর

১৫৪

বৃষ্টি পড়ে টাপুর্ টুপুর, নদী এল বাণ,
শিবঠাকুরের বিয়ে হ'ল তিন কন্যে দান।
এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন, এক কন্যে খান,
এক কন্যে গোসা ক'রে বাপের বাড়ী যান!
বাপেদের তেল সিঁদূর, মালীদের ফুল,
এমন খোপা বেঁধে দেবো, হাজার টাকা মূল।

*

চাঁদের বাজী

১৫৫

আয় রে চাঁদা আগড়্ বাঁধা,
দুয়ারে বাঁধা হাতী,
চোখ ঢুল্ ঢুল্ নয়ন-তারা,
দেখ্‌সে চাঁদের বাজী!

*

চিঙ্ড়ে নাচন

১৫৬

ভাড়া ভাত গুছন-গাছন,
ছেলেটার চিঙ্ড়ে নাচন, চিঙ্ড়ে নাচন!

আয়রে পাখী

১৫৭

আয় রে পাখী আয়,
আমার গোপাল ঘুমায়!
আয় রে পাখী হুমো,
আমার গোপালকে নিয়ে ঘুমো!

আয় রে পাখী লেজ্ ঝোলা,
তোরে খেতে দেবো
চাল ছোলা।
খাবি দাবি কল্‌কলাবি,
যাদুকে নিয়ে ঘুম পাড়াবি!

*
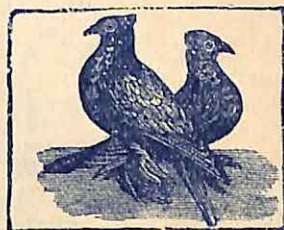
লালু বাবু

১৫৮

খোকাবাবু দোলে,
চুষিকাটি কোলে।
লালুবাবু গালে,
আসে আর ঝোলে!

কল্মীলতা

১৫৯

হা দেখ্ লো কল্মীলতা,
জল শুকুলে থাক্‌বি কোথা ?
জল শুকুলে থাক্‌বো বনে।
বনে যে বাগ্দী ম’ল,
চিড়ে দৈ খেতে হ’ল !
দেয় না রাজা পথ খরচা,
বাঁধাবো তোর ঘর-দরজা !
আস্‌বে বাবু ভেয়ে,
দেখ্‌বে চেয়ে চেয়ে,
আর, প’ড়্‌বে আছাড় খেয়ে !

*

চার কড়ার ঘুম

১৬০

হাটের ঘুম, মাঠের ঘুম,
গড়াগড়ি যায় ;
চার কড়া দিয়ে কিন্‌লুম ঘুম,
খোকার চোখে আয় !

সোনার বাছা

আমার সোনার বাছা,
রূপার খাঁচা
তুলে নাচা রে;
ঠকেরা দেখ্‌তে নারে,
ফেটে মরে,
পাড়া ছাড়ে রে!

কে বলে রে

১৬২

কে বলে রে আমার গোপাল বোঁচা,
সুখ-সাগরের মাটি এনে,
নাক করিব সোজা!
কে বলে রে আমার গোপাল কালো,
পাট্‌না থেকে হলুদ এনে,
দেশ করিব আলো!
কে বলে রে আমার গোপাল নেড়া,
বাঁশ্‌না বাঁশের ঝাড় কেটে,
গড়িয়ে দেবো আড়া!

*

আমার পুঁটু

১৬৩

পুটু আমার কেঁদেছে,
কত মুক্তা প'ড়েছে।
যখন পুঁটু আমার হয় নি,
ভিখারীতে ভিখ্‌ নেয় নি!
ভাগ্যে পুঁটু হয়েছে,
ভিখারীতে ভিখ্‌ নিয়েছে!

মেশামেশি

১৬৪

চাঁদ চাঁদ চাঁদ গগন-চাঁদ,— হিঞ্চে বনে শশী,
এই এক চাঁদ, ঐ এক চাঁদ— চাঁদে মেশামেশি!

*

ঢ্যাম্-কুড়্-কুড়

১৬৫

ও-পারে জন্তিগাছটি জন্তি বড় ফলে,
গো-জন্তির মাথা খেয়ে, প্রাণ কেমন করে।
প্রাণ করে আই ঢাই, গলা হ'ল কাঠ,
কতক্ষণে যাব রে ভাই, হরগৌরীর মাঠ।

হরগৌরীর মাঠে রে ভাই, পাকা পাকা পান,
পান কিনিলাম, চূণ কিনিলাম,
ননদ ভা'জে খেলাম।
একটি পান হারালে, দাদাকে ব'লে দিলাম।
দাদা দাদা ডাক ছাড়ি, দাদা নেইকো বাড়ী,
সুবল সুবল ডাক ছাড়ি, সুবল আছে বাড়ী।
আজ সুবলের অধিবাস, কাল সুবলের বিয়ে,
সুবলকে নিয়ে যাব আমি দিঙ্‌নগর দিয়ে।
দিঙ্‌নগরের মেয়েগুলি নাইতে নেমেছে,
চিকণ চিকণ চুলগুলি ঝাড়্‌তে লেগেছে,
গলায় তাদের তক্তিমালা, রক্ত ছুটেছে
পরণেতে ডুরে শাড়ী, ঘুরে পড়েছে,
দুই দিকে দুই কাতলা মাছ ভেসে উঠেছে,
একটি নিলেন গুরুঠাকুর, একটি নিলেন টিয়ে,
টিয়ের মার বিয়ে, লাল গামছা দিয়ে।
অশথের পাতা ধনে গৌরী বেটি কনে,
নকা বেটা বর,—
ঢ্যাম্-কুড়্-কুড় বাদ্দি বাজে, চড়কডাঙ্গায় ঘর!

❋

হনূমান্

১৬৬

ও হনূমান্ কলা খাবি,
জয় জগন্নাথ দেখ্‌তে যাব?
একটা ক'রে পয়সা পাবি!

*
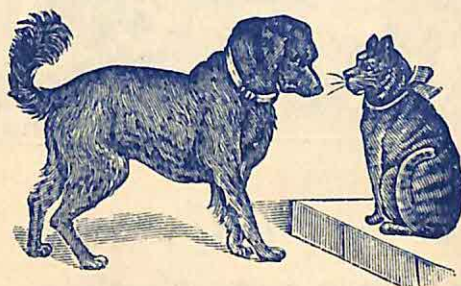
কুকুর ও বিড়াল

১৬৭

বিড়াল। ভাব চিন্ত কর কি?
পিঁড়িতে ব'সেছি ঠাকুরঝি!
কুকুর। ছেঁচো কুটো মুড়ো মাথা,
তবু না ছাড় বড়া'য়ের কথা!
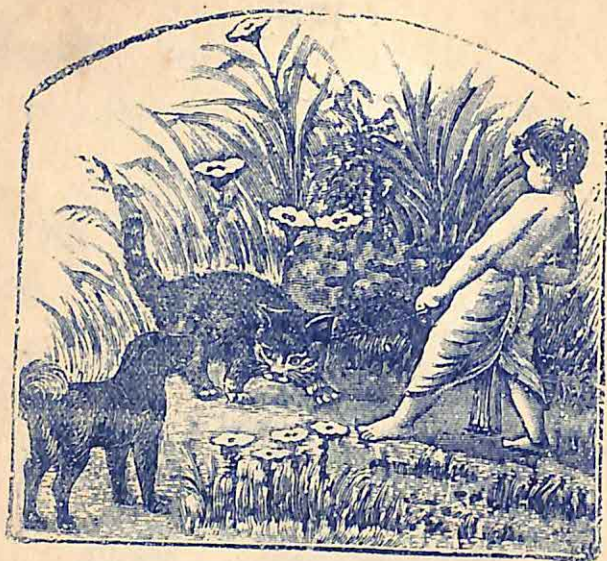
[পরদিন বিড়ালের দশা দেখিয়া]

কুকুর। কাল যে বড় শুনিয়েছিলে
চ্যাটং চ্যাটং কথা!
বিছুলীর দড়ি গলায় দিয়ে,
এখন, যাওয়া হচ্ছে কোথা?

বিড়াল। পাখী জুখী খাইনে এখন,
ধর্ম্মে দিছি মন,
তুলসীর মালা গলায় দিয়ে
যাচ্ছি বৃন্দাবন!

হস্তীরাজার দেশ

১৬৮

খোকা যাবে বিয়ে ক'র্‌তে হস্তী রাজার দেশে,
তারা রূপার খাটে পা রেখে, সোনার খাটে বসে!
ঘন আওটা দুধের উপর পুরু সর ভাসে!
খোকামণিকে সোহাগ ক'রে যোতুক দিবে কি?
শাল দিবে, দোশালা দিবে, রূপবতী ঝি!

*

রূপে জগৎ আলো

১৬৯

একে বেড়াল কালো
তায় গাঙ্‌ সাঁত্‌রে এলো
তায় পাঁশ-গাদায় শুলো,
রূপে জগত আলো!

*

ছিঁচ্‌কাঁদুনে

ছিঁচ্‌কাঁদুনে নাকে ঘা,
রক্ত পড়ে চেটে খা।

কে দিল

১৭১

কি ধন কি ধন বেণে,
কে দিল তোমায় এনে?
তার নাগাল যদি পেতাম,
তোমার মত সোনার চাঁদ
আর গোটা দুই চেতাম!

*

মেজ জামাই

১৭২

আলুর পাতা থালুরে ভাই, ভেরেণ্ডা পাতা দৈ,
সকল জামাই খেয়ে গেল, মেজ জামাই কৈ?
ওই আস্ছে, ওই আস্ছে, মাঠ আলো ক'রে,
নেচে নেচে হেলে দুলে ঢাকাই কাপড় প'রে।
কাপড় দিলাম, চোপড় দিলাম, কন্যে দিলাম দানে,
তবু জামাই ভাত খান না, কিসের অভিমানে?
কালো-কালো মুখখানি তার, কালো জামা গায়,
অন্তর থেকে তীর মেরেছে, নীলমণির গায়!
নীলমণিরে ভাই,
গাড়ু ভ'রে জল দাও, প্রাণ ভ'রে খাই!

খুকুর বিয়ে

খুকুমণির বিয়ে কাল,
আধ্‌খানি মুসুরের ডাল।
বর খাবে, বরযাত্রী খাবে,
পাড়াপড়্‌শী এলে পাবে—
নর্দ্দামা দিয়ে ভেসে যাবে!

কাণবালা

১৭৪

খোকন খোকন ডাক ছাড়ি,
খোকন শুনতে না পায় কাণে;
কাণবালা গড়িয়ে দেবো
ভাদ্রমাসের ধানে!

*

বৈরাগী ঠাকুর

১৭৫

বৈরাগী ঠাকুর টং টং,
কাউট্টা খাইতে বড় রং!
ছলার ভিতর মালা থুইয়া,
বৈরাগী নাচে উবুত্ হইয়া!

*

আঙ্গুল চোষা

১৭৬

খোকনের মা ঘরে নাই,
শুয়ে ঘুম যায়;
মাচার নীচে শুয়ে খোকন
আঙ্গুল চুষে খায়!

চাঁদের শিরোমণি

১৭৭

চাঁদ কোথা পাব যাদুমণি!
মাটির চাঁদ নয়, গ'ড়ে দেবো;
গাছের চাঁদ নয়, পেড়ে দেবো;
তোর মত চাঁদ কোথায় পাব?
তুই রে চাঁদের শিরোমণি—
ঘুমো রে আমার খোকনমণি!

*

জয় জগন্নাথ

১৭৮

সোনার আচির, সোনার পাচীর,
সোনার তিনপাট দেওয়াল;
তার উপরে ব'সে আছেন
জয় জগন্নাথ শেয়াল!
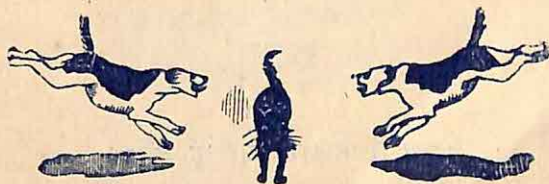
পাখী ও ছেলে

১৭৯

আমার ছেলে আমার কোলে,
গাছের পাখী গাছের ডালে ;
খোকা ডাকে আয় রে পাখী,
তোরে দেখে হব সুখী !

*

কুড়ে কুষ্টি

১৮০

চাপিলা চাঁপিলা ঘন ঘন মাসী,
নলের হুঁকায় রামের বাঁশী।
একা নল পঞ্চদল,
কে রে যাবি কামারখল ?
কামার বেটি ডুগ্‌ডুগানী,
খড়ের উপর উঠ্‌ল পাণি ;
আগ্নন তাগ্নন কুড়ে কুষ্টি ব্রাহ্মণ !

*

হুমো

১৮১

চালতে তলায় আছে হুমো,
গাল ধ'রে ধ'রে খাবে চুমো !

হুসুর মুসুর্

৮১
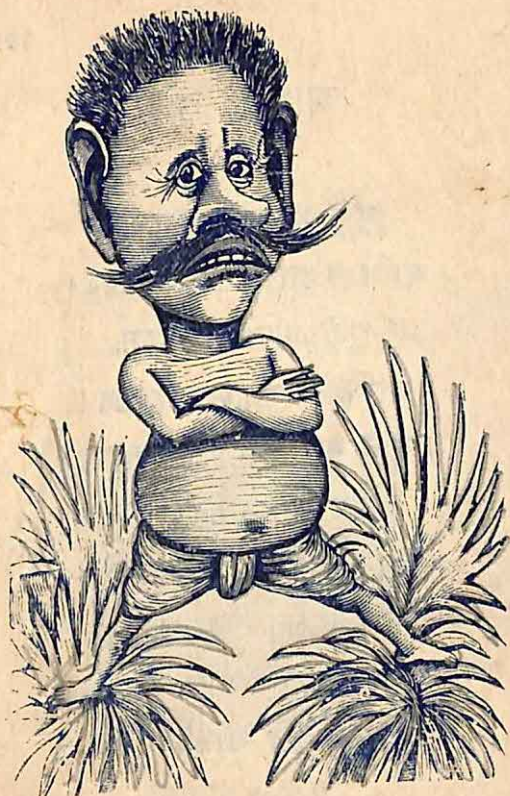
তালগাছেতে হুসুর্-মুসুর,
বাঁশগাছেতে থানা ;
কালকাসন্দার বনে আছে
বাদশাহী বিছানা—
নদের ফটিকচাঁদ এসেছে !

আমার পুঁটু

১৮৩

পুঁটু যদি রে কাঁদে,
আমি ঝাঁপ দিব রে বাঁধে!
পুঁটু যদি রে হাসে,
আমি উঠ্ব হেসে হেসে!
পুঁটু না কি রে কেঁদেছে,
ভিজে কাঠে রেঁধেছে?
কাল যাব মা গঞ্জেরহাট,
কিনে আন্‌ব শুক্‌নো কাঠ;
পুঁটু রাঁধবে ডাল ভাত,
আমি কাট্‌ব আওট্‌ পাত।

*

নেচে আয় রে

১৮৪

নেচে আয় রে, নেচে আয় রে,
আয় রে চাঁদের কণা!
মুরলী গড়ায়ে দেব
যত লাগে সোনা!

সান্ত্বনা

১৮৫

আর কেঁদ না খুকুমণি,
খেতে দেব দুধের ফেণী,
তাতে চাটিম কলা—
যাবে পেটের জ্বালা !

যাদুর কান্না

১৮৬

কেন যাদু আমার কেঁদেছে !
যাদুকে কি কেউ মেরেছে,
নয় ত কি কেউ ব'কেছে !
কোথা যাদু খেলছিলে,
কে দিয়েছে কাণ মলে ?

মাসী পিসী

১৮৭

মাসী পিসী বনগাঁ-বাসী, বনের মধ্যে ঘর,
কখন মাসী বলেন না যে, খই মোয়াটা ধর!
কিসের মাসী, কিসের পিসী, কিসের বৃন্দাবন,
এত দিনে জানিলাম, মা বড় ধন!
মাকে দিলাম সরু শাঁখা, বাপ্‌কে নীলে ঘোড়া,
আপনি যাব গৌড়, আন্‌ব সোনার ময়ূর,
দেব ভা'য়ের বিয়ে, ফুল-চন্দন দিয়ে!
কল্‌সীতে তেল নাইক, নাচ্‌ব থিয়ে থিয়ে!
এক দিকে রে বেগুণ ভাজা, এক দিকে রে ঝোল,
নাচ ত কলাবউ, বাজিছে ঢোল!

❋

নাক্

১৮৮

নাক্ ওঠে নাক্ ওঠে— ধানের শিষ্,
নাক্ ওঠে নাক্ ওঠে— প্রদীপের শিষ্,
নাক্ ওঠে নাক্ ওঠে— পানের বোঁট,
যাদুর নাক্‌টা শিগ্‌গির ওঠ!

অন্ধের নড়ি

১৮৯

নাই ঘরের তাই খোকা অন্ধের নড়ি,
তিলমাত্র না দেখিলে, বুক ফেটে মরি!
খোকন যখন হাসে, মুক্তা যেন ভাসে,
যখন খোকন হাঁটে রক্তে চরণ ফাটে!

*

খোকা কৈ

১৯০

খোকা আমার কৈ?
জলে ভাসে থৈ।
শুকালো বাটার পান,
অম্বল হ'ল দৈ!

কৈ

১৯১
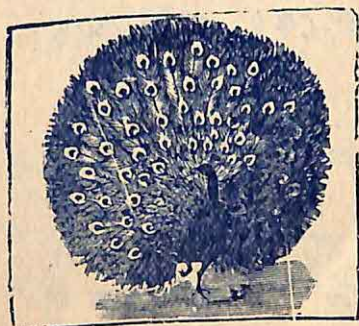
বুড়ী লো বুড়ী, দাখানা কৈ ?
স্থতারে নিয়েছে !
স্থতার কৈ ? পিঁড়ি চাঁছে।
পিঁড়ি কৈ ? বৌ ব'সেছে।
বৌ কৈ ? জলে গেছে।
জল কৈ ? ডাউক খেয়েছে।
ডাউক কৈ ? বনে গেছে।
বন কৈ ? পুড়ে গেছে।
ছাই-পাঁশ কৈ ? ধোপা নিয়েছে।
ধোপা কৈ ? কাপড় কাচে।
কাপড় কৈ ? রাজা প'রেছে।
রাজা কৈ ? সভায় গেছে !
সভা কৈ ? ভেঙ্গে গেছে !

*

সোহাগ নাচন

১৯২

হ্যাদের লা, ফিরে চা,
সোহাগ নাচন দেখে যা !

ঘু ঘু ঘু

১৯৩
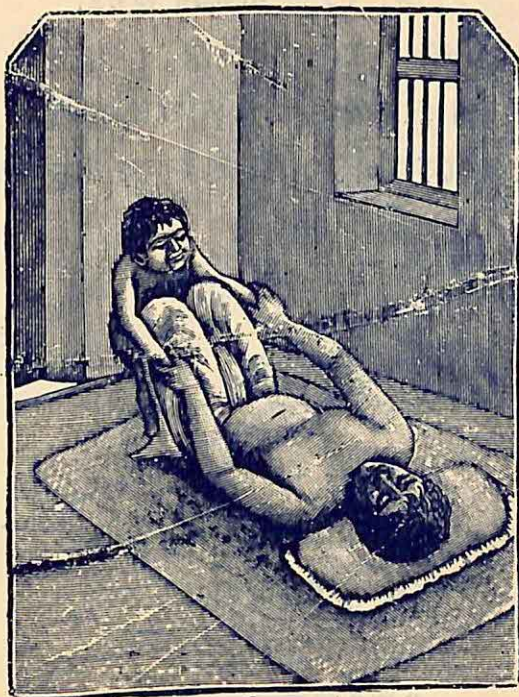
ঘু ঘু ঘু, মেথী সু।
সইলো সই, তোর পুত কৈ?
মোর পুত জলে। কি মাছ ধরে?
সরম পুঁটি। কি দে কুটি?

ভাঙ্গা বঁটি। মরিচের গুঁড়ো
কোথায় পাব?. বেণে বৌ'র কাছে।
বেণে বৌ কোথা? নাইতে গেছে।
সোনাকুড়ে প'ড়্বি, না, ছাইকুড়ে প'ড়্বি?

*

নীলমণি

১৯৪

ধনকে নিয়ে বনকে যাবো,
থাক্‌বো বনের মাঝে।
আয় দেখি নীলমণি তোর
কেমন ঘুঙুর বাজে!
তোরে নাচ্‌লে কেমন সাজে,
ঝুন্নুক্ ঝুন্নুক বাজে!

*

কিসে কি

১৯৫

যে খায় মুড়ো, সে হয় বুড়ো,
যে খায় দাগা, সে হয় কাকা,
যে খায় ল্যাজা, সে হয় রাজা!
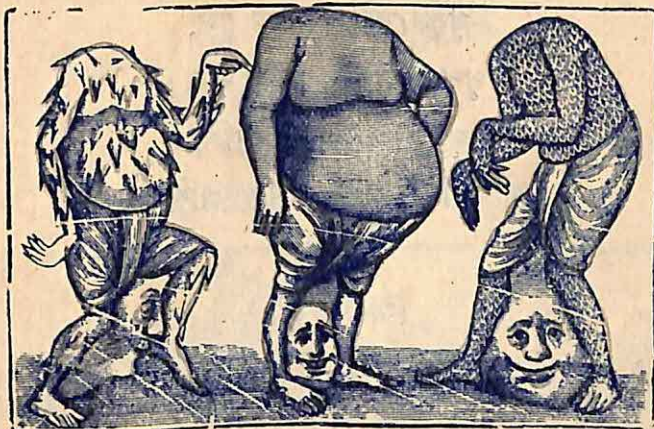
ফটিং টিং

১৯৬

ও পারে যেও না ভাই,
ফটিংটিংএর ভয় ;
তিন মিনুষে মাথাকাটা,
পায়ে কথা কয় !

খুকু

১৯৭

দিদিমণির কোলে,
খুকুমণি দোলে।

খুকু দোলে নড়ে চুল,
খুকুর মাথার চাঁপা ফুল!
খুকুর গালভরা হাসি,
মাণিক ঝরে রাশি রাশি!

*

আবদার

১৯৮

দাদা গো দাদা, সহরে যাও,
তিন টাকা ক'রে মাইনে পাও!
দাদার গলায় তুলসীমালা,
বউ বরণে চন্দ্রকণা!
হেই দাদা তোর পায়ে পড়ি,
বউটা দে না, খেলা করি!

*

বৌএর কান্না

১৯৯

ট্যান্-ট্যানা-ট্যান্-ট্যান্,
কেলে ভূতোর ঠ্যাং!
ঠ্যাংএ দিলাম কোপ,
ছবেরুল ই পোক!

পোকে দিলাম আগুন,
বেরুল দুই বেগুন।
বেগুন দিলাম রাঁধ্‌তে,
খোকার বৌ ব'স্‌লো কাঁদ্‌তে!

কাকের নৌকা

২০

খোকন খোকন করে মায়,
খোকন গেল কা'দের নায়?
সাতটা কাকে দাঁড় বায়,
খোকন রে তুই ঘরে আয়!

তালে তালে নাচা

২০১

খোকা যাবে শ্বশুর বাড়ী, সঙ্গে নিবে কি !
বড় বড় ফুলবাতাসা, কলস ভরা ঘি !
শিউলি ফুলের মালা গেঁথে, প'র্‌বে খোকা গলে,
লাল জুতা পায়ে দিয়ে নাচ্‌বে তালে তালে

*

বুক ফাটে

২০২

খোকা গেছে মাছ ধ'র্‌তে,
হল্‌দেগুড়ির মাঠে ;
খোকার গায়ে কাদা দেখে,
আমার বুক্‌টা ফাটে !

*

বৃষ্টি এল

২০৩

আয় বৃষ্টি ঝুড়িয়ে,
কাক দেবো পুড়িয়ে।
কাকটা মরে ধড়্‌ফড়িয়ে,
বৃষ্টি এলচড় বড়িয়ে।
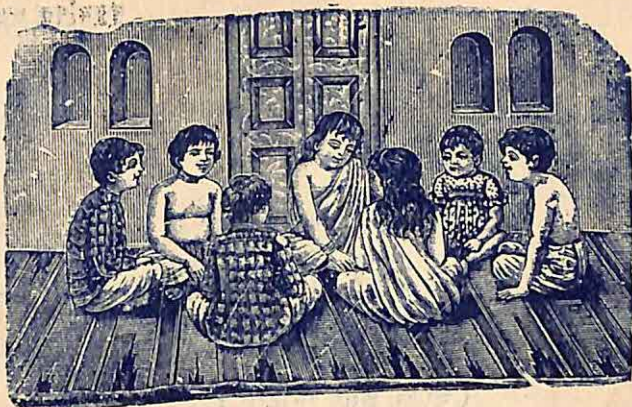
আগ্ডুম্ বাগ্ডুম

২০৪

আগ্ডুম্ বাগ্ডুম্ ঘোড়ার ডিম সাজে,
ডান মির্গেল ঘাঘর বাজে।
বাজ্তে বাজ্তে চ'ল্লো ঢুলী,
ঢুলী গেল সেই কমলাপুলি;
কমলাপুলি টে টা, সূয্যিমামার বে টা।
হাড় মড়্-মড়্ কেলে জিরে,
রসুন কুসুম পানের বিড়ে;
আয় লবঙ্গ হাটে যাই,
ঝালের নাড়ু কিনে খাই;
ঝালের নাড়ু বড় বিষ,
ফুল ফুটেছে ধানের শিষ।

শিমুল ফুল

২০৫

ও লো লো শিমুল ফুল,
খাইছ কি? চিরা গুর।
শুকাইছ ক্যান্? ভাতে।
ছেলে দুটি কান্দে।
ছেলে দুটির নাম কি? এরণ ভেরণ।
তোমার নাম কি? চণ্ডীচরণ।
বউর নাম কি? ঢেপ্‌সা গুটি,
তূলোর ডাঁটি,
যাইতে হবে সিদ্ধকাটি!

*

মাছ ধরা

২০৬

খোকা গেছে মাছ ধ'র্‌তে, দেবতা এল জল;
ও দেবতা পায়ে ধরি তোর, খোকন আসুক ঘর।
কাজ নেইকো মাছে, আগুন লাগুক্ মাছে—
খোকনের গায় কাদা লাগে পাছে!

নিদান বুড়ী

২০৭

আয় রে আয় নিদান বুড়ী, নিদের পাড়া যাবি !
বাটা ভ'রে পান দেবো, গাল ভ'রে খাবি—
হাটের বাটের নিদ্ এনে খোকার চোখে দিবি !

*

বেশ মজা

২০৮

এক যে রাখাল গরু চরায়
গামছা মাথায় দিয়ে,
খোকার মাকে নিয়ে গেল
ধামা ঢাকা দিয়ে !
উদ্বিড়ালে ক্ষুদ খায়, চালে নাচে ফিঙ্গে,
পুঁটিমাছে গীত গায়, মাগুরে বাজায় শিঙ্গে !
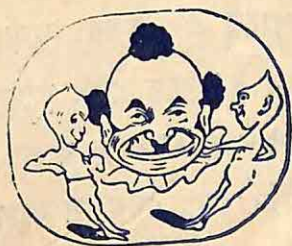
উলু উলু

২০৯

উলু উলু মাদারের ফুল,
বর আস্‌ছে কত দূর ?
বর আস্‌ছে বাঘ্‌না পাড়া—
বড় বৌ গো, রান্না চড়া।
ছোট বৌ গো, জল্‌কে যাও ;
জলের ভিতর ন্যাকাজোকা,
ফুল ফুটেছে চাকা চাকা !
ফুলের বরণ কড়ি,
নটে শাকের বড়ি !

*

ময়রা বুড়ো

২১০

ও পারে এক ময়রা বুড়ো,
রথ ক'রেছে তের চূড়ো,
বাঁদরে ধ'রেছে ধ্বজা ;
দিদি গো, দেখ্‌সে মজা !

*
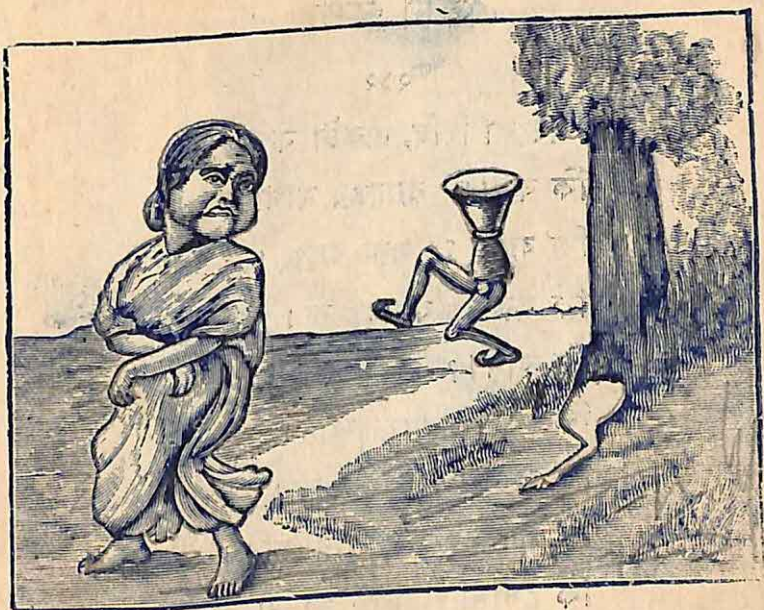
গোবিন্দর মা

২১১

গালফুলো গোবিন্দর মা,
চাল্‌তা-তলায় যেও না।
চাল্‌তা-তলায় গরুর ঠ্যাং,
ক'ল্‌কে নাচে ড্যাড্যাং-ড্যাং !

*

একটা কথা

২১২

দিদিলো দিদি, একটা কথা !
কি কথা ? ব্যাঙের মাথা !
কি ব্যাঙ্ ? সরু ব্যাঙ্।
কি সরু ? বামণ গরু।
কি বামণ ? ভাট বামণ।
কি ভাট ? গুয়া কাঠ।
কি গুয়া ? চিকি গুয়া।
কি চিকি ? সোনার চিকি।
কি সোনা ? ছাই খা না,
তার অর্দ্ধেক ভাগ নে না।
ভাগ নিয়ে ক'র্‌বো কি—
তোর ভাগ তোরে দি !

*

আয় রে আয়

২১৩

আয় রে আয় টিয়াপাখীটি,
নিয়ে যা খোকার খাঁদা নাকটি !

ঘুমের গান

২১৪

ঘুম-পাড়ানি মাসী পিসী, আমার বাড়ী এস,
জলপিঁড়ি দেব তোমায়, পা ধুয়ে ব'স।
চাল-কড়াই ভাজা দেব, যত খেতে চাও,
দাঁত না থাকে গুঁড়িয়ে দেব, কষ্ট নাহি পাও।
বাটা ভ'রে পান দেব, গাল ভ'রে খেও,
যত ছেলের চোখের ঘুম, খোকার চোখে দিও!

খাঁদা নাক

২১৫

খাঁদা নাক পরলের চাক,
নাক উঠেছে ঝাঁক ঝাঁক!
হ্যা দেখে যা কনের বাপ,
কোন্‌খান্‌টা খাঁদা নাক?
খাঁদা কি ব'ল্‌তে দেব,
সোনা দিয়ে নাক বাঁধিয়ে দেব!

*

মজার ব্যাপার

২১৬

আয় রে আয়, ভালুকে তেঁতুল খায়,
শ্যাওড়া গাছে ছয় বুড়ী গড়াগড়ি যায়।
শিল নোড়াতে লাগ্‌ল কোঁদল,
সরিষা মড়্‌-মড়্‌ করে;
চাল্‌কুমড়া সাক্ষী ক'রে পুঁই কেঁদে মরে!
কেন পুঁই কাঁদ তুমি, ধুলায় পড়িয়ে?
আমার খোকন ভাত খাবে
শুধু মাছ ভাজা দিয়ে!

সাত বেটা

মেয়ে নয় আমার সাত বেটা!
মেয়ের ভাতে ক'র্‌ব ঘটা;
নথ ভেঙ্গে গড়িয়ে দেব
মেয়ের কোমরপাটা।

*

সূয্যিমামা

২১৮

সূয্যিমামা, সূয্যিমামা, রোদ্ করো না,
তোমার শাশুড়ী ব'লে গেছে বেগুন কোট না;
বেগুন হ'ল চাকা চাকা, বৌ ব'ল খাঁদা নাকা!
বড় মরায়ে হাত দিয়ে, ছোট মরায়ে পা দিয়ে,
আয় সূর্য্যি ঝলমলিয়ে!

কেন কাঁদ

২১৯

কিসের জন্যে কাঁদ রে যাদু,
কি না দিতে পারি ?
ঠোঁট ফুলায়ে কাঁদ রে যাদু,
সেই দুঃখে মরি !
কিসের জন্যে কাঁদ রে গোপাল,
কি না আছে ঘরে !
সোনার ভাঁটা খেল্‌তে দেব,
মুক্তা থরে থরে !

*

শিব সদাগর

২২০

এপার গঙ্গা, ওপার গঙ্গা, মধ্যিখানে চর,
তারি মাঝে ব'সে আছে শিব সদাগর !
শিব গেল শ্বশুরবাড়ী, ব'স্‌তে দিল পিঁড়ে,
জল পান কর্‌তে দিল, শালিধানের চিড়ে।
শালিধানের চিড়ে নয় রে, বিন্নিধানের খৈ,
মোটা মোটা সব্‌রি-কলা, কাগ্‌মারি দৈ !
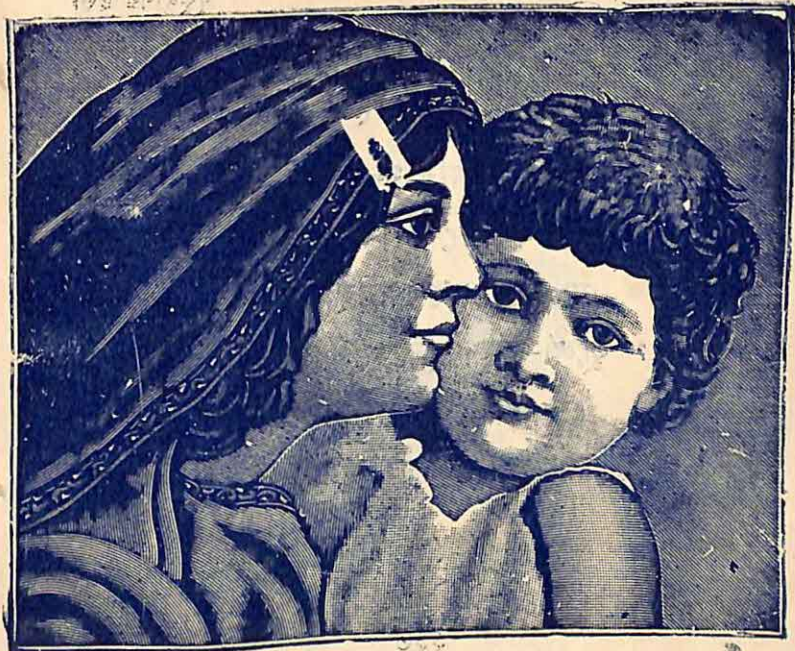
ধন

২২১

ধন ধন ধন,
বাড়ীতে ফুলের বন!
এ ধন যার ঘরে নাই
তার কিসের জীবন?
তারা কিসের গরব করে?
আগুনে পুড়ে কেন না মরে?

আমার ধন

২২২

ওরে আমার ধন ছেলে,
পথে ব'সে কেন কাঁদ্ছিলে !
মা ব'লে ব'লে ডাক্ছিলে !
ধুলো-কাদা কত মাখ্ছিলে !
সে যদি তোমার মা হ'ত,
ধুলো-কাদা ঝেড়ে কোলে নিত !

*

খোকা কৈ

২২৩

খোকামণি কৈ ? খাটে শুয়ে ঐ,
চিনির পাকে মোণ্ডা রাখে,
গামছা বাঁধা দৈ !
আমার সোনার খোকা কৈ ?

*

দামুস্-দুমুস্

২২৪

দামুস্-দুমুস্ করে পা,
মল গড়িয়ে দে না, মা !

আসুক্ তাঁতি বিকুক্ সূত,
মল গড়িয়ে দেব রে পুত!

*

টিয়ে নাক

২২৫

যাদুর কাছে কে?
টিয়ে এসেছে।
খাঁদা নাক নে,
টিয়ে-নাকটি দে!

ডিম্-ডিমা-ডিম্

২২৬

ডিম্-ডিমা-ডিম্, ডিম্-ডিমা-ডিম্ কিসের বাদ্য বাজে ?
চাঁদের বেটা লখিন্দর বিয়ে ক'রতে সাজে !
আগে যায় গাড়ী-ঘোড়া, পিছে যায় হাতী,
সঙ্গে সঙ্গে চলে ব্যাঙ্, কাঁধে ধ'রে ছাতি !

•

কনক চাঁপা

২২৭

উলু উলু মাদারের ফুল,
বর আস্‌ছে কত দূর ?
বরের মাথায় চাঁপা ফুল,
কনের মাথায় টাকা ;
এমন বরকে বিয়ে দেব,
তার গোঁফ্‌জোড়াটি পাকা !
ভাল ত বেণী বিনিয়েছে রাণী,
বেণীর আগায় সোনার ঝাঁপা,
মাঝে মাঝে তার কনক চাঁপা।

নাচ-গান

২২৮

কুকুরে বাজায় টুমটুমি
বানরে বাজায় ঢোল ;
টুনটুনিয়ে টুনটুনালো,
ইন্দুরে বাজায় খোল।
সাপের মাথায় বেঙ্ নাচুনি,
চেয়ে দেখ না, খোকনমণি!

*

আমাদের খোকা

২২৯

আমার খোকা, যেন ছবি আঁকা
হাসি হাসি আসি, মায়ের কোলে বসি,
সুখে দুধ খায়, পা দুটি দুলায়, কোলেই ঘুমায়!

নাচন

২৩০

হাতের নাচন, পায়ের নাচন,
বাটা মুখের নাচন, নাটা চক্ষের নাচন,
কাঁটালি ভুরুর নাচন, টিয়ে নাকের নাচন,
মোজা বেঙ্কুর নাচন,
আর নাচন কি ?
অনেক সাধন ক'রে যাদু পেয়েছি !

*

খোকার রাগ

২৩১

খোকা এল বেড়িয়ে,
দুধ দাও গো জুড়িয়ে !
দুধের বাটী তপ্ত,
খোকা হলেন ক্ষ্যাপ্ত !

*

পুঁটুর রূপ

২৩২

পুঁটু আমার মেঘের বরণ,
পুঁটু আমার চাঁদের কিরণ !

চাঁদ ব'লে ধায় চকোরিণী,
মেঘ ব'লে ধায় চাতকিনী,
পাড়ার লোক, পুঁটুর রূপ
কে দেখ্‌বি দেখ্‌সে আয়,
নব ঘন মিশেছে তায়।

তাই তাই

২৩৩

তাই তাই তাই, মামার বাড়ী যাই,
মামা দিল দৈ সন্দেশ,
গৈলে ব'সে খাই!
মামী এল ঠেঙা নিয়ে,
প্রাণ নিয়ে পালাই!

ধেই ধেই ধিন্‌তা

২৩৪

ধেই-ধেই-ধেই-ধেই—
আমার খোকা নাচে ধেই !
ধিন্‌তা ধিন্‌তা ধিন্‌তা—
তিন্‌তা তিন্‌তা তিন্‌তা—
আয় রে ভোলা আয়,
নেচে নেচে খোকনমণি গড়াগড়ি যায় !

*

কোলের শোভা

২৩৫

গোয়ালের শোভা নেয়াল বাছুর,
গগনের শোভা চাঁদে ;
কোলের শোভা খোকন আমার
মেঝেয় প'ড়ে কাঁদে !

*

চাঁদা মামা

২৩৬

আয় আয় চাঁদামামা টি দিয়ে যা,
চাঁদের কপালে চাঁদ টি দিয়ে যা !

মাছ কুট্‌লে মুড়ো দেবো,
ধান ভান্‌লে কুঁড়ো দেবো,
সোনার থালে ভাত দেবো,
রাজার মেয়ে বিয়ে দেবো—
চাঁদের কপালে চাঁদ টি দিয়ে যা!

*

কালি ঘোটন

২৩৭

কালি ঘোটন, কালি ঘোটন
সরস্বতীর পায়;
যার দো'তে ঘন কালি,
আমার দো'তে আয়!

*

চোপ্ বাঙ্গালী

২৩৮

চোপ বাঙ্গালী কুছ্ কাঙ্গালী,
নদেয় আমার বাড়ী;
বড়বাজারের পেয়দাগুলো,
গুলে খেতে পারি!

রোদ্ তোল্

২৩৯

চেঙা ক্ষেতে ঝেঙা ফুল,
ছেঙ ছেঙাইয়া রোদ্ তোল্!
রোদ্ বেটা রাজা, মানুষ করে তাজা;
আগুন বেটা কুইড়া, মানুষ দেয় না ছাইরা।
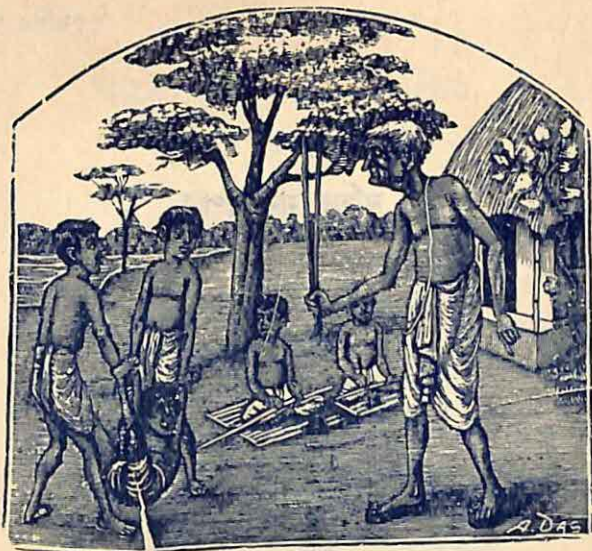
পোড়োর সাজা

২৪০

গুরুমশাই, গুরুমশাই, তোমার পোড়োর বে,
পাঠশালাতে জোড়া বেত নাচ্‌তে লেগেছে!
গুরুমশাই, গুরুমশাই, তোমার পোড়ো হাজির,
একদণ্ড সবুর করো, জল খেয়ে আসি!

কাঁঠাল বিচি

২৪১

ও বৌ, ফুট্‌ ক'রলো কি? কাঁঠাল বিচিটি।
আন দেখি রে খাই। পুড়ে হ'য়েছে ছাই!

ধন

২৪২

কত মুনির মনস্তাপ!
কত কাত্যায়নীর জপ!
কত উপস্‌ মাসে মাসে,
তবে ধন এসেছে দেশে!

*

পাঠশালে যাওয়া

২৪৩

খোকা যাবে পাঠশালে,
পাত্‌তাড়ি বগলে।
লেখাপড়া অষ্টরম্ভা
ফটর ফটর চলে,
খোকার লম্বা কোঁচা দোলে।

*

ভ্যাৎকাঁদুনে

২৪৪

ভ্যাৎকাঁদুনে ফেউয়ার মা,
ঢাকা মুখে যাইও না;
পাগের পিঠা খাইও না।

পাগের পিঠা খাইতে খাইতে
প্যাটে হইল ছা,—
ছা বলে, “কা” !

তু তু

২৪৫

আয় আয় তু তু—
খেতে দেবো দুদু !
লেজ্‌টি তুলে নাচ্‌বি সুখে,
হাস্‌বে সোনার খুকু !

নলিনবালা

২৪৬

আয় পাখী লেজঝোলা,
তোকে দেব দুধ কলা।
দেখে যা আমার নলিনবালা,
শুয়ে কেমন কচ্ছে খেলা!
মুখে তুলেছে থুথু-গাঁজ্‌লা,
চোখে মেখেছে কালি-কাজ্‌লা
আমার নলিনকে নিয়ে ক'র্‌সে খেলা।

*

হুতুম্‌থুমো

২৪৭

তালগাছেতে হুতুম্‌থুমো,
কাণ আছে পাঁদারু;
মেঘ ডাক্‌ছে ব'লে বুক
ক'র্‌ছে গুরু গুরু।
তোমাদের কিসের আনাগোনা?
কুঞ্জলতার বাপ এসেছে
দিদিন্‌-ধিনা-ধিনা!

পাখী আয়

২৪৮

আয় রে পাখী আয়,
কালো জামা গায়;
আসতে যেতে
ঘুঙুর বাজে,
সোনার নূপুর পায়!

❋
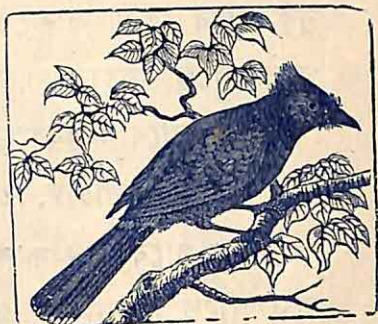
আয় চাঁদ

২৪৯

আয় চাঁদ নড়িয়া,
ভাত দেব বাড়িয়া।
মাছ কেটে মুড়ো দেব,
ধান ঝেড়ে কুঁড়ো দেব,
রাঙা সূতার কাপড় দেব,
চ'ড়ে বেড়াতে ঘোড়া দেব—
খোকার কপালে টুকু দিয়ে যা!

খুকু

২৫০

খুকু যাবে খেলা ক'র্‌তে সঙ্গে যাবে কে ?
ঘরে আছে ময়রাবুড়ো, তা'কে পাঠিয়ে দে !
খুকু যাবে শ্বশুরবাড়ী, সঙ্গে যাবে কে ?
ঘরে আছে কাঁলাচাঁদ, তা'কে পাঠিয়ে দে !
খুকু যাবে চান ক'র্‌তে, সঙ্গে যাবে কে ?
ঘরে আছে ময়নাদিদি, তা'কে পাঠিয়ে দে !

*

আমার খুকু

২৫১

আয় রে আয় টিয়ে,
আমার খুকুরাণীর বিয়ে !
আয় রে আয় সাঁঝের বায়,
আমার খুকুরাণী ঘুম যায় !
আমার খুকুর গলে মতির মালা,
আমার খুকুর হাতে হীরের বালা,
আমার খুকুর কাণে সোনার দুল,
আমার খুকুর মাথায় চাঁপা ফুল !

খোকার নাচ

২৫১

আয় রে আয় টিয়ে,
নায়ে ভরা দিয়ে,
না নিয়ে গেল বোয়াল মাছে,
তা দেখে দেখে ভোঁদড় নাচে!
ওরে ভোঁদড় ফিরে চা,
খোকার নাচন দেখে যা!

আটকৌড়ে

২৫৩

আটকৌড়ে বাটকৌড়ে,
ছেলে আছে ভাল ?
মার কোল জোড়া ক'রে
বাপের দাড়ি ধ'রে নাচ।

*

পানকৌটি

২৫৪

পানকৌটি, পানকৌটি, ডাঙ্গায় ওঠ সে,
তোমার শাশুড়ী ব'লে গেছে, বেগুন কোট সে !
ও বেগুনটি কুট না, বীজ রেখেছে,
ও দুয়ারে যেও না, বঁধু এসেছে,
বঁধুর পান খেও না, ভাব লেগেছে,
ভাব ভাব কদমের ফুল ফুটে উঠেছে !
আজ বঁধুর গায় হলুদ, কাল বঁধুর বিয়ে,
বঁধুকে নিয়ে গেল বকুলতলা দিয়ে।
বকুল ফুল কুড়ুতে গিয়ে, পেয়ে গেলুম মালা,
রাম শালিকের বাদ্দি বাজে, তুলারামের খেলা !

নাচ ত ভাই তুলারাম, কাঁকাল বাঁকিয়ে,
আলো চাল খেতে দেব টঁ্যাপর্ ভরিয়ে।
আলো চাল খেতে খেতে গলা হ'ল কাঠ,
কতক্ষণে যাব রে ভাই, তিরপুণীর ঘাট।
তিরপুণীর ঘাটে রে ভাই, বালি ঝক্ ঝক্ করে,
চাঁদমুখেতে রোদ্ লেগেছে, ডালিম ফেটে পড়ে!

*

বাপের ঘরের ঝি

২৫৫

বাপের ঘরের ঝি,
আদর কর্ব্বো না ত কি!
আদরের হয়েছে বা কি—
আদরের পাত্না পেতেছি,
আদর কর্ব্বো না ত কি!

*

সোনার পাখী

২৫৬

আয় রে আয় সোনার পাখী,
তোরে হেরে জুড়াই আঁখি!
আনবি বাছি বাছি ফল রসাল
চুষে চুষে খাবে আমার গোপাল!
তোরে দেবো দুধু ভাতি,
তুই হ'বি গোপালের সাথী!

ননীর গোপাল

২৫৭

ননীর গোপাল, ননীর শরীর, নধর নধর গা,
পাড়াপড়্শী ডাকলে কারো ঘর্কে যেও না!
তুমি আমার বুকভরা ধন, পরাণ পুতলি,
ঘরে থাকো বাছা আমার, উঠান আলো করি!

*

এস জামাই

২৫৮

এস জামাই, বসো খাটে,
পা ধোও গে গড়ের মাঠে;
পিঠ ভাঙ্বো চেলা কাঠে,
কেঁদে বেড়াবে মাঠে ঘাটে!

কত কি দিব

২৫৯

আয় না চাঁদ আয় না, গড়িয়ে দেবো গয়না ;
দু’হাতে বালা দেবো, দু’কানে দুল দেবো,
গলে দেবো হার, তোরে কত দেবো আর !
ঘুঙুর দেবো পায়, তুই খুকুর কাছে আয়।

*

ইচিং বিচিং

২৬০

ইচিং বিচিং জামাই চিচিং,
তায় প’ল্লো মাকড় বিচিং।
মাকড়েরা নড়ে চড়ে ;
ফলের পাত, বেলের পাত,
ঠাকুর দিলেন জগন্নাথ !

চারিচোকোর মা

২৬১

চারিচোকোর মা নরুণদাঁতি,
তেঁতুল-গাছে থাকে,
যে ছেলেটা কাঁদে, তার
ঘাড়ে ধ’রে নাচে ?
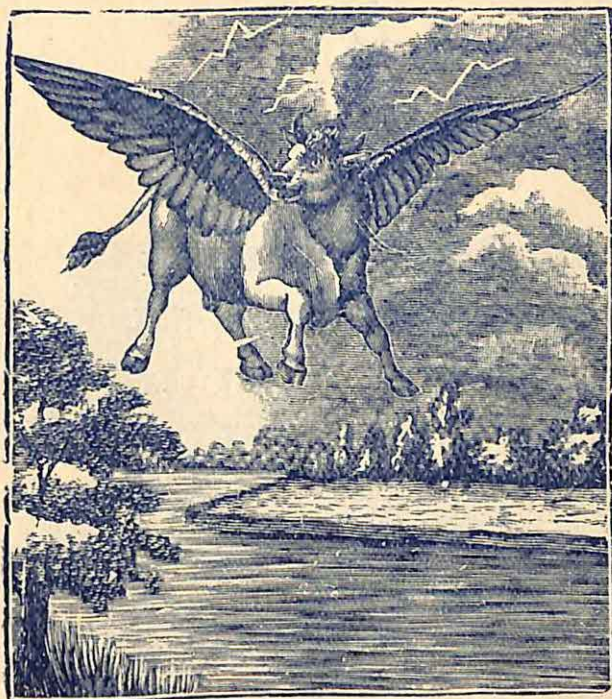
উড়ে বেড়ান

২৬২

উত্তরেতে মেঘ ক'রেছে
গরু বেড়ায় উড়ে ;
পেয়াদা ব্যাটা পাক বেঁধেছে
সরু ধানের চিড়ে।

পুঁটু নাচে

২৬৩

পুঁটু নাচে কোন্ খানে?
শতদলের মাঝখানে।
সেখানে পুঁটু কি করে?
চুল ঝাড়ে আর ফুল পাড়ে,
ডুব দিয়ে দিয়ে মাছ ধরে!

*

নায়ে যাওয়া

২৬৪

খোকা যাবে নায়ে, লাল জুতুয়া পায়ে,
পাঁচ শ' টাকার মল্‌মলি থান,
সোনার চাদর গায়ে!
তোমরা কে বলিবে কালো!
পাট্‌না থেকে হলুদ এনে
গা ক'রে দেবো আলো!

*

নাচ

তাক্ থুড়া—থুড়্—থুড়া,
ভাঙ্‌লো খাটের খুরা।

ঘরে নাচে শ্যামসুন্দর,
বাইরে নাচে বুড়া—
তাক্ থুড়া—থুড়্—থুড়া!

বাঁশতলার বুড়ী

২৬৬

আমি বাঁশতলার বুড়ি, নাকে মাটি খুড়ি,
দুষ্টু ছেলে দেখ্‌তে পেলে, পেটের মধ্যে পুরি!

খোকনের বিয়ে

২৬৭

ও পারেতে কুলগাছটি নৈ ছাগলে খায়,
তার তলা দে আমার খোকন বিয়ে কর্ত্তে যায়!
বিয়ে কর্ত্তে গিয়ে খোকন কি পায় যতুক্?
হাতে পায় হীরের বালা, মাথায় মটুক্।
শাশুড়ী এসে বলে, "জামাই, কেমন না কালো!"
শ্বশুর এসে বলে, "জামাই ঘর ক'রেছে আলো!"

*

কে ব'কেছে

২৬৮

কে ব'কেছে, কে মেরেছে,
কে দিয়েছে গাল?
তাইতে খোকা রাগ ক'রেছে,
ভাত খায়নি কাল।
কে ব'কেছে, কে মেরেছে,
দুধের গতরে?
আধ সের চা'ল দেবো তার
গালের ভিতরে!

ঝোটন বাঁধা

২৬৯

নোটন নোটন পায়রাগুলি ঝোটন বেঁধেছে,
ও পারেতে ছুটি মেয়ে নাইতে নেমেছে,
সরু সরু চুলগুলি ঝাড়্তে লেগেছে।
কে দেখেছে—কে দেখেছে? দাদা দেখেছে।
দাদার হাতে বাজু-বন্ধ ছুড়ে মেরেছে—
উ-হু-হু—বড্ড লেগেছে!

পুঁটুমণি

২৭০

পুঁটু আমার গো মেয়ে,
বর দেবো চেয়ে,
কোন্ গাঁয়ের বর ?
নিমাই সরকারের ব্যাটা
পাল্কী বের কর।
বের ক'রেছি—বের ক'রেছি
ফুলের ঝারা দিয়ে,
পুঁটুমণিকে নিয়ে যাবো
বকুল-তলা দিয়ে।

*

মাসী পিসী

২৭১

মাসী পিসী বন-কাপাসী, বনের মধ্যে টিয়ে,
মাসী গিয়েছে বৃন্দাবন, দেখে আসি গিয়ে।
কিসের মাসী, কিসের পিসী, কিসের বৃন্দাবন—
এত দিনে জান্‌লাম, মা-বাপ্ বড় ধন।
মা হ'য়ে জল দেন, তৃষ্ণা ভরিয়ে,
বাপ হ'য়ে গরু দেন, পাল চাকিয়ে।
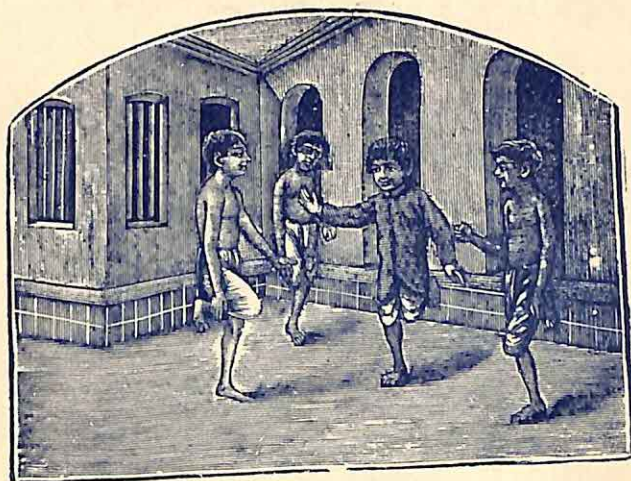
খোঁড়া

২৭২

খোঁড়া ন্যাং ন্যাং ন্যাং !
কার বাড়ীতে গেছ্‌লি খোঁড়া,
কে ভেঙেছে ঠ্যাং ?
খোঁড়া ন্যাং ন্যাং ন্যাং !

*

কিসের ধন

২৭৩

ধনকে কিসে গড়েছে ?
কাঁচা সোনা কুঁদে কেটে—ছাঁচে ঢেলেছে !

এক পো দুধ

২৭৪

এক পো দুধ কিনেছি, কি হবে তা বলো না ?
ক্ষীর হবে, সর হবে, ছানা হবে, মাখন হবে—
ও বৌমা, আর কি হবে, বলো না ?
বড় বৌ, আর দিও না, আর দিও না,
এব্‌লা হবে, ওব্‌লা হবে,—
উপেন খাবে, বিপিন খাবে ;
কুঞ্জলাল কোলের ছেলে,
তাকে একটু দিতে হবে।
সনাতন কেসো রোগা,
তাকে একটু দিতে হবে !
পাখীটা শুধু ছোলা খায় না,
তাকে একটু দিতে হবে।
কর্ত্তার দুধ না হ'লে চলে না ;
এ পোড়ার মুখে দই না হ'লে রোচে না,
তাও একটু রাখ্‌তে হবে !
ও বৌমা, আর কি হবে, বলো না ?

*

ঢোল বাজে

২৭৫

ঢোল বাজে গামুর গুমুর, সানাই বাজে রইয়া,
পয়ার পুতে নিত আইছে, ঢোলে বাড়ি দিয়া।
আওলো খেলার সই, খেলার সাজু লইয়া,
আর্ ত খেল্‌তাম না, পরার ঘরে গিয়া !

*

হৈ রে বাবুই

২৭৬

হৈ রে বাবুই হৈ, রাঙা ধানের খৈ,
খোকামণির বিয়ে দেবো, পয়সা কড়ি কৈ ?
ফলার হবে সরা সরা খৈ আর দৈ,
সারারাত খুঁজে মলাম্, গুড়-হাঁড়িটে কৈ !
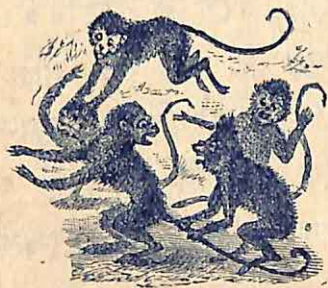
হামা দেওয়া

২৭৭

কার বাপধন দিচ্ছে হামা,
ব'ল্‌ছে মুখে, মা মা মা মা?
এ যে দেখি, আমার দুলাল,
চুমো দাও ত দুটি গাল!

❋

কি দিয়ে কি হবে

২৭৮

বউ লো বউ, দাখানা কই?
দা দিয়ে কি ক'র্‌বি? পাত কাট্‌বো!
পাত দিয়ে কি ক'র্‌বি? ভাত বাড়্‌বো।
ভাত দিয়ে কি ক'র্‌বি? খাবো।
খেয়ে কি ক'র্‌বি? কামার-বাড়ী যাবো।
কামার-বাড়ী গিয়ে কি ক'র্‌বি? ছুঁচ গড়াবো।
ছুঁচ গড়ায়ে কি ক'র্‌বি? থলি সেলাইবো।
থলি দিয়ে কি ক'র্‌বি? টাকা-কড়ি রাখ্‌বো।
টাকা-কড়ি দিয়ে কি ক'র্‌বি? দাসী কিন্‌বো।
দাসী দিয়ে কি ক'র্‌বি? খোকনকে খাওয়াবে,
দাওয়াবে, কোলে তুলে নাচাবে!

আমার ছেলে

২৭৯

রঙ্ নয় যেন কাঁচা সোনা,
মুখ্‌টি যেন চাঁদের কণা,
নাসিকাটি তিল ফুল,
দাঁতগুলি মুকুতার দুল,
আঙ্গুলগুলি চাঁপার কলি,
নয়নে খেলে বিজলী,
কেশে কালো মেঘ খেলে,
সেই ধনটি আমার ছেলে!

চাঁদের নাচন

২৮০

ধেই ধেই চাঁদের নাচন্ !
বেলা গেল চাঁদ নাচবি কখন ?
নেচে নেচে কোলে আয়,
সোনার নূপুর দেবো পায়।
নেচে আয়রে নীলমণি,
তোর নাচন দেখ্‌বো আমি !

*

কুড়িয়ে পাওয়া

২৮১

এত দিন ছিল ধন, কোন্ হিজুলীর বনে ?
দুখিনীর দুঃখ দেখে, এলেন ঘনে ঘনে,
ষষ্ঠীতলার বাগে, কুড়িয়ে পেলাম ধনে !

*

ধন ধন ধন

২৮২

ধন, ধন, ধন,
ক্ষুদে মেতির বন।
পড়্‌বে লোকের মন,

ছিঁড়বে লোকের কাঁথা,
এমন ধন দেখেছ কোথা ?

দুঃখের ধন

২৮৩

আমার কত দুঃখের ধন !
আমার ক্ষিদে-হরা দুখ-পসরা দুঃখ-নিবারণ—
আমার কত দুঃখের ধন !

লক্ষ্মী সোনা

২৮৪

খোকা আমার সোনা,
চার পুকুরের কোণা!
বাড়ীতে সেক্‌রা ডেকে, মোহর কেটে,
গড়িয়ে দেবো দানা—
তোমরা কেউ ক'রো না মানা!
খোকা আমাদের লক্ষ্মী,
গলায় দেবো তক্তি,
কাঁকালে দেবো হেলে,
পাক্‌ দিয়ে দিয়ে বেড়াবে
বড়মানুষের ছেলে।

*

কল্পতরু

২৮৫

পাঁকাল মাছের কাঁকাল সরু,
মেয়েটি যেন কল্পতরু!
মেয়ে হব, ঘড় নিকুব, প'র্‌বো পাটের শাড়ী,
খড় খড়েতে চ'ড়ে যাব, জমিদারের বাড়ী!

খোকা হবে নায়েব

২৮৬

খোকা হবে নায়েব,
দেখবে কত সাহেব,
খোকার পূজোয় হবে ধুম;
সোনার খাটে শোবে যাদু,—
আয়রে যাদুর ঘুম!

*

টুম্-টুমা-টুম্

২৮৭

টুম্-টুমা-টুম্ বাদ্দি বাজে,
লোকে বলে কি?
খোকনমণি বিয়ে করে,
বড়মানুসের ঝি!
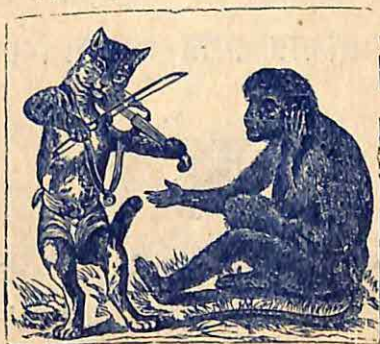
খোকন

২৮৮

খোকন যাবে নায়ে, গুজ্‌রি ঘুঙুর পায়ে,
পাঁচ শ' টাকার জামা জোড়া খোকন ধনের গায়ে!
মন্দা মন্দা বাতাস লাগে, খোকন রাজার পায়ে।

*

কেন কাঁদে

২৮৯

কি লাগি কাঁদে রে বাছা, কি ধন বা চায়?
আনিয়া দিব গগন-ফুল,
একই ফুলের লক্ষই মূল!
সে ফুলে গাঁথিয়া পরাবো হার,
সোনার বাছা কেঁদ না আর!
মাখাবো কুঙ্কুম কস্তূরী চুয়া,
রাজার মেয়ে করাবো বিয়া!

*

জুজুমানা

২৯০

সরল পথে তরল গাছ, তার উপরে বাসা,
জুজুমানা ব'সে আছে সঙ্গে ছ'পণ মশা!
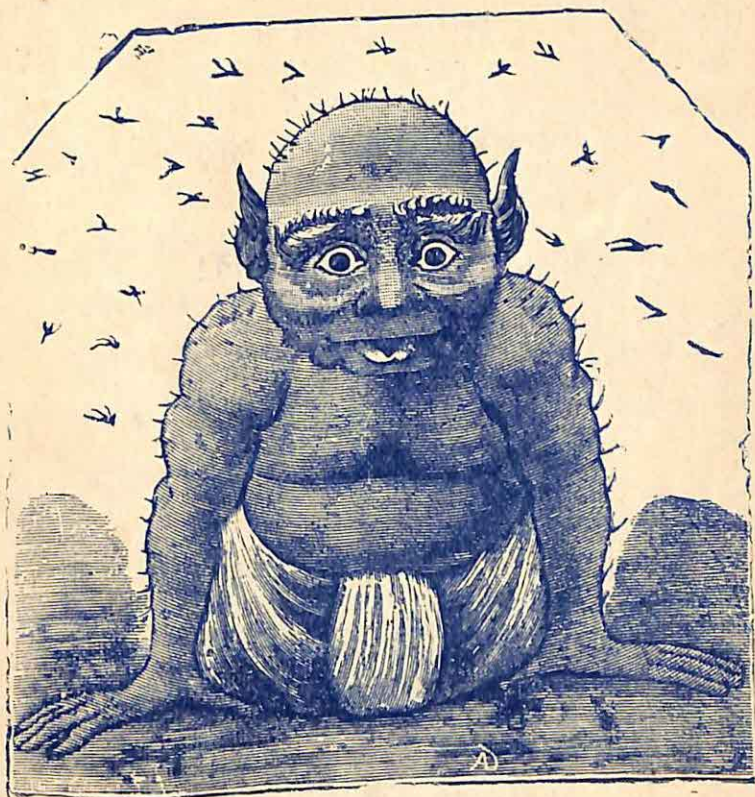
আসিস্ না রে জুজুমানা, গোপাল ঘুমিয়েছে,
হুম্ হুম্ হুম্—গুম্ গুম্ গুম্—ডালে ব'সেছে !
হাতে ছোরা ছুরি আছে গোপালের আমার,
আসিস্ যদি কেটে যাবি, দোষ দিবি কাহার ?

আড়ি ও ভাব

২৯১

বল দেখিনি, "গাড়ী" ?—গাড়ী।
তোর সঙ্গে আড়ি!
বল দেখিনি, "ডাব" ?—ডাব!
তোর সঙ্গে ভাব!!

*

নিদ্রা

২৯২

ঘুমপাড়ানি মাসী পিসী, আমাদের বাড়ী যেও,
শান্তিসুখের নিদ্রা আমার ধনমণিকে দিও।
কোথায় পাবো এমন নিদ্রা, আমি কাঙ্গালিনী,
দয়া ক'রে দেবেন নিদ্রা, প্রাণ দিয়েছেন যিনি।

*

আড়ি

২৯৩

তোর সঙ্গে আড়ি,
কাল যাবো বাড়ী, পরশু যাবো ঘর,
কি ক'র্‌বি কর! মাথা খুঁড়ে মর!

মেঘ রাজা

২৯৪

মেঘ রাজারে, তুইনি সোদর ভাই,
এক্ ঝড়ি মেঘ দাও, ভিজ্জ্যা ঘরে যাই!
ভিজ্জ্যা ঘরে যাইতে যাইতে মায় না দিল ঠাই,
লাথি দিয়ে ফালাইয়া দিল, কচুক্ষেতের পাই!
কচুক্ষেতের পানি যেমন টল্ মল্ করে,
মার চক্ষের পানি ফুটি বুক ভাসিয়া পরে!

মামা মামী

২৯৫

মামা মামী দোলে, অগ্রদ্বীপের কোলে।
মামী কাটে সরু সূতা,
মামা কাটে পাট—
সত্যি ক'রে বল্‌গো মামী,
মামা গেছে কোন্ হাট ?

*

টুনু

২৯৬

পটল-চেরা চক্ষু টুনুর, বাঁশীর মত নাক,
টুনুর শ্বশুর হবে বুড়ো, ফোক্‌লা মাথায় টাক !

*

আকাশ ডাকে

২৯৭

আকাশ ডাকে হুড়্ হুড়্,
খোকা চায় নলি গুড়্।
ছেলের মাথায় আম্‌ড়া-পাতা,
ছেলে বলে, বাবা কোথা ?
বাবা গেছে কাছারি,
শুক্ত মাছের তরকারি।

চাঁদের কণা

২৯৮

গঙ্গাজলে, বিল্বদলে
জপ ক'রেছি কত,
তাই তো সোনা চাঁদের কণা
পেয়েছি মনের মত!
ধন্‌কে নিয়ে বন্‌কে যাবো
আর করিব কি?
বিরলে বসিয়ে ধনের মুখ নিরখি!

মণি

২৯৯

আমার আঁধার ঘরের মণি!
লাফ দিয়ে দিয়ে খাবে আমার
শিকেয় তোলা ননী!

*

ঘুচবে মনের কালি

৩০০

এচক্ বেগুণ পেচক্ হবে,
ঝিঙ্গে ধ'র্‌বে মালী;
সোনার যাদু মা ব'ল্‌বে,
ঘুচবে মনের কালি!

*

আতাল পাতাল

৩০১

আতাল পাতাল সাম্‌লা সাতাল,
শ্যামের লতি, দুর্গাগতি,
মায়ের দুধ, কৈতরের বাচ্ছা,
তুলিয়া নাচা, তুলিয়া নাচা!

তেলের হিসাব

৩০২

এক পয়সার তৈল,
কিসে খরচ হৈল?
তোর দাড়ি, মোর পায়,
আরো দিছি ছেলের গায়!
ছেলে মেয়ের বিয়ে গেছে,
সাত রাত গান হ'য়েছে!
কোন্ অভাগী ঘরে এল,
বাকি তেলটা ঢেলে নিলো!

*

লক্ষ্মী ছেলে

৩০৩

এস রে আমার লক্ষ্মী ছেলে
ধুলোয় কেন পড়ি?
কেউ কি কিছু ব'লেছে রে—
দিচ্ছ গড়াগড়ি!
দুধে ভাতে খাবে চল রে
চল আমার সোনা,
যা চাইবে, তাই পাবে ধন,
কেঁদ না, কেঁদ না!

কোড়াল ও কোড়ালী

৩০৪

কোড়াল বলে, কোড়ালী এবার বড় বান,
উঁচু ক'রে বাঁধো ভিটে, খুঁটে খাবো ধান!
ধান খাবো না, পান খাবো না—খাবো সরের নাড়ু,
দুই হাত ভরিয়ে দেবো সুবর্ণের খাড়ু।
সুবর্ণের খাড়ু না রে, এ যে দেখি রাঙ্,
কোথা যেয়ে পাবো আমি পদ্মাবতীর গাঙ্।
পদ্মাবতীর গাঙ্ দিয়ে সাধুর নাও চলে,
আড়াই কুড়ি ডিম লয়ে কোড়াল ডাক ছাড়ে

*

ভুতি ভুতি গাল

দোলে রে মাল, চন্দনী গোপাল,
দুধি ভাতি খেয়ে খুকুর ভুতি ভুতি গাল!

*

গঙ্গারামের বৌ

৩০৬

এপারে ঢেউ, ওপারে ঢেউ,
মাঝখানে ব'সে আছে
গঙ্গারামের বৌ!
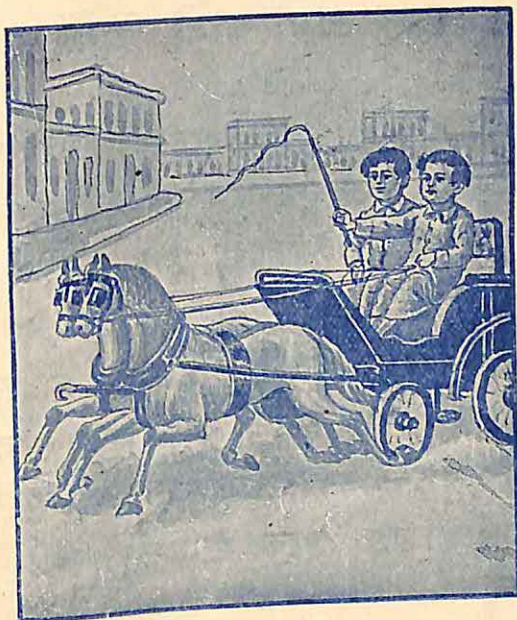
লেখা পড়া

৩০৭

লেখা পড়া করে যেই,
গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই!

*

খায় দায়

৩০৮

খায় দায় পাখীটি,
বনের দিকে আঁখিটি!

ঘুমপাড়ানী মাসী পিসী

৩০৯

ঘুমপাড়ানী মাসী পিসী, ঘুমের বাড়ী যেও,
বাটা ভ'রে পান দেবো, গাল ভ'রে খেও।
সান-বাঁধানো ঘাট দেবো, বেসম মেখে নেও,
শীতল পাটি পেড়ে দেবো, শুয়ে ঘুম যেও।
আম-কাঁঠালের বাগান দেবো, ছায়ায় ছায়ায় যাবে,
চার চার বেহারা দেবো, কাঁধে ক'রে নেব।
উল্‌কি ধানের মুড়্‌কি দেবো, নারেঙ্গা ধানের খই,
গাছ-পাকা রম্ভা দেবো, হাঁড়ি-ভরা দই!

*

ঘুঘুর মরণ

এ পারেতে বেণা, ও পারেতে বেণা,
মাছ ধ'রেছি চুনো-চানা!
হাঁড়ির ভিতর ধনে, গৌরী বেটি কনে,
নকা বেটা বর;
ট্যাক্‌শালেতে চাক্‌রি করে, ঘুঘুডাঙ্গায় ঘর।
ঘুঘুডাঙ্গায় ঘুঘু মরে চালভাজা খেয়ে,
ঘুঘুর মরণ দেখ্‌তে যাবো এয়ো শাঁখা প'রে;
শাঁখাটি ভাঙ্‌লো, ঘুঘুটি ম'লো!

আয় তো ভোঁদড়

আয় তো ভোঁদড়, যায় তো ভোঁদড়,
ঘন ঘন মাছ খায় তো ভোদড়,
নায়ের কাছে যায় তো ভোঁদড়।

*

ঘুম আয় রে

৩১২

ঘুম আয় রে, ঘুম আয় রে,
দোবো ছানা ননী;
ঘুম যায় রে, ঘুম যায় রে,
সোনার যাদুমণি!
ঘুম আয় রে, ঘুম আয় রে,
দেবো মিঠাই খেতে;
খুকুর চোখে ঘুম আয় রে,
সোনার পিঁড়ি পেতে!

ভোঁদড় নাচ

ভোঁদড় শিয়ালি,
বর্ষার চার মাস ভোঁদড় কোথায় ছিলি?
ভোঁদড় এলে এলে যায়,
ভোঁদড় কাঁকড়া কুঁচে খায়!
বাড়ীর বেগুণ ডোবার মাছ,
তা দেখে দেখে ভোঁদড় নাচ!

*

মাখন-চোরা

খোকনমণি হারা,
যাস্‌নে গোয়াল-পাড়া,
হাতের বাঁশী কেড়ে নিয়ে
ব'ল্‌বে মাখন-চোরা!

*

পুতুলের বিয়ে

হল্‌দি কোটা, মরিচ কোটা,
যোড় পুতুলের বিয়ে,
ঐ আস্‌ছে নতুন জামাই
গামছা মাথায় দিয়ে;

ও গামছা ভাল না,
মেয়ে বিয়ে দেবো না!
মেয়ে দেবো সাজিয়ে,
টাকা নেবো বাজিয়ে!
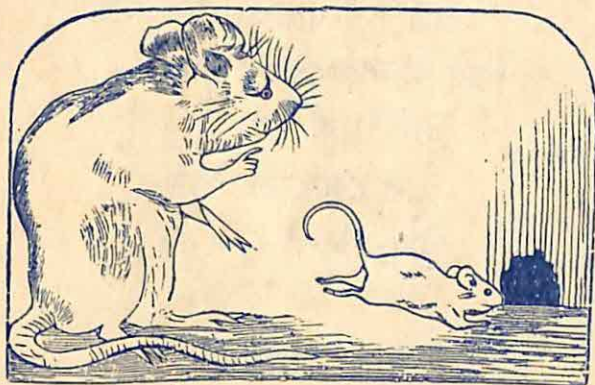
ইঁদুর বাবাজী

৩১৬

ও আমার ইঁদুর বাবাজি
কাপড় কেটেছ তার
ভাবনা কি?
ও আমার ইঁদুর বাবাজি!

কাগা বগা

৩১৭

কা কা কা কাকের ছানা,
ভাত খায় না খোকন ধনা।
কাগা বগা আয় আয়,
দেখ্‌সে খোকা ভাত খায়।
লক্ষ্মী আমার ষেটের বাছা,—
চাঁদ পারা মুখ,
গাল বেয়ে দুধ ঝরে
টুপ্‌—টাপ্‌—টুপ্‌!

*

ওরে আমার

ওরে আমার তুমি,
তোমার জন্যে চাল ভিজিয়ে
চিবিয়ে মলেম আমি!

*

ডানকোনা

খোকন আমার সোনা,
কোন্ পুকুরে মাছ ধ'রেছ
শুধুই ডানকোনা!

মাথা নাড়ে

৩২০

মাথা নাড়ে—চুল নড়ে,
কাল চুল—মুখে পড়ে।
মাথা নাড়ে—জট নড়ে,
গাল বেয়ে—লাল পড়ে!

*

ছাতি ধর্

৩২১

নাচ্‌নি গেছে কাচ্‌নি-পাড়া,
দেওয়া নাম্‌ছে জল,
সোনার নাচ্‌নি ভিজে যায় রে
লাল ছাতিটা ধর্‌!

*

সাধের মেয়ে

৩২২

মেয়ে নয় আমার সাত বেটা
গড়িয়ে দেবো কোমরপাটা,
দেখ শত্তুর চেয়ে,
আমার কত সাধের মেয়ে!

সোনার কাঁটি

৩২৩

ননি আমার কে গো ?
জল গড়িয়ে দে গো।
জলের ভিতর লাল মাটি,
ননী আমার সোনার কাঁটি !

*

সূয্যি ঠাকুর

৩২৪

সূয্যি ঠাকুর, রোদ করো,
কলা-বনে ঘর করো ;
কলা হ'ল বাতি,
সূয্যির মাথায় ছাতি !

*

আয় ঘুম

৩২৫

আয় ঘুম, যায় ঘুম, নেত্ড়া, পেত্ড়া,
আমার কোলে ঘুম যায় খোকন ঠাকুরা।
রাজ-দুয়ারে যায় ঘুম মস্ত হাতী ঘোড়া,
ছাই-কুণ্ডে যায় ঘুম ঝুমরা কুকুরা।

ন্যাকা বৌ

খোকন মোহন চৌধুরী, বৌটি হ'বে সুন্দরী
একটু ন্যাকা হাবা—
রেঁধে বেড়ে ডাকবে খোকায়,
ভাত খাও'সে বাবা !

আসন পিঁড়ি

৩২৭

আসন পিঁড়ি পান পিঁড়ি
আয় রঙ্গ রাধা,
হলুদ বনে কলুদ ফুল,
তারা নামে টগর ফুল,
আয় রে তারা হাটে যাই,
পান গুয়োটা কিনে খাই,
কচি কুম্‌ড়োর ঝোল,
ওরে জামাই, গা তোল !

*

কত সাধ

৩২৮

কত সাধ যায় গো চিতে,
বেগুন গাছে আঁকৃশি দিতে !

*

মণির নাচ

৩২৯

মণি নাচে থায় পায়,
ঘুঙুর গেঁথে দেবো পায়।
দিব্বি নাচন নেচেছে,
দিব্বি ঢোলক বেজেছে,

কড়া পাঁচ ছয় কড়ি নিয়ে,
মণির নাচন দেখ সিয়ে।
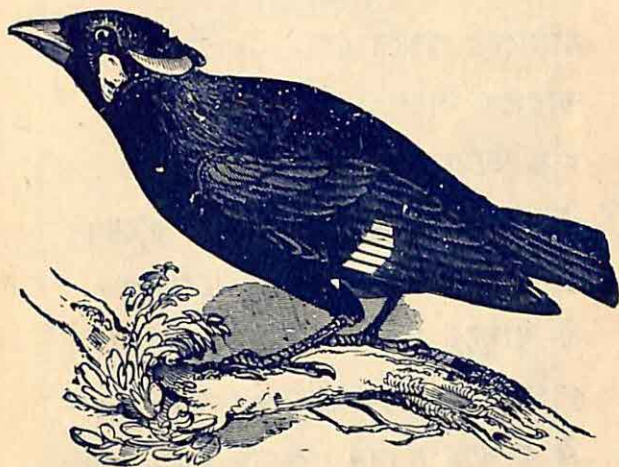
ময়না

ও আমার যাদু বাছা কন্ বনেতে যায়?
পিঁজ্‌রাতে বসি ময়না চিকণ দানা খায়,
উড়িয়া যাইতে ময়না ফিরিয়া না চায়!

*

আরো মজা

শোলক মোলক বাঁশের গজা,
ভাতটি খেলে পেট্‌টি সোজা,
পানটি খেলে আরো মজা!

ঐ আস্‌ছে

৩৩২

মামাদের পুকুরে ফেলিলাম জাল,
তাহাতে উঠিল এক রাঘব বোয়াল।
মাছ উঠেছে, মাছ উঠেছে, কুট্‌বে কে ?
ঐ আসৃছে কুটুনি, বঁটি হাতে ক'রে।
কোটা হ'ল, ভাল হ'ল, ধোবে কে ?
ঐ আসৃছে ধুউনি খালুই হাতে ক'রে।
ধোয়া হ'ল, ভাল হ'ল, রাঁধ্‌বে কে ?
ঐ আসৃছে রাঁধুনী, কড়াই হাতে ক'রে !
রাঁধা হ'ল, ভাল হ'ল, খাবে কে ?
ঐ আসৃছে খাউনি, থালা হাতে ক'রে।
খাওয়া হ'ল, ভাল হ'ল, পান দেবে কে ?
ঐ আসৃছে খোকনমণি পান হাতে ক'রে।

*

রথ দেখা

তোদের হলুদ মাখা গা,
তোরা রথ দেখ্‌তে যা।
আমরা হলুদ কোথা পাবো ?
আমরা উল্টো রথে যাবো !

কেঁদ না

কেঁদ না রে সোনার যাদু,
মা গেছে ঘাটে;
খেয়ো এখন সব দুধ যত পেটে আঁটে!

*

চোর বাছাই

তেলি—হাত পিছ্‌লে গেলি,
নুন—খানায় প'ড়ে খুন।

সাত ভাই চম্পা

সাত ভাই চম্পা, জাগ রে
কেন বোন পারুল, ডাক রে ?
রাজার মালী এসেছে,
ফুল দিবে কি না দিবে ?
না দিব, না দিব ফুল,
উঠিব শতেক দূর,
আগে আসুক্ রাজা, তবে দিব ফুল !

*

মেঘ গড়্-গড়্

৩৩৭

মেঘ গড়্-গড়্, মেঘ গড়্-গড়্
চিংড়ি মাছের ঝোল,
মামা গেছে পাত কাট্তে,
মামীকে নিল চোর !

*

আম কুড়ানো

ঝড় ঝড় ঝড়,
একটি আম পড়,

একটি আম পড়িস্‌নে কো
তলা বিছিয়ে পড় ;
খুকু খাবে পেট ভ'রে
নিয়ে যাবে ঘর।

বাদুড়

৩৩৯

বাদুড় বাদুড়, কলা তিতা,
তোর শাশুড়ি আমার মিতা ;
অলি অলি বাদুড়ের ছাও,
তোমার মা ঘরে নাই, শুয়ে নিদ্রা যাও!
খোকার বাপ গেছে হাটে,
মা গেছে ঘাটে,
খোকাদের হাঁড়ি কুঁড়ি বেড়ালে চাটে!

তুড়ুক নাচ

৩৪০

হাদে লো কল্‌মীলতা,
এত কাল ছিলি কোথা ?
এত কাল ছিলুম বনে ;
বনেতে বাগ্দী মো'ল,
আমারে যেতে হ'ল।
তুমি নেও বংশী হাতে,
আমি নিই কল্‌সী কাঁকে,
চল যাই রাজপথে।
ছেলের মা গয়না গাঁথে
ছেলেটি তুড়ুক্ নাচে !

*

খোকারে কাঁদায়

খোকা নাচে গায়,
খুদ কুঁড়াটি পায়,
খোকার মা আহুরি
নিত্য পিঠে খায়।
একটু খানি পিঠের তরে
খোকারে কাঁদায় !
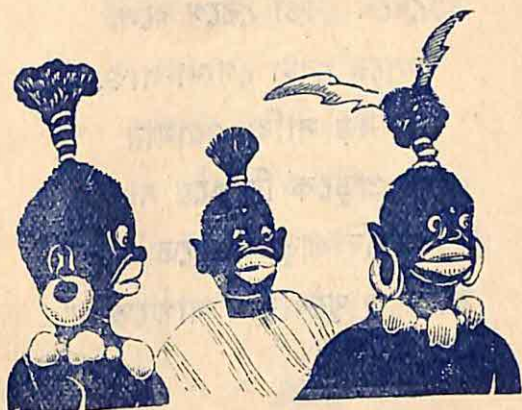
বুড়ী

৩৪২

একা বুড়ী দোকা বুড়ী,
তেকা বুড়ীর ছাও;
খোকন-মণি ঘুমায় না কো,
তাকে নিয়ে যাও।

*

হাতী ও বেঙী

৩৪৩

পথের মাঝে বেঙী ব'সে,
বেঙ ছিলেন ঘুমিয়ে;
সেই পথে এক হাতী গেলো
বেঙেরে ডিঙিয়ে।

দেখে বেঙী রেগে বলে,
"আরে বেটা গোদা-পাও,
এত বড় সাধ্যি তোমার
মোর প্রভুকে ডিঙিয়ে যাও?
যদি প্রভু জাগ্‌তো
তবেই ত খুনোখুনি লাগ্‌তো!"

শুনে হাতী হেসে বলে,
"ও লো ভেচ্‌কা-মুখী!
তোর প্রভু কি ক'র্‌তে পারে,
তুই বা পারিস্ কি?
যদি আমি মনে করি,
তোর প্রভুকে চট্‌কে মারি।"

রেগে বেঙী বলে যেয়ে
ছুঁচোর মেয়ের কাছে;
"ও লো গন্ধবেনের ঝি,
কথা শুনে গা জ্বালা করে
আমি না কি ভেচ্‌কা মুখী?"

ছুঁচোর মেয়ে মুচ্‌কি হেসে
বলে কদর ক'রে,
"রূপের ডালি বিদ্যাধরী,
তুমি যাও ঘরে ;
ছোট লোকের সঙ্গে কি কেউ
বাক্য আলাপ করে ?"

খোকন সোনা

৩৪৪
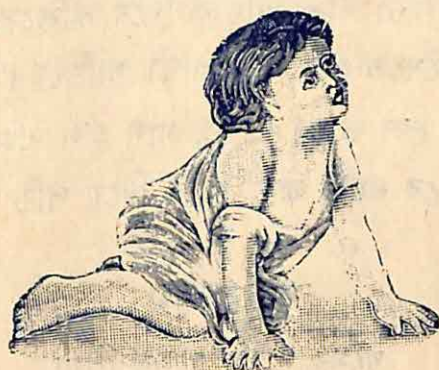
খোকন সোনা চাঁদের কণা
এক রত্তি ছেলে ;
আর কিছু ধন চায় না খোকন
মায়ের কোলটি পেলে !

মন কেমন করে

৩৪৫

"ও পারেতে কালো রং,
বৃষ্টি পড়ে ঝম্ ঝম্,
এ পারেতে লঙ্কাগাছটি রাঙা টুক্‌টুক্ করে,
গুণবতী ভাই আমার, মন কেমন করে!"
"এ মাসটা থাক দিদি কাঁদিয়ে ককিয়ে,
ও মাসেতে লয়ে যাব পাল্কী সাজিয়ে!"
"হাড় হ'ল ভাজা ভাজা, মাস হ'ল দড়ি,
আয় রে নদীর জল, ঝাপ দিয়ে পড়ি।"

*

খুকুর ঘুম

ঘুমের মাসী, ঘুমের পিসী,
ঘুম দিলে ভালবাসি।
ঘুম না লো তরু লতা,
ঘুম না লো গাছের পাতা,
ঘুম না লো নাগরী,
কোমরে দেবো ঘাগরী,
গলায় রূপোর কাঁটি,
খুকুমণি ঘুম যায় পেতে শীতল পাটি!

সাধের খাওয়া

৩৪৭

বাপ ভনরি,
কি খাইতে সাধ হয়েছে ?
চাল্‌তা মুসুরি।
বাপ নন্দলাল,
কি খাইতে সাধ হয়েছে ?
গাছ-পাকা তাল।

*

সোনার নাড়ু

৩৪৮

ওরে আমার সোনার নাড়ু,
কেঁদ না রে কেঁদ না—
কোঁড়ো ভালা রে ? কৌটি যিবি রে
চৌকীদারো হঁকো মারিছি,
চৌকীদারো হঁকো মারিছি !

বারমেসে ছড়া

আশ্বিনে অম্বিকা-পূজা বলি পড়ে পাঁঠা,
কার্ত্তিকে কালিকা-পূজা ভাই-দ্বিতীয়ার ফোঁটা।
অগ্রাণে নবান্ন দেয় নূতন ধান কেটে,
পৌষ মাসে বাউনী বাঁধে ঘরে ঘরে পিঠে।
মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমী ছেলের হাতে খড়ি,
ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা ফাগ ছড়াছড়ি।
চৈত্র মাসে চড়ক সন্ন্যাস গাজনে বাঁধে ভারা,
বৈশাখ মাসে তুলসী গাছে দেয় বসুধারা।
জ্যৈষ্ঠ মাসে ষষ্ঠীবাঁটা জামাই আনতে দড়,
আষাঢ় মাসে রথযাত্রা যাত্রী হয় জড়।
শ্রাবণ মাসে ঢেলা-ফেলা, ঘী আর মুড়ি
ভাদ্র মাসে পচা পান্তা খান মনসা বুড়ী !

*

খেল্‌-ভাঙানো

চোর হ'য়ে বাড়ী যায়,
বেঙ্‌ পুড়িয়ে ভাত খায় ;
সেই বেঙ্‌টা পচ্‌লো,
পান্তা ভাতে মজ্‌লো !

খোকার খেলা

৩৫১

খোকন্ খেলে কোন্ খানে ?
শাল পিয়ালের বন খানে।
সেখানে খোকন্ কি করে ?
থোকা থোকা ফুল পাড়ে।

আয় ঘুম ঘুম

৩৫২

আয় ঘুম ঘুম, যায় ঘুম ঘুম,
খোকার চোখে আয়!
ঘুমপাড়ানী মাসী পিসী
ঘুমের বাড়ী যায়—
পাড়ার যত ছেলেদের ঘুম
সোনার চোখে আয়!

*

দে দৈ—দে দৈ

৩৫৩

দে টপাটপ্, নে টপাটপ্,
ভাবনা কিছু নাই!
দে দৈ—দে দৈ পাতে,
ওরে বেটা হাঁড়ি হাতে!
হাপুস্ হুপুস্ খায়—
"আরো দাও"—তবু চায়!
হাতে দৈ, পাতে দৈ,
তবু বলে "কৈ—কৈ?"
আরো কিছু চাই!

দে টপাটপ্, নে টপাটপ্,
ভাবনা কিছু নাই।

*

লক্ষেশ্বর

৩৫৪

হেলেঞ্চা কল্মী লক্ লক্ করে
রাজার বেটা পক্ষী মারে;
মারেন পক্ষী, শুকোয় বিল,
সোনার কৌটা রূপোর খিল;
খিল খুল্‌তে লাগ্‌ল ছড়,
আমার ভাই, বাপ—ধনে পুত্রে লক্ষেশ্বর।
লক্ষ্মী দিয়ে গেলেন বর,
আমার ভাই, বাপ—ধনে পুত্রে লক্ষেশ্বর।

*

থোপ্না ভাঙা

চাঁদের বাজারে গিয়ে,
শোল মাছের পোণা,
চাঁদ-বদনে চুমো খেতে,
ভাঙ্গিল থোপনা!

বেজায় ফলার

৩৫৬

এক সের ধানের খই ভেজে বসিয়েছি এক ডোল,
এবার লোকের বড় গোল।
তিন সের ধানের চিড়ে কুট্‌লেম মেয়ের কাজেতে,
তা খেলে বাজে লোকেতে।
মধুখালি লোক পাঠিয়েছি ময়দার কারণ,
কিছু লুচির আয়োজন।
তেল দিয়ে ভাজ্‌ব লুচি, মিশাল দেব ঘি,
তোমরা খাবে না ত কি!
এবার একটা আচ্ছা ফলার দেব মনের মত,
খে-ও, পেটে ধরে যত!

*

বকুল ফুল

উপর কাণে পিপুল-পাতা,
নীচের কাণে দুল;
কোথা যাচ্ছ বকুল-ফুল?
সন্ধ্যেবেলা জল্‌কে গিয়ে
এলিয়ে প'ল চুল—
আমার কি হ'ল বকুল-ফুল!
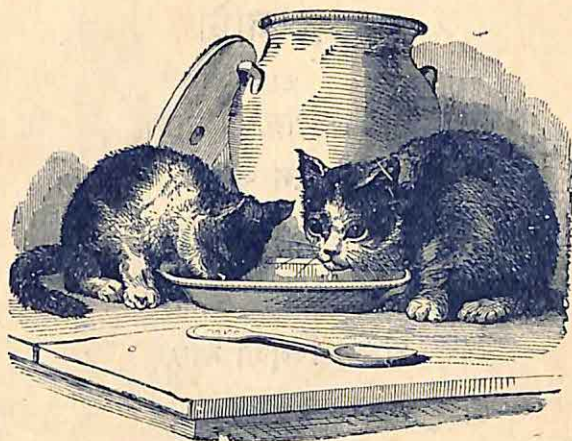
আয় রে মেনি

৩৫৮

আয় রে আয় মেনি,
খোকার দুধে চিনি,
দুধ খাবে না, রাগ ক'রেছে
খোকন্ যাদুমণি—
আয় রে আয় মেনি।

*

ডুগ্‌ডুগী বাজাই

আমরা দুটি ভাই, শিবের গাজন গাই ;
ঠাকুমা গেছেন গয়াকাশী, ডুগ্‌ডুগী বাজাই !

চাক্কু লাটা

৩৬০

চাক্কু লাটা—পানের বাটা,
চাক্কু দুই—তুলে থুই,
চাক্কু তিন—ঘোড়ার ডিম,
চাক্কু চার—পগার পার,
চাক্কু পাঁচ—ধিন্‌তা নাচ,
চাক্কু ছয়—খুকুর জয়,
চাক্কু সাত—কুপো কাৎ,
চাক্কু আট—গড়ের মাঠ,
চাক্কু নয়—বাঘের ভয়,
চাক্কু দশ—খেজুর রস,
চাক্কু এগারো—ফস্‌কা গেরো,
চাক্কু বার—কিস্তী মারো।

*

সবই গেল

এ করিলাম কি ?
জামাইকে দিলাম ঝি !
হারালাম লো,
বউকে দিলাম পো !
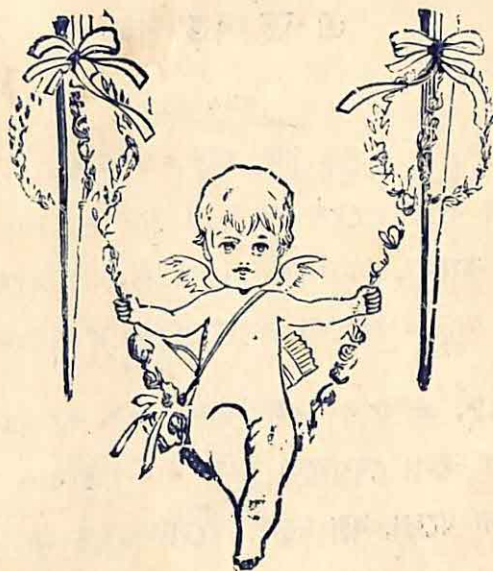
খাঁদার নাচ

৩৬২

দোল্ দোল্ দোল্—খাঁদা দোলে,
তেঁতুলগাছে বাদুড় ঝোলে!
ধিন্ ধিন্ ধিন্—খাঁদা নাচে,
'না-তিন্-তিন্'—নূপুর বাজে।
নাচে খাঁদা তুড়্-তুড়া-তুড়্,
দামা বাজে গুড়্-গুড়া-গুড়্!

*

এ ত বড় রঙ্গ

৩৬৩

"যাদু, এ ত বড় রঙ্গ, যাদু, এ ত বড় রঙ্গ,
চার কালো দেখাতে পার, যাব তোমার সঙ্গ।"
"কাক কালো, কোকিল কালো, কালো ফিঙ্গের বেশ,
তাহার অধিক কালো, কন্যে, তোমার মাথার কেশ!"

"যাদু, এ ত বড় রঙ্গ, যাদু, এ ত বড় রঙ্গ,
চার ধলো দেখাতে পার, যাব তোমার সঙ্গ।"
"বক ধলো, বস্ত্র ধলো, ধলো রাজহংস,
তাহার অধিক ধলো, কন্যে, তোমার হাতের শঙ্খ!"

"যাদু, এ ত বড় রঙ্গ, যাদু, এ ত বড় রঙ্গ,
চার রাঙা, দেখাতে পার, যাব তোমার সঙ্গ।"
"জবা রাঙা, করবী রাঙা, রাঙ্গা কুসুম ফুল,
তাহার অধিক রাঙা, কন্যে তোমার মাথার সিন্দূর!"

"যাদু, এ ত বড় রঙ্গ, যাদু, এ ত বড় রঙ্গ,
চার তিতো দেখাতে পার, যাব তোমার সঙ্গ!"
"নিম তিতো, নিসিন্দে তিতো, তিতো মাকাল ফল,
তাহার অধিক তিতো, কন্যে, বোন-সতীনের ঘর!"

"যাদু, এ ত বড় রঙ্গ, যাদু, এ ত বড় রঙ্গ,
চার হিম দেখাতে পার, যাব তোমার সঙ্গ।"
"হিম জল, হিম স্থল, হিম শীতল পাটি,
তাহার অধিক হিম, কন্যে, তোমার বুকের ছাতি।"

ভূতের মন্ত্র

৩৬৪

ভূত আমার পুত,
শাঁখিনী আমার ঝি;
রাম-লক্ষ্মণ বুকে আছে—
ভয়টা আমার কি?

*

কান্নাকাটি

৩৬৫

আজ দুর্গার অধিবাস, কাল দুর্গার বিয়ে,
দুর্গা যাবেন শ্বশুরবাড়ী সংসার কাঁদায়ে।
মা কাঁদেন, মা কাঁদেন ধূলায় লুটায়ে,
সেই যে মা দুধ দিয়েছেন গলা ভিজায়ে।
বাপ কাঁদেন, বাপ কাঁদেন দরবারে বসিয়ে,
সেই যে বাপ টাকা দেছেন সিন্ধুক ভরিয়ে।
মাসী কাঁদেন, মাসী কাঁদেন হেঁসেলে বসিয়ে,
সেই যে মাসী ভাত দিয়েছেন পাথর সাজিয়ে।
পিসী কাঁদেন, পিসী কাঁদেন গোয়ালে বসিয়ে,
সেই যে পিসী দুধ দিয়েছেন, বাটি ভরিয়ে।
ভাই কাঁদেন, ভাই কাঁদেন চোখে হাত দিয়ে,
সেই যে ভাই কাপড় দেছেন আল্‌না সাজিয়ে।
বোন কাঁদেন, বোন কাঁদেন খাটের খুরো ধ'রে,
সেই যে বোন গাল দিয়েছেন কালামুখী ব'লে।

*

ধুব্‌ড়ি মন্ত্র

আয় ধুব্‌ড়ি, ছায় ধুব্‌ড়ি, ধুব্‌ড়ি আমার গায়,
চড়্‌বড়িয়ে বেত মার্‌লে পড়্‌ পড়িয়ে যায়!

নাচন কেনা

৩৬৭

থেনা নাচন থেনা,
বট পাকুড়ের ফেনা !
বলদে খালো চিনা, ছাগলে খালো ধান,
সোনার যাদুর জন্যে যারে নাচন কিনে আন !

*

খোকার বেড়ু

৩৬৮

খোকা যাবে বেড়ু কত্তে, তেলী মালীদের পাড়া,
তেলী মালীরা মুখ ক'রেছে কেন্‌রে মাখনেচারা !
ভাঁড় ভেঙ্গেছে, ননী খেয়েছে, আর কি দেখা পাব,
কদমতলায় দেখা পেলে বাঁশী কেড়ে নেব !

*

সেই মামা

৩৬৯

সেই মামা, সেই মামী
তেঁতুল-তলায় ঘর,
এখন কেন গো মামী
দুধে প'ড়্‌ছে সর !

দাদার বিয়ে

৩৭০

এক নৌকা আলো চাল, এক নৌকা ঘি,
দাদা গেছে বিয়ে কত্তে সওদাগরের ঝি।
নাড়া বনে কাড়া বাজে, লোকে ব'ল্‌বে কি,
সরা-চাটা বে ক'রেছে, মাল্‌সা-চাটার ঝি!

*

সোনার যাদু

৩৭১

সোনার যাদু রায়,
দধি দুগ্ধ খায়,
তক্তাপোষে ব'সে যাদু
ডুগ্‌ডুগি বাজায়!

*

পেটুক মেয়ে

৩৭২

মেয়ে মেয়ে মেয়ে,
ধুস্ করিল খেয়ে,
হরিভক্তি উড়ে গেল—
মেয়ের পানে চেয়ে!

ফড়্ ফড়ানি

মেঘ খেয়ে রোদ হয়, তার বড় চড়্চড়ানি,
বৌ হ'য়ে গিন্নী হয়, তার বড় ফড়্ফড়ানি!

সোনার চাঁদ

৩৭৪

ষষ্ঠীতলায় এল বান
আমি কুড়িয়ে পেলাম
সোনার চাঁদ!
আর বার চা'র যাব,
আর গোটা চা'র পাব!

যেমন ছেলে তেমনি মেয়ে

৩৭৫

আহা! কি বা মেয়ের ছ্যারি,
যেন বাঁশবাগানের প্যারি!
আহা! কি বা ছেলের ছিরি ছাঁদ,
যেন গোবর-গাদার কালাচাঁদ!

*

সম্ভব বটে!

৩৭৬

ঢাকা দিয়ে শেয়াল যায়
পেঁড়োয় কুকুর ডাকে;
শান্তিপুরের বুড়ী বলে,
কামড়ালে মোর নাকে!

*

আল্‌তা নুড়ী

৩৭৭

আল্‌তা নুড়ী গাছের গুঁড়ী, জোড় পুতুলের বিয়ে,
এত টাকা নিলে, বাবা, দূরে দিলে বিয়ে!
এখন কেন কাঁদ্‌ছ বাবা, গাম্‌ছা মুড়ি দিয়ে?

আগে কাঁদে মা বাপ, পিছে কাঁদে পর,
পাড়া-পড়্শী নিয়ে গেল শ্বশুরের ঘর।
শ্বশুরের ঘরখানি বেতের ছাউনি,
তাতে ব'সে পান খান দুর্গা ভবানি।
হেঁই দুর্গা, হেঁই দুর্গা, তোমার মেয়ের বিয়ে,
তোমার মেয়ের বিয়ে দাও ফুলের মালা দিয়ে।
ফুলের মালা রূপের ডালা কোন্ সোহাগীর বৌ,
হীরে দাদার মড়্মড়ে থান, ঠাকুরদাদার বৌ।
এক বাড়ীতে খাসা দৈ, এক বাড়ীতে চিড়ে,
দিব্যি করে ভোজন কর, গোক্ষুনাথের কিরে!

চ্যাং মাছ চচ্চড়ি

৩৭৮

চ্যাং মাছ চচ্চড়ি
তায় প'ল্লো ফুল বাড়ি;
ফুলবড়িটি চুঁয়ে গেল,
সেই ফুলটি রয়ে গেল!

*

খোকার নাচন

৩৭৯

তাকুড়্ তাকুড়্ তাক্!
তাক্ কুড়াকুড়্ তাক্!
খোকার নাচন দেখ্!

*

শাশুড়ী বাঁধা

৩৮০

আয় রে আয় টিয়ে,
ঘোষের পাড়া দিয়ে,
খোকা আমার পান খেয়েছে
শাশুড়ী বাঁধা দিয়ে!

*

সোনামণির বে

৩৮১

চাঁদ উঠেছে, ফুল ফুটেছে
কদম তলায় কে?
হাতী নাচ্‌বে, ঘোড়া নাচ্‌বে,
সোনামণির বে!

'ভ্যা' কর তো বাপু

৩৮২

কড়ি দিয়ে কিন্‌লাম,
দড়ি দিয়ে বাঁধ্‌লাম,
হাতে দিলাম মাকু ;
এখন 'ভ্যা' কর তো বাপু !

*

সুখ-দুঃখ

লিখিবে পড়িবে মরিবে দুঃখে,
মৎস্য মারিবে খাইবে সুখে !

ঝম্‌ঝমিয়ে নাচ্

৩৮৪

আয় রে সোনামণি,
খেতে দেব ননী,
ভোজনে দেব মাছ ;
চাঁদঘুঙুর কোমরে দিয়ে
ঝমঝমিয়ে নাচ ।

*

খোকা বাবু

খোকা আমার বাবু,
ঘোড়ায় চ'ড়ে যাবু,
ডুগ্‌ডুগি বাজাবু,
এক খিলি পানের তরে
বৌ বাঁধা দিবু !

*

নীল গগনের চাঁদ

নাদুস্ নুদুস নন্দগোপাল
কাঙ্গালিনীর ধন ;
আমার দুখ-পাসরা দুখ-হরা
অশ্রু-নিবারণ !

কেমন গড়ন, কেমন পেটন,
কেমন ছিরি ছাঁদ ;
ব'লতে গেলে বাছা আমার
নীল গগনের চাঁদ !

দিদি লো দিদি

৩৮৭

দিদি লো দিদি, নাইতে যাবি ?
কোন্ পুকুরে ? তাল পুকুরে।
তালের জটা, বাঁধ্‌লো ল্যাটা।
বড় বৌএর কি ছেলে ? বেটা ছেলে।
নাম কি ? দুর্গাচরণ।
খায় কি ? দুধি ভাতি—
কোমরে কোমর-পাটা
খোকন আমার সোনার ভাঁটা।

যাই কোথা ?

মশার জ্বালায় বাঁচি না লো, মশা ভন্-ভন্ করে,
মশার জ্বালায় গেলাম বনে, বাঘে দাঁত ঝাড়ে।
বাঘের ভয়ে গেলাম জলে, কুমীর এল ছুটে,
কুমীরের ভয়ে গেলাম বাড়ী, দাসীর মুখ ফুটে।
দাসীর ভয়ে গেলাম ঘরে, ননদে মন্দ বলে,
ননদের ভয়ে রাঁধ্‌তে গেলাম, শাশুড়ী উঠে জ্বলে'।
রাগ করো না শাশুড়ী গো, আমি তোমার মেয়ে,
তুমি যদি তাড়াও, বলো দাঁড়াই কোথা যেয়ে !

নাটাচোখোর ঝি

৩৮৯

রাঁধুনে কাঁদুনে ওরে নাটাচোখোর ঝি,
কোণে ব'সে করো কি ?
নাক কাটবো, চুল ছাঁটবো, ক'রবো গাঙের পার,
খোকনমণি রেতে দিনে কাঁদেন একটিবার।

*

বর-কনে

৩৯০

মজুন্দার, মজুন্দার, তেল মাখো'সে,
তেলে ফুলে আগুন দিয়ে কনে দেখ'সে।
কনের মাথায় নেইকো চুল,
কাণকাটা বর ;
শাশুড়ী, কনে বের কর !

কথা

৩৯১

পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা, সকল কথায় ছন্দ,
ছেলেতে ছেলেতে কথা, সকল কথায় দ্বন্দ্ব।
বুড়ায় বুড়ায় কথা, সকল কথায় কাসি,
যুবায় যুবায় কথা, সকল কথায় হাসি।

*

নানা মত

অনুপমা দুধের সর,
চায় না যেতে পরের ঘর!
বাপ ব'ল্‌ছে "আয় আয়,"
মা ব'ল্‌ছে, "থাক্‌";
বৌ ব'ল্‌ছে, "দূর ক'রে দাও,
শ্বশুর-বাড়ী যাক্‌!"

*

বৌ নিয়ে খেলা

মামাদের কোটা বাড়ী,
বকুল ফুলের ছড়াছড়ি;
হেই মামা, তোর পায়ে পড়ি,
বৌটি দে না, খেলা করি!
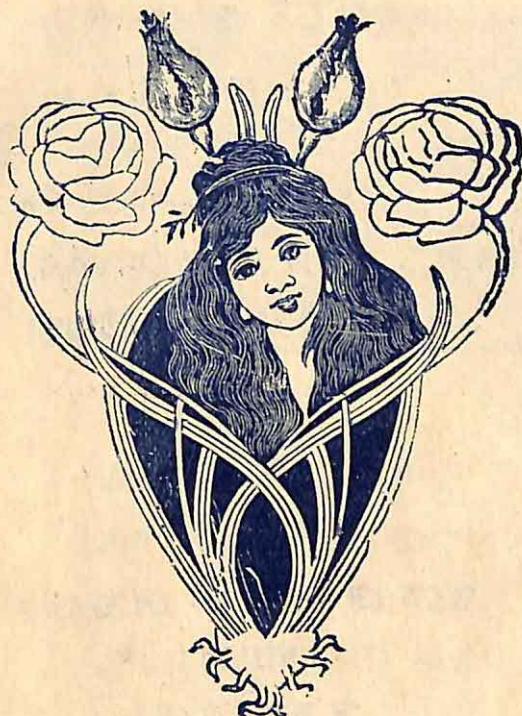
গোলাপ সুন্দরী

ও আমার গোলাপ সুন্দরী !
গোলাপকে কে খাওয়ালে গুড়্-মুঁড়ি ?
ও আমার গোলাপ-সুন্দরী !
গোপাল হাতী চ'ড়ে ডঙ্কা মেরে
যাবেন মাচবাড়ী—
ও আমার গোলাপ-সুন্দরী !

গুঁতে ও শোল

৩৯৫

শোল— গুঁতি রে গুঁতি,
তোর ঠাকুর কোথা শুতি ?
গুঁতে— খাট পালঙ্ক সিংহাসন,
ঐ যে শুয়ে নারায়ণ !

*

শাস্তি

৩৯৬

গুঁতে রে গুঁতে, কে রে গুঁতে ?
খোল্সে।
দে মুখ ঝ'ল্সে !
গুঁতে রে গুঁতে, কে রে গুঁতে ?
পুঁটি।
ধর্ চুলের ঝুঁটি !
গুঁতে রে গুঁতে, কে রে গুঁতে ?
ট্যাংরা।
মার ক'সে খ্যাংরা !

*

ভোম্বলদাস

সিঙ্গীর মামা ভোম্বলদাস,
বাঘ মেরেছি গোটা পঞ্চাশ ;
আরো পাই ত আরো মারি,
কেঁদো বাঘের তালাস করি !

*

যায় না যেন

আকাশ যুড়ে মেঘ ক'রেছে, সূয্যি গেল পাটে,
খুকু গেছে জল আন্‌তে পদ্মদীঘির ঘাটে।
পদ্মদীঘির কালো জলে হরেক রকম ফুল,
হেঁটোর নীচে দুল্‌ছে খুকুর গোছা ভরা চুল।
বৃষ্টি এলে ভিজ্‌বে সোনা, চুল শুখানো ভার,
জল আন্‌তে খুকুমণি যায় না যেন আর।

আতা পাতা

আতা পাতা লতা,
সাপ দেখ'সে লো!
কি সাপটা লো?
খয়রা-কাঁটা লো!
কা'কে খেলে লো?
বোদের মাকে লো।
কে ঝাড়্‌বে লো?
বামুণ কাকা লো।
কোথা গেছে লো?
কলকেতাতে লো।
কি আন্‌তে লো?
কাজল-লতা লো।

*

শেয়ানা খুকু

৪০০

খুকু ব'ল্‌তে পারে, কইতে পারে,
সইতে পারে না;
খেতে পারে, নিতে পারে,
দিতে পারে না!

ড্যাম্‌রাচোখো

৪০১

যা চলে যা ড্যাম্‌রাচোখো,
পাবিনে আমার ছেলে,
ও থাক্‌বে আমার কোলে—
ওর কোমল গায়ে ব্যথা পাবে
ব'সতে মখমলে।

মিথ্যাবাদী

৪০২

মিথ্যাবাদী কলার কাঁদি,
ছুঁচোর লেজ তোর গলায় বাঁধি।

বৌএর হাসি

৪ ৩

ঘু ঘু ঘু, পেটে ফুঁ!
কি ছেলে হ'ল? বেটা ছেলে।
কোথায় গেল? মাছ ধ'রতে।
মাছ কৈ? চিলে নিল।
চিল কৈ? ডালে ব'স্‌ল।
ডাল কৈ? পুড়ে গেল।
ছাই মাটি কৈ? উড়ে গেল।
কল্‌সী গেল ভেসে,
খোকার বৌ ম'লো হেসে!

*

ঘুম আয়

৪০৪

মণি, ঘুমায় ঘুমায়,
বাঁশবনে ডাকে বাঘ দারুণ সময়।
এস ঘুমানি এস. আমার বাড়ী এস,
আমার বাড়ী পিঁড়ি নেই কো,
মণির চোখে বসো!

আর কেঁদ না

৪০৫

খোকা বড় ভালো,
আরো দুধ ঢালো।
দিও না খোকা যন্ত্রণা,
দুধ খেতে আর কেঁদ না।

❋

মূর্চ্ছা যাওয়া

হাতীর উপর আসে যায়,
হাম্বা দেখে ভয় পায়,
ফুলের ঘায় মূর্চ্ছা যায়।

বৌএর হাসি

৪০৩

ঘু ঘু ঘু, পেটে ফুঁ!
কি ছেলে হ'ল? বেটা ছেলে।
কোথায় গেল? মাছ ধ'রতে।
মাছ কৈ? চিলে নিল।
চিল কৈ? ডালে ব'সল।
ডাল কৈ? পুড়ে গেল।
ছাই মাটি কৈ? উড়ে গেল।
কল্সী গেল ভেসে,
খোকার বৌ ম'লো হেসে!

*

ঘুম আয়

৪০৪

মণি, ঘুমায় ঘুমায়,
বাঁশবনে ডাকে বাঘ দারুণ সময়।
এস ঘুমানি এস, আমার বাড়ী এস,
আমার বাড়ী পিঁড়ি নেই কো,
মণির চোখে বসো!

আর কেঁদ না

৪০৫

খোকা বড় ভালো,
আরো দুধ ঢালো।
দিও না খোকা যন্ত্রণা,
দুধ খেতে আর কেঁদ না।

*

মূর্চ্ছা যাওয়া

হাতীর উপর আসে যায়,
ঘাস্না দেখে ভয় পায়,
ফুলের ঘায় মূর্চ্ছা যায়।

ঘুম আয় রে

৪০৭

ঘুম আয় রে—ঘুম আয় রে,
সোনার যাতুমণি,
দেব ছানা ননী ;
আস্‌বি যদি মণির চোখে,
কত ভালবাস্‌বো তোকে,
হীরের বালা মুক্তোর মালা
ক'র্‌বো কত দান ;
বাটী ভ'রে তুধ খাওয়াবো,
বাটা ভ'রে পান !

*

নেংটি বাবাজী

৪০৮

ও আমার নেংটি বাবাজী !
মট্‌কায় ব'সে কাটুর কুটুর,
বাওনায় ব'সে কর কি ?
ও আমার নেংটি বাবাজী !

*

ও বিশে

ও বিশে, খাজ্‌না দিসে,
আজ মাসের ঊনত্রিশে!

ফুরুলো

৪১০

আমার কথাটি ফুরুলো,
নটে গাছটি মুড়ুলো।
কেন রে নটে মুড়ুলি?
গরুতে কেন খায়!
কেন রে গরু খাস্?
রাখাল কেন চরায় না!
কেন রে রাখাল চরাস্ না?
বৌ কেন ভাত দেয় না!
কেন রে বৌ ভাত দিস্ না?
কলাগাছ কেন পাত ফেলে না!
কেন রে কলাগাছ পাত ফেলিস্ না?
জল কেন হয় না!
কেন রে জল হ'স্ না?

*

ঘুম আয় রে

৪০৭

ঘুম আয় রে—ঘুম আয় রে,
সোনার যাদুমণি,
দেব ছানা ননী;
আস্‌বি যদি মণির চোখে,
কত ভালবাস্‌বো তোকে,
হীরের বালা মুক্তোর মালা
ক'র্‌বো কত দান;
বাটী ভ'রে দুধ খাওয়াবো,
বাটা ভ'রে পান!

*

নেংটি বাবাজী

৪০৮

ও আমার নেংটি বাবাজী!
মট্‌কায় ব'সে কাটুর কুটুর,
বাওনায় ব'সে কর কি?
ও আমার নেংটি বাবাজী!

*

ও বিশে

ও বিশে, খাজ্‌না দিসে,
আজ মাসের উন্‌ত্রিশে!

ফুরুলো

৪১০

আমার কথাটি ফুরুলো,
নটে গাছটি মুড়ুলো।
কেন রে নটে মুড়ুলি?
গরুতে কেন খায়!
কেন রে গরু খাস্?
রাখাল কেন চরায় না!
কেন রে রাখাল চরাস্ না?
বৌ কেন ভাত দেয় না!
কেন রে বৌ ভাত দিস্ না?
কলাগাছ কেন পাত ফেলে না!
কেন রে কলাগাছ পাত ফেলিস্ না?
জল কেন হয় না!
কেন রে জল হ'স্ না?

*

ব্যাঙ্ কেন ডাকে না!

কেন রে ব্যাঙ্ ডাকিস্ না?

সাপে কেন খায়! কেন রে সাপ খাস্?

খাবার ধন খাব নি! গুড়্গুড়ুতে যাব নি!

সমাপ্ত